প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধি

প্রশ্ন ▶১ পাঁচ বছর বয়সি কামাল একটি অভীক্ষায় সাত বছর বয়সের উপযোগী সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু তার চার বছর বয়সী ছোট ভাই কামরুল চার বছর বয়সের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও পাঁচ বছর বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। পরীক্ষক, কামালকে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কামরুলকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মন্তব্য করেন। ◀ শিখনফল: ১

ক. ক্রাইডার ও তার সহযোগী প্রদত্ত বুদ্ধির সংজ্ঞাটি কী? ১
খ. "বুদ্ধ্যঙ্ক"— পরিমাপের সূত্রটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কামাল ও কামরুলের উপর প্রয়োগকৃত অভীক্ষাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত অভীক্ষার সুবিধা-অসুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রাইডার ও তার সহযোগীদের মতে, "বুদ্ধি হলো বিদ্যুতের মতো— এটি পরিমাপ করা সহজ, কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা প্রায় অসাধ্য"।

খ বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপের সূত্রটি হলো:

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কামালের মানসিক বয়স ৭ বছর কিন্তু তার প্রকৃত বয়স ৫ বছর। এ অবস্থায় তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{৭}{\cancel{৫}} \times \overset{২০}{\cancel{১০০}}$$

∴ কামালের বুদ্ধ্যঙ্ক = ১৪০

গ উদ্দীপকের কামাল ও কামরুলের উপর বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়। আলফ্রেড বিনে এবং তার সহযোগী থিওডোর সিমোঁ ১৯০৫ সালে প্রথম ব্যবহার উপযোগী বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করেন। তাদের নামানুসারে, অভীক্ষাটি বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষা নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা যুক্তি, পার্থক্য নির্ণয়, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা এবং অন্যান্য বিষয়ে ৩০টি প্রশ্ন নিয়ে সহজ থেকে কঠিন ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে একটি স্কেল তৈরি করেন। মূলত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বয়স নির্ণয় করাই ছিল এই স্কেলের উদ্দেশ্য। ১৯০৮ সালে বিনে-সিমোঁ অভীক্ষার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় অভীক্ষার মাধ্যমে কামাল ও কামরুলের মানসিক বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, যা বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষানুযায়ী কোনো শিশু যদি প্রকৃত বয়সের থেকে বেশি বয়সের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহলে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বলে বিবেচনা করা হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো শিশু তার প্রকৃত বয়সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রশ্নসমূহের উত্তর করতে পারে তাহলে তার প্রকৃত ও মানসিক বয়স সমান হবে এবং সে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবে। আবার প্রকৃত বয়স মানসিক বয়সের থেকে বেশি হলে নিম্ন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন বিবেচিত হবে।

সে অনুযায়ী প্রদত্ত উদ্দীপকের কামাল ও কামরুলকে যথাক্রমে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় তাদের ওপর বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঘ প্রতিনিধিত্বকারী বুদ্ধি অভীক্ষা হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য অভীক্ষার মতো বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার সুবিধার পাশাপাশি কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার অন্যতম সুবিধা হলো— এখানে পদসমূহ সহজ থেকে কঠিন এভাবে ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে, যা অভীক্ষার্থীকে পরবর্তী প্রশ্নের জন্য আগ্রহী করে তোলে। এখানে পদসমূহ প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করা হয় এবং অভীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। এছাড়া অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির সাধারণ, উন্নত সাধারণ ও নিম্ন সাধারণ মাত্রা নির্ণয়ে এ অভীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অভীক্ষায় মানসিক বয়সের ধারণা ব্যবহার করা হয়। বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার অন্যতম সুবিধা হলো এখানে বিভিন্ন বয়স স্তরে ভাগ করা হয় এবং প্রতি বয়স স্তরে স্বতন্ত্র প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

উপরিউল্লিখিত, সুবিধার পাশাপাশি বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। যেমন:

i. ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা হওয়ার ফলে অভীক্ষাটি বোবা ও বধির লোকদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য প্রযোজ্য নয়।
ii. এ অভীক্ষার সাহায্যে একসাথে বহুলোকের বুদ্ধি পরিমাপ করা যায় না। ফলে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।
iii. বুদ্ধির বিভিন্ন দিক এ অভীক্ষার সাহায্যে পৃথকভাবে পরিমাপ করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, কতিপয় অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষাটি সংশোধন, আলোচনা, সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে সেরা বুদ্ধি অভীক্ষার আদিরূপ হিসেবে প্রতীয়মান। তাই এর সঠিক ব্যবহার শিশুর বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে আদর্শ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶২ কলিম সাহেব তার ছোট ছেলে সমীরকে নিয়ে রহমতপুর বিদ্যালয়ের মাঠে সার্কাস দেখতে গেলেন। সার্কাসে হাতি, ঘোড়া, বানর প্রভৃতি প্রাণীর বিভিন্ন খেলা দেখানো হচ্ছিল। সমীর দেখল যে, সার্কাসের অন্য প্রাণীরা মানুষের নির্দেশনায় খেলা দেখিয়ে চলছে। অথচ কোনো কোনো প্রাণী মানুষের চেয়ে বেশি শক্তি রাখে। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল যে, মানুষ কীভাবে অন্য প্রাণীদের পোষ মানায় ও নিয়ন্ত্রণ করে। কলিম সাহেব ছেলেকে বললেন যে, মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে— যার দ্বারা মানুষ উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে, যুক্তিপূর্ণ পন্থায় পরিবেশকে মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঐ ক্ষমতা অন্য প্রাণীদের মধ্যে সামান্য মাত্রায় থাকলেও মানুষের মধ্যে ভালোভাবে বিদ্যমান, তাই মানুষ শ্রেষ্ঠ। ◀ শিখনফল: ১

ক. বুদ্ধ্যঙ্ক শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? ১
খ. বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ২
গ. কলিম সাহেব মানুষের যে ক্ষমতার কথা বললেন, মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সেই ক্ষমতাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত ক্ষমতা সম্পর্কে স্যার ফ্যান্সিস গ্যালটনের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুদ্ধ্যঙ্ক শব্দটি সর্বপ্রথম অধ্যাপক টারম্যান ব্যবহার করেন।

খ বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ:

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক (ওছ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০।$$

গ কলিম সাহেব, সমীরের প্রশ্নের উত্তরে মানুষের বুদ্ধির কথা বলেছেন যে, মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা অন্যান্য প্রাণীদের পুষতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য যেকোনো প্রাণীদের বুদ্ধির চেয়ে মানুষের বুদ্ধি বেশি হওয়ায় মানুষ অন্যান্য প্রাণীদেরকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, বুদ্ধি হলো এমন এক মৌলিক মানসিক ক্ষমতা, যার দ্বারা ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক কাজ ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তার পাশাপাশি পরিবেশের সাথে সুষ্ঠু অভিযোজনমূলক আচরণ করতে পারে। বুদ্ধি হলো অনেকটা বিদ্যুতের মতো, এটি পরিমাপ করা সহজ কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে বুদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ডেভিড ওয়েকস্লার-এর মতে, 'বুদ্ধি হলো এমন ক্ষমতা যার দ্বারা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাজ করা যায়, যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করা যায় এবং পরিবেশের সাথে উপযুক্তভাবে খাপ খাওয়ানো যায়।'

জন ডব্লিউ স্যানট্রোক এর মতে, 'বুদ্ধি হলো প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হতে শেখা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং অভিযোজনমূলক ক্ষমতা।'

উপর্যুক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ থেকে বুদ্ধি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো বুদ্ধি, ব্যক্তির সেই ক্ষমতা যা দ্বারা সে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং সমস্যাজনিত পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ ক্ষমতা যার দ্বারা মানুষ উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে, যুক্তিপূর্ণ পন্থায় পরিবেশকে মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা হলো বুদ্ধি। এই বুদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করা ও পরিমাপ করা মনোবিজ্ঞানীদের অন্যতম লক্ষ্য।

বুদ্ধি সম্পর্কে স্যার ফ্রানসিস গ্যালটনের অবদান: বুদ্ধিকে পরিমাপ করার জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রয়াস চালিয়েছেন তিনি হচ্ছেন স্যার ফ্রানসিস গ্যালটন। গণিতে ডিগ্রি প্রাপ্ত গ্যালটনের প্রধান আগ্রহ ছিল বুদ্ধি, বুদ্ধির বিকাশ এবং এর সাথে বংশগতির সম্পর্ক নিয়ে। বুদ্ধির ধারণা বিকাশে এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্যালটনের অবদান রয়েছে।

১. বুদ্ধিকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান: গ্যালটন ডারউনের বিবর্তনবাদের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, কিছু লোক (বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণির) নিম্ন (স্বল্প) মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, অন্যরা জন্মে উন্নত মানসিক ক্ষমতা এবং সাধারণ ক্ষমতা নিয়ে।

২. বুদ্ধিকে বংশগতির ধারণার সাথে সম্পর্কিতকরণ: গ্যালটন মনে করতেন যে, বুদ্ধি হলো একটি বংশগতি সূত্রে অর্জিত সংলক্ষণ (ঞৎধরঃ)। তিনি বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, কোনো জাতির নতুন প্রজন্মের দৈহিক উচ্চতা সেই জাতির গড় উচ্চতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শুধু দৈহিক নয় মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও তিনি একই প্রবণতা লক্ষ করেন।

৩. মানসিক অভীক্ষা প্রণয়ন: গ্যালটন এবং তার সহকর্মীরা বিভিন্ন ক্ষমতা পরিমাপের জন্য মানসিক অভীক্ষা তৈরি করেন।

৪. অভীক্ষা গবেষণাগার স্থাপন: গ্যালটন ১৮৮৪ সালে লন্ডনের এক আন্তর্জাতিক মেলায় একটি অভীক্ষা গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি ৯০০০ লোকের ওপর নিজের প্রণীত অভীক্ষা মূল্যায়ন করেছিলেন।

গ্যালটন বুদ্ধির ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যদিও বুদ্ধি সম্পর্কে তার ধারণা মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা সমালোচিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তবুও বুদ্ধির ধারণা বিকাশে গ্যালটনের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶৩ জনাব আলমগীরের দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয় মনি ও মুক্তা নামের দুটি যমজ শিশু। মনিকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নিঃসন্তান শাখাওয়াত হোসেন দত্তক গ্রহণ করে উন্নত পরিবেশে অত্যন্ত আদর-যত্নে লালন-পালন করেন। অপরদিকে, মুক্তা দরিদ্র বাবার কাছে নিম্নতর পরিবেশে লালিত-পালিত হয় এবং নিম্নমানের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। মনি ও মুক্তার ১৫ বছর বয়সের সময় দেখা যায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণের দিক দিয়ে তারা প্রায় এক। *◀ শিখনফল: ২*

ক. Hereditary Genius গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. বুদ্ধি কীভাবে পরিমাপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মনি ও মুক্তার বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটির প্রভাব লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মনি ও মুক্তার বুদ্ধির সঠিক বিকাশে উক্ত উপাদানটির প্রভাব যথেষ্ট নয়'– মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Hereditary Genius' গ্রন্থের লেখক ফ্রান্সিস গ্যালটন।

খ বুদ্ধি প্রতিফলিত করে এমন কতকগুলো আচরণের মাধ্যমে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। অতীতে দৈহিক আকৃতি বা মস্তিষ্কের গঠন দেখে বুদ্ধি পরিমাপ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অর্থাৎ ব্যক্তির কর্মসম্পাদন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ শিশুর বুদ্ধি বিকাশে বংশগতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

ঘ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶৪ 'তাসলিমা মেমোরিয়াল একাডেমির শিক্ষিকা শিলা জামান শিক্ষার্থীদের ওপরে ৩০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি অভীক্ষা প্রয়োগ করেন। যারা এ ৩০টি প্রশ্নের মধ্য থেকে ৩০টিরই উত্তর দিতে পেরেছে, তাদেরকে তিনি বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন, যুক্তিবাদী বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে, যারা অপেক্ষাকৃত কম প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে, তাদের মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তবে সব বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য একই প্রশ্ন থাকায় সবাই এ বিষয়টি পছন্দ করেনি। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. কার নেতৃত্বে বুদ্ধি অভীক্ষা বিকাশের প্রথম প্রয়াস পরিচালিত হয়? ১

খ. বুদ্ধি ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শিলা জামানের গৃহীত পদ্ধতিতে কোন বুদ্ধি অভীক্ষাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো শিলা জামানের গৃহীত পদ্ধতির ন্যায় উক্ত অভীক্ষাও সমালোচিত হয়েছে? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্যার ফ্রানসিস গ্যালটনের নেতৃত্বে বুদ্ধি অভীক্ষা বিকাশের প্রথম প্রয়াস পরিচালিত হয়।

খ বুদ্ধি হলো জগৎকে অনুধাবন করার ক্ষমতা এবং বাধাসমূহকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা থাকে যা দিয়ে সে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় সাধন করতে পারে। এছাড়া সমস্যাজনিত পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। ব্যক্তির মধ্যকার এসব ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার সমালোচনা পর্যালোচনা করো।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. মানবীয় বুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক বুদ্ধি অভীক্ষা খ IQ
গ বংশগতি ঘ মস্তিষ্ক

২. কোনটি বহুল ব্যবহৃত ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা?
ক বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষা
খ ব্লক ডিজাইন বুদ্ধি অভীক্ষা
গ স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা
ঘ আর্মি আলফা বুদ্ধি অভীক্ষা

৩. কোন অভীক্ষায় সর্বপ্রথম বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যবহার করা হয়?
ক বিনে-সিমোঁ খ স্ট্যানফোর্ড বিনে
গ WAIS ঘ আর্মি আলফা

৪. স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষাটি মোট কয়টি স্তরে বিভক্ত ছিল?
ক ৬টি খ ৯টি
গ ১৩টি ঘ ২০টি

৫. বুদ্ধ্যঙ্ক বের করার মূল কথা কী?
ক বুদ্ধি নির্ণয় করা খ ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা
গ মানসিক বয়স পরিমাপ করা
ঘ প্রকৃত বয়স পরিমাপ করা

৬. একটি শিশুর ৭ বছর বয়সে ৫ বছর বয়সের নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে তার মানসিক বয়স কত ধরা হবে?
ক ৪ খ ৫
গ ৬ ঘ ৭

৭. অভীক্ষার্থী যে বয়স স্তরে প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর সঠিক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়, বয়সের সেই স্তরকে অভীক্ষার্থীর কোন বয়স বলে?
ক মৌলিক মানসিক বয়স
খ প্রান্তিক মানসিক বয়স
গ অর্জিত মানসিক বয়স
ঘ প্রকৃত বয়স

৮. স্ট্যানফোর্ড-বিনে অভীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিমাণবাচক সামর্থ্যসমূহ হলো—
i. সংখ্যার সারি
ii. ছক
iii. সমীকরণ তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. ওয়েকসলারের বুদ্ধি অভীক্ষায় ভাষাগত মানকে কয়টি সাধারণ বোধশক্তি সম্পর্কিত প্রশ্ন রয়েছে?
ক ১০টি খ ১২টি
গ ২০টি ঘ ২৫টি

১০. ডেভিড ওয়েকসলার তার অভীক্ষায় ব্যবহারের জন্য পরিমাপের একক হিসাবে কোন বিচ্যুতি ব্যবহার করেন?
ক পরিসর খ গড় বিচ্যুতি
গ আদর্শ বিচ্যুতি ঘ চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি

১১. প্রথম ভাষা বর্জিত দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার নাম কী?
ক আর্মি আলফা অভীক্ষা খ আর্মি জেনারেল অভীক্ষা
গ আর্মি বিটা অভীক্ষা ঘ আর্মি গামা অভীক্ষা

১২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মনোবিজ্ঞানীরা কয়টি দলগত অভীক্ষা তৈরি করেন?
ক একটি খ দুইটি
গ তিনটি ঘ চারটি

১৩. 'ক' নামে একজন মনোবিজ্ঞানী ১৮৮৪ সালে লন্ডনের এক আন্তর্জাতিক মেলায় একটি অভীক্ষা গবেষণার স্থাপন করেন। তার নাম কী?
ক ফ্রিম্যান খ ফ্রানসিস গ্যালটন
গ নিউম্যান ঘ হলজিঞ্জার

১৪. দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগের কারণ হলো —
i. অল্প সময় লাগে
ii. এক সাথে বহুলোকের বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়
iii. সহজে নম্বর প্রদান করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিকবাহিনীতে নতুন লোক নিয়োগ দেওয়ার জন্য সামরিক দপ্তরের সাথে কোন বিভাগ চালু করা হয়েছিল?
ক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
খ মনোবিজ্ঞান বিভাগ গ সমাজকল্যাণ বিভাগ
ঘ নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী নতুন সৈনিক নিয়োগের সময় প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ এবং অল্প সময়ে এক সাথে বহুসংখ্যক সৈনিকের বুদ্ধি পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এজন্য বাহিনীর কর্তৃপক্ষ প্রার্থীদের ৮টি ধরনের প্রশ্ন দেন। যার ২-৬ নং প্রশ্নের উত্তর লিখে এবং বাকিগুলো √ বা × অথবা নিচে রেখা টানতে হয়। এ অভীক্ষার সাহায্যে সহজে কম বুদ্ধিমান লোকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়।

১৬. প্রার্থীদের ওপর কোন ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়েছিল?
ক আর্মি আলফা খ আর্মি বিটা
গ আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেশন টেস্ট
ঘ বিনে-সিমোঁ অভীক্ষা

১৭. উদ্দীপকে ব্যবহৃত অভীক্ষাটির উপ-অভীক্ষা হলো—
i. মৌখিক নির্দেশ ii. গাণিতিক সমস্যা
iii. সমার্থক-বিপরীতার্থক শব্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার অভীক্ষা হলো—
i. SAT ii. AGCT
iii. SCAT
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. পাস এলং অভীক্ষায় কয়টি ছোট গুটি ব্যবহার করা হয়?
ক ৮টি খ ১০টি
গ ১১টি ঘ ১৩টি

২০. ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা হলো—
i. বিনে-সিমোঁ অভীক্ষা
ii. স্ট্যানফোর্ড বিনে অভীক্ষা
iii. আর্মি আলফা অভীক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. চরম বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত কত ভাগ?
ক ১% খ ৪%
গ ১০% ঘ ৮৫%

২২. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না?
ক বিকাশমূলক খ মানসিক
গ শারীরিক ঘ আচরণগত

২৩. মানসিক প্রতিবন্ধী হলো ১৮ বছর বয়সের পূর্বে ঘটে— কে বলেছেন?
ক মর্গান খ স্যানট্রোক
গ জি. মায়ার্স ঘ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা

২৪. কোন ধরনের শিশু গড় ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়?
ক বুদ্ধিমান শিশু খ মেধাবী শিশু
গ খেলোয়াড় শিশু ঘ সুস্থ শিশু

২৫. বুদ্ধির সাংগঠনিক তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
ক গিলফোর্ড খ উইটি
গ উইলিয়াম জেমস ঘ জ্যাকসন

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১. ▶ অধ্যাপক শিমুল মনোবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী মানুষের মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি ও তার সহযোগী মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য নিরূপণের জন্য একটি অভীক্ষা প্রণয়ন করেন। ১৯০৮ সালে অভীক্ষাটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ক. তরল-বিশ্লেষণধর্মী সামর্থ্য কাকে বলে? ১
খ. মানসিক প্রতিবন্ধিতার উপ-বিভাগসমূহ কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনোবিজ্ঞানী ও তার সহযোগীর প্রণীত অভীক্ষাটির বিকাশ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত অভীক্ষাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ▶ অধ্যাপক রানা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন যে, মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষা প্রণয়ন করেছেন। এই বুদ্ধি অভীক্ষাসমূহের কোনো কোনোটিতে ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, আবার কোনো কোনোটিতে অবাচনিক উপাদান ব্যবহৃত হয়।

ক. বুদ্ধি অভীক্ষা কাকে বলে? ১
খ. ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা ও দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। ২
গ. অধ্যাপক রানার উল্লিখিত ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বুদ্ধি অভীক্ষার ধরনসমূহের পার্থক্যসমূহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. ▶ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফারহান একটি গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে ৫০ জন স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপ করলেন। বুদ্ধি পরিমাপের জন্য তিনি যে বুদ্ধি অভীক্ষাটি প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি ১৯৩৯ সালে নিউইয়র্ক শহরের বেলেভিউ হাসপাতালের একজন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী প্রণয়ন করেছিলেন। বুদ্ধি অভীক্ষাটিতে ১১টি উপ-অভীক্ষা আছে। অভীক্ষাটি থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধ্যঙ্ককে এর আদর্শায়িত মানের সাথে তুলনা করে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির বর্ণনা করা যায়।

ক. কার্যসম্পাদনমূলক অভীক্ষা কাদের জন্য নির্মাণ করা হয়? ১
খ. IQ সাফল্যাঙ্ক কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ২
গ. অধ্যাপক ফারহানের ব্যবহৃত অভীক্ষাটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত অভীক্ষাটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ▶ রিমি ও জিমি যমজ বোন। তাদের বাবা রাজা মিয়া একজন দিনমজুর। রাজা মিয়া দারিদ্র্যের কারণে জিমিকে হালিমা নামে একজন ধনী ডাক্তারের পরিবারে দত্তক দিতে বাধ্য হন। রিমি তার জন্মদাতা বাবা-মায়ের সাথে শহরের কুড়িল বস্তিতে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু জিমি ডাক্তার পরিবারে উন্নত পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকে। দশ বছর পর রাজা মিয়া নিজের পরিচয় গোপন করে জিমিকে দেখতে গেলে, তিনি লক্ষ করেন যে, রিমি ও জিমি ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠলেও তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। তিনি এতে খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন।

ক. বুদ্ধি কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধির মূলে ক্রিয়ারত দুটি উপাদানের নাম লেখ। ২
গ. রিমি ও জিমির ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোন উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রিমি ও জিমির ক্ষেত্রে বুদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের প্রভাব মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. ▶ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বিনে-সিঁমো অভীক্ষার পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করে নতুন একটি অভীক্ষা প্রণয়ন করেন। ১৯৮৬ সালে অভীক্ষাটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী বিপা অভীক্ষাটির সর্বশেষ সংস্করণটি পরীক্ষাগারে ৪ বছর ১১ মাস বয়সী রাতুলের ওপর প্রয়োগ করে দেখল যে, রাতুল ৪ বছর বয়সের প্রশ্নের সবগুলো উত্তর দিতে পারল। তারপর সে ৪$\frac{১}{২}$ বছরের ৫টি, ৫ বছরের ৪টি, ৬ বছরের ২টি ও ৭ বছরের ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল।

ক. মানসিক বয়স কাকে বলে? ১
খ. বিনে-সিমোঁ অভীক্ষাটির বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশের সালগুলো লেখ। ২
গ. বিপার প্রয়োগকৃত অভীক্ষাটির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ? ৩
ঘ. রাতুলের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করে ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. ▶ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক 'ক' মনোবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে লেকচার দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন যে, আজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী পাস করে বেরুচ্ছে কিন্তু তাদের অধিকাংশের মধ্যে সৃজনশীলতা নেই। তিনি আরও বললেন যে, মেধাকে সৃজনশীলতার পর্যায়ে নিতে হলে যথাযথ চর্চা করতে হয়। একজন মেধাবী যথাযথ চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীল ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই এই চর্চা শুরু করতে হয়। মনোবিজ্ঞানীরা মেধাকে সৃজনশীলতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ থেকে মূল্যায়ন পদ্ধতি পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে ধাপে ভূমিকা রাখতে পারেন।

ক. বুদ্ধি কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকতা প্রতিরোধের জন্য ৪টি করণীয় উল্লেখ করো। ২
গ. অধ্যাপক 'ক' এর লেকচারে মেধা ও সৃজনশীলতার ব্যাপারে যে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. অধ্যাপক 'ক' এর লেকচারের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭. ▶ তরুণ মনোবিজ্ঞানী সুমিত, তার নিজ গ্রাম মুক্তাপুরের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদেরকে সহায়তা করতে চায়। মুক্তারপুরে অন্তত ৩ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে সে চিনে। সুমিত তাদেরকে তাদের বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধ্যঙ্কের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করতে চায়। যাতে তাদেরকে উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তার ব্যাপারে তাদের পিতা-মাতাকে যথাযথ নির্দেশনা দেওয়া যায়। সুমিত তাদের দৈনন্দিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করে। তাদের ওপর একটি ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, পারু, শিমু ও শিলার বুদ্ধ্যঙ্ক যথাক্রমে ৫৫, ৪০ ও ৬০।

ক. ফিজিওথেরাপি কাকে বলে? ১
খ. ভাষার ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধি অভীক্ষার প্রকারগুলো কী কী। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা কে কোন শ্রেণির, তাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. পারু, শিমু ও শিলার এই অবস্থার জন্য দায়ী সম্ভাব্য কারণসমূহ যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. ▶ ইমরান ও শাকিল দুই ভাই। তাদের বয়স যথাক্রমে ১৫ ও ১০ বছর। তাদের বড় বোন নীলা দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে পড়ে। নীলা তার ভাইদের বুদ্ধি পরিমাপ করে দেখল যে, ইমরান গড়ের ঠিক ১ আদর্শ বিচ্যুতি উপরের সাফল্যাঙ্ক পেয়েছে কিন্তু শাকিল গড়ের ২ আদর্শ বিচ্যুতি উপরের সাফল্যাঙ্ক পেয়েছে। বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষাটির বন্টনের গড় ১০০ এবং আদর্শ বিচ্যুতি ১৫।

ক. তরল-বিশ্লেষণধর্মী সামর্থ্য কাকে বলে? ১
খ. মানসিক প্রতিবন্ধিতার উপ-বিভাগসমূহ কী কী? ২
গ. ইমরান ও শাকিলের বিচ্যুত বুদ্ধ্যঙ্কের সাফল্যাঙ্কের ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ইমরান ও শাকিলের বিচ্যুত বুদ্ধ্যঙ্কের সাফল্যাঙ্ক তুলনাযোগ্য— যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. নিউম্যান কত বছর বয়েসী যমজদের নিয়ে বুদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক পার্থক্য পর্যালোচনা করেন?
(ক) ১৮ বছর (খ) ২২ বছর
(গ) ২৪ বছর (ঘ) ২৬ বছর

২. শিশুদের বুদ্ধির বিকাশকে সহায়তা করে—
i. ভালো পরিবেশ
ii. বংশগতি
iii. শিক্ষণ সুযোগ-সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ কী ধরনের পদ্ধতি?
(ক) আদর্শায়িত পদ্ধতি (খ) বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি
(গ) ভাষাবর্জিত পদ্ধতি (ঘ) ভাষাভিত্তিক পদ্ধতি

৪. বর্তমানে সেরা বুদ্ধি অভীক্ষার আদি রূপ কোন অভীক্ষা?
(ক) বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষা
(খ) স্ট্যানফোর্ড বুদ্ধি অভীক্ষা
(গ) ওয়েকসলার বুদ্ধি অভীক্ষা
(ঘ) আর্মি বিটা অভীক্ষা

৫. স্ট্যানফোর্ড বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা ও ওয়েকসলার বুদ্ধি অভীক্ষা কোন ধরনের অভীক্ষা? [অনুধাবন]
(ক) বস্তুনিষ্ঠ (খ) যৌক্তিক
(গ) ব্যক্তিভিত্তিক (ঘ) দলগত

৬. বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি অভীক্ষার অসুবিধা হলো—
i. এটি বোবা ও বধির লোকদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য নয়
ii. এক সাথে বহু লোকের বুদ্ধি পরিমাপ করা যায় না
iii. বুদ্ধির বিভিন্ন দিক ও পরিমাপ করা সম্ভব নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. স্ট্যানফোর্ড বিনে কোন ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করেছিলেন?
(ক) অঞ্চলভিত্তিক (খ) ভাষাভিত্তিক
(গ) দলগত (ঘ) কৃতি

৮. স্ট্যানফোর্ড বিনে অভীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি বিষয়ক সামর্থ্যসমূহ হলো—
i. প্যাটার্ন বিশ্লেষণ
ii. বাক্যের স্মৃতি
iii. অঙ্কের স্মৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিফাতের বয়স ৫ বছর কিন্তু সে ৬ বছর উপযোগী সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। অন্যদিকে, রিফাতের ভাইয়ের বয়স ৭ এবং সে ৭ বছর উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। কিন্তু রিফাতের চাচাতো ভাইয়ের বয়স ৮ বছর এবং সে ৮ বছরের উপযোগী কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি।

৯. রিফাতের চাচাতো ভাইয়ের বয়স ৮ হওয়ার পরেও ৮ বছরের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারাকে কোন বয়স বলে?
(ক) মৌলিক মানসিক (খ) অর্জিত মানসিক
(গ) প্রান্তিক মানসিক (ঘ) যৌগিক মানসিক

১০. উদ্দীপকে রিফাতের ৬ বছরকে যে বয়স বলে সেটা গঠিত হয় -
i. মৌলিক মানসিক বয়স
ii. প্রান্তিক মানসিক বয়স
iii. অর্জিত মানসিক বয়স
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. ওয়েকসলারের বুদ্ধি অভীক্ষায় ভাষাগত মানক কয়টি সাধারণ তথ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন রয়েছে?
(ক) ১০টি (খ) ১২টি
(গ) ২০টি (ঘ) ২৫টি

১২. কাদের উদ্যোগে আর্থার ওটিস আর্মি বিটা অভীক্ষা প্রণয়ন করেন?
(ক) যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ
(খ) যুক্তরাজ্যের সামরিক বিভাগ
(গ) যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ
(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ

১৩. আলেকজান্ডার পাস এলং অভীক্ষাটি কোন সালে তৈরি করা হয়?
(ক) ১৯১৬ (খ) ১৯১৮
(গ) ১৯২৮ (ঘ) ১৯৩৫

১৪. আর্মি আলফা নামক যে বুদ্ধি অভীক্ষাটি তৈরি করেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল —
i. অভীক্ষাথীর চিন্তা শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা
ii. অভীক্ষাথীর সংগঠন শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা
iii. অভীক্ষাথীর ক্ষিপ্রতা, নির্ভুলতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. পাস এলং অভীক্ষায় কয়টি বড় গুটি ব্যবহার করা হয়?
(ক) ২টি (খ) ৪টি
(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

১৬. পাস এলং অভীক্ষার ৯নং উপ-অভীক্ষাটির জন্য কত মিনিট সময় নির্ধারণ করা থাকে?
(ক) ২ মিনিট (খ) ৩ মিনিট
(গ) ৪ মিনিট (ঘ) ৫ মিনিট

১৭. কোন সালে ব্লক ডিজাইন বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করা হয়?
(ক) ১৯১৮ (খ) ১৯২৭
(গ) ১৯৩৫ (ঘ) ১৯৩৭

১৮. কোন মনোবিজ্ঞানী ব্লক ডিজাইন বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করেন?
(ক) এস ওটিস (খ) এস সি কোহ
(গ) ওয়েকসলার (ঘ) আলফ্রেড বিনে

১৯. আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাকে কী নামে আখ্যায়িত করেছে?
(ক) মানসিক প্রতিবন্ধিতা (খ) মানসিক অস্বাভাবিকতা
(গ) মানসিক দৈন্যতা (ঘ) বিকাশজনিত ত্রুটি

২০. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কোনটির বিকাশ স্বাভাবিক ঘটে না?
(ক) বুদ্ধি বৃত্তির (খ) শারীরিক বৃদ্ধি
(গ) মানসিক বৃদ্ধি (ঘ) জৈবিক বৃদ্ধি

২১. বৃহৎ মস্তক সম্পন্ন শিশুদের কোন ধরনের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বলা হয়?
(ক) Cretinism (খ) Microcephalic
(গ) Macrocephalic (ঘ) Downs Syndrome

২২. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতার কারণ হলো—
i. অপুষ্টিজনিত সমস্যা
ii. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির গঠন ত্রুটিপূর্ণ
iii. রক্তের জটিলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. উইলিয়াম জেমস কোন চিন্তনকে ব্যক্তির সৃজনশীলতা বলে উল্লেখ করেন?
(ক) উদ্ভাবনীমূলক চিন্তন (খ) অভিসারী চিন্তন
(গ) পুনঃউৎপাদনমূলক চিন্তন
(ঘ) অপসারী চিন্তন

২৪. গিলফোর্ড তার 'বুদ্ধি সাংগঠনিক তত্ত্বে' কয় ধরনের চিন্তনের কথা বলেছেন?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২৫. ব্যক্তির জ্ঞানগত মানসিক ক্রিয়াগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তির দৃঢ়তাকে কী বলা হয়?
(ক) মেধা (খ) সৃজনশীলতা
(গ) বুদ্ধি (ঘ) দক্ষতা

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর	১	গ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	গ	১১	গ	১২	খ	১৩	খ
	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক		

সেট-২

উত্তর	১	ঘ	২	ঘ	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	খ	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ
	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক		

প্রশ্ন ▶ ১ অধ্যাপক সালমান একটি গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে ২০০ জন স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপ করলেন। বুদ্ধি পরিমাপের জন্য তিনি যে বুদ্ধি অভীক্ষাটি প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি ১৯৩৯ সালে একজন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী প্রণয়ন করেছিলেন। বুদ্ধি অভীক্ষাটিতে ১১টি উপ-অভীক্ষা আছে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. কার নেতৃত্বে বুদ্ধি অভীক্ষা বিকাশের প্রথম প্রয়াস পরিচালিত হয়? ১

খ. বুদ্ধি ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক ফারহানের ব্যবহৃত অভীক্ষাটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত অভীক্ষাটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্যার ফ্রানসিস গ্যালটনের নেতৃত্বে বুদ্ধি অভীক্ষা বিকাশের প্রথম প্রয়াস পরিচালিত হয়।

খ বুদ্ধি হলো জগৎকে অনুধাবন করার ক্ষমতা এবং বাধাসমূহকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা থাকে যা দিয়ে সে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় সাধন করতে পারে। এছাড়া সমস্যাজনিত পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। ব্যক্তির মধ্যকার এসব ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি।

গ অধ্যাপক ফারহানের ব্যবহৃত অভীক্ষাটি হলো ওয়েসলার বুদ্ধি অভীক্ষা।

নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত বেলেভিউ মানসিক হাসপাতালের মনোচিকিৎসক ড. ডেভিড ওয়েসলার ১৯৩৯ সালে বয়স্কদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য একটি অভীক্ষা প্রবর্তন করেন। তাই একে ওয়েসলার বেলেভিউ বুদ্ধি অভীক্ষা বলা হতো।

ওয়েসলার বুদ্ধি অভীক্ষা প্রণয়নে নিয়োজিত হন মূলত স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষার ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য। ওয়েসলারের বুদ্ধি অভীক্ষার দুটি রূপ আছে– একটি শিশুদের জন্য নির্মিত। একে বলা হয় Wechsler Inteligence Scale for Children বা WISC। অপরটি বয়স্কদের জন্য নির্মিত; এটির নাম Wechsler Adult Intelligence Scale বা WAIS।

ওয়েসলার বুদ্ধি অভীক্ষাটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা– i. ভাষামূলক ও ii. কার্যসম্পাদনমূলক। তিনি কার্যসম্পাদনমূলক নৈপুণ্যকে বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তার কারণ সব মানুষ শিক্ষিত নাও হতে পারে। আর বুদ্ধি না থাকলে কার্যসম্পাদন করাও সম্ভব নয়।

ওয়েসলারের বুদ্ধি অভীক্ষায় প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর তিনটি স্কোর পাওয়া যায়। যথা– i. ভাষামূলক অংশের স্কোর ii. কার্যসম্পাদনমূলক অংশের স্কোর এবং iii. সমগ্র স্কেলটির ওপর স্কোর। এই তিনটি স্কোর থেকে প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর তিনটি স্বতন্ত্র বুদ্ধ্যঙ্কও গণনা করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে ব্যবহৃত অভীক্ষাটি হলো ওয়েক্সলার বুদ্ধি অভীক্ষা। এ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচিত হলো–

ওয়েসলার বুদ্ধি অভীক্ষাটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বুদ্ধি অভীক্ষাটি শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শায়িত করা হয়েছে।

এই বুদ্ধি অভীক্ষাটি শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সাধারণ সামর্থ্যের পাশাপাশি বিশেষ ক্ষমতা বা সামর্থ্যেরও পরিমাপ করা যায়।

অভীক্ষাটিতে শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্ককে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

অভীক্ষাটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, অভীক্ষাটিতে বুদ্ধি পরিমাপ ও বুদ্ধ্যঙ্ককে কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদর্শ সাফল্যাঙ্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও অভীক্ষাটিতে বুদ্ধ্যঙ্ক তথা বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক ও কর্মসম্পাদনভিত্তিক বহুমাত্রিক উপাদানের ব্যবহার করা হয়েছে।

অভীক্ষাটি এক বিন্দুভিত্তিক পরিমাপক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কারণ, অভীক্ষাটিতে এক বিন্দুর পরিমাপক ব্যবহার করা হয়। এখানে কোনো বিকল্প থাকে না।

প্রশ্ন ▶ ২ অধ্যাপক 'ক' ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বুদ্ধি হলো ব্যক্তির কর্মসম্পাদন ক্ষমতা। এই ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষার পরিবর্তে বর্তমানে দলভিত্তিক অভীক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এসব অভীক্ষার কোনোটিতে আবার ভাষার ব্যবহার বর্জন করে অঙ্গভঙ্গির প্রাধান্য দিয়ে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার উদ্ভাবক কে? ১

খ. দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন অভীক্ষার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অভীক্ষার সাথে ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষার পার্থক্য মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোবিজ্ঞানী আর্থার ওটিস (Arther otis) দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার উদ্ভাবক।

খ অল্প সময়ে বা এক সাথে বহুসংখ্যক লোকের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষার সাহায্যে একবারে কেবল একজন লোকের বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের বুদ্ধি পরিমাপ করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই দলগত অভীক্ষার উদ্ভব ঘটে।

গ উদ্দীপকে আর্মি বিটা অভীক্ষার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী আর্থার ওটিস কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আর্মি-আলফা অভীক্ষা রচনার সময়েই আর্মি বিটা অভীক্ষা প্রণীত হয়। এটিই প্রথম ভাষাবর্জিত দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা যা মূলত বিদেশি ভাষাভাষী এবং নিরক্ষর সৈন্যদের বুদ্ধি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছিল। তবে যেসব সৈন্যরা আর্মি-আলফাতে ভালো ফলাফল দেখাতে পারত না, তাদের ওপরও এই অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হতো। আর্মি বিটা অভীক্ষাটি ধাঁধা, ঘন খণ্ডের বিশ্লেষণ, X o সারি, সংখ্যা প্রতীক, সংখ্যা যাচাইকরণ, ছবি সম্পূর্ণকরণ এবং জ্যামিতিক অঙ্কন নামে ৭টি উপ-অভীক্ষার সমন্বয়ে গঠিত। এসকল উপ-অভীক্ষার সময়সীমা অল্প এবং সীমাবদ্ধ হওয়ায় অভীক্ষাটিতে দ্রুততার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
প্রদত্ত উদ্দীপকে এমন একটি অভীক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ভাষার ব্যবহার বর্জন করে মূলত অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালনের ওপর প্রাধান্য দিয়ে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়। আমরা আর্মি বিটা অভীক্ষার দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই যে, এই অভীক্ষাটি প্রয়োগের জন্য একজন দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয়। অভীক্ষক আর্মি বিটা অভীক্ষা প্রয়োগের সময় হাত-পা নেড়ে, ব্ল্যাকবোর্ডে উদাহরণ দিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে অভীক্ষার্থীদেরকে নির্দেশনাসমূহ সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়। প্রকৃত পক্ষে আর্মি বিটা অভীক্ষাটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জন করা হয়। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে উদ্দীপকে বর্ণিত অভিক্ষাটি আর্মি বিটা অভীক্ষার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঘ আর্মি বিটা অভীক্ষা, একটি দলভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা যার সাথে ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষার সুস্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।
বুদ্ধি পরিমাপের জন্য প্রণীত অভীক্ষাকে ব্যাপকার্থে ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা এবং দলভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা এই দুভাগে ভাগ করা হয়। এ দুধরনের অভীক্ষার ক্ষেত্রে সময়, যোগাযোগ, ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা, পরিশ্রম, ব্যয়, দক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত দলভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষার সাথে ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষার পার্থক্য হলো— ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষার প্রয়োগ দলভিত্তিক অভীক্ষার প্রয়োগের তুলনায় অধিক সময়সাপেক্ষ এবং এখানে অভীক্ষককে তুলনামূলক অধিক পরিশ্রম করতে হয়। সরাসরি যোগাযোগ থাকার কারণে অভীক্ষক ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষার্থীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারলেও যোগাযোগ না থাকার কারণে দলভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারে না। দলগত বুদ্ধি অভীক্ষায় ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষার তুলনায় দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা দলভিত্তিক অভীক্ষার তুলনায় অনেক বেশি। ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষায় অভীক্ষার্থী অভীক্ষক কর্তৃক সাহায্য পেতে পারে, যা দলভিত্তিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে অসম্ভব। এছাড়াও ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষা পরিচালনা ব্যয়সাপেক্ষ এবং এখানে অভীক্ষার্থীর নম্বর প্রদান পদ্ধতি দলভিত্তিক অভীক্ষার তুলনায় জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ব্যক্তিভিত্তিক ও দলভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মূলত কোন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হবে তা অভীক্ষকের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য সার্বিক পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে। আর এ জন্য ক্ষেত্রবিশেষে অভীক্ষকের দক্ষতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ সুদান নামক দেশটি সার্বিক নিরাপত্তার জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগের সময় তাদেরকে নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মৌখিক নির্দেশ, গাণিতিক সমস্যা, সম্পর্ক স্থাপন এ রকম আটটি ধাপের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারা সামরিক বাহিনীতে স্থান পায়।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের দলগত বুদ্ধি অভীক্ষার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? বিবরণ দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো এ ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা থেকে অধিক উৎকৃষ্ট? তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক মত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট বয়সে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্নতাকেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বলে।

খ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– বুদ্ধিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধতা, কোনো কোনো বিষয় শিখতে না পারা, প্রচলিত লেখাপড়ায় সমস্যা, দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতির তুলনায় স্বল্পমেয়াদি স্মৃতির দুর্বলতা, উচ্চমানের জ্ঞানগত দক্ষতা কম, সমবয়সীদের তুলনায় ভাষাগত দক্ষতায় পিছিয়ে থাকা, অনেক সময় নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে না পারা প্রভৃতি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আর্মি আলফা দলগত অভীক্ষার ধারণা দাও।

ঘ ব্যক্তিভিত্তিক ও দলগত অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আলমগীরের দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয় মনি ও মুক্তা নামের দুটি যমজ শিশু। মনিকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নিঃসন্তান শাখাওয়াত হোসেন দত্তক গ্রহণ করে উন্নত পরিবেশে অত্যন্ত আদর-যত্নে লালন-পালন করেন। অপরদিকে, মুক্তা দরিদ্র বাবার কাছে নিম্নতর পরিবেশে লালিত-পালিত হয় এবং নিম্নমানের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। মনি ও মুক্তার ১৫ বছর বয়সের সময় দেখা যায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণের দিক দিয়ে তারা প্রায় এক।

ক. স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষার সুবিধাগুলো লেখ। ২
গ. মনি ও মুক্তার বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটির প্রভাব লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মনি ও মুক্তার বুদ্ধির সঠিক বিকাশে উক্ত উপাদানটির প্রভাব যথেষ্ট নয়'– মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব

প্রশ্ন ▶ ১ শিপন, রানা ও রাকিব ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিপনের পেট শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্ফীত। সে খুব আরামপ্রিয় ও ভোজনবিলাসীও বটে। রানা দেখতে ছিপছিপে লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের এবং সে খুবই আত্মকেন্দ্রিক। অপরদিকে, রাকিব সুঠাম দেহের অধিকারী। সে খেলাধুলা খুবই পছন্দ করে। সে যেকোনো কাজে নেতৃত্ব দিতে চায়।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. মনঃসমীক্ষণ মতবাদ কে প্রদান করেছেন? ১

খ. ব্যক্তিত্বের কাঠামোগুলো কী কী? ২

গ. শিপন, রানা ও রাকিবের শারীরিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিপন, রানা ও রাকিবের মানসিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনঃসমীক্ষণ মতবাদ প্রদান করেছেন— অস্ট্রিয়ান স্নায়ুচিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড।

খ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, তিনটি ভিন্ন মানসিক কাঠামো নিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

ব্যক্তিত্বের এই কাঠামোকে ফ্রয়েড আদিসত্তা (Id), অহম (ego) ও অতি অহম (Super ego) নামে অভিহিত করেছেন। একজন ব্যক্তি কী চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কর্ম করে তা নির্ভর করে এই তিনটি কল্পিত কাঠামোর ওপর। এগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে।

গ উইলিয়াম শেলডনের শারীরিক গঠন মতবাদের ভিত্তিতে শিপনকে এনডোমরফিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এ ধরনের ব্যক্তিদের শারীরিক গড়ন গোলগাল, মেদবহুল প্রকৃতির। শরীরের ওজন বেশি থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কর্মস্পৃহা কম হতে দেখা যায়। এসব ব্যক্তিরা মিশুক, আরামপ্রিয়, বন্ধুভাবাপন্ন এবং ভোজনপ্রিয়।

উইলিয়াম শেলডনের সংজ্ঞায় শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে রানাকে একটোমরফিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ ধরনের লোকদের দেহ হালকা, পাতলা ও লম্বা প্রকৃতির। দেহের ওজন তুলনামূলকভাবে কম থাকে এবং শরীর অধিক মাত্রায় সংবেদনশীল হয়। এদের কর্মস্পৃহা বেশি থাকে, সহজে ক্লান্ত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এরা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। যেকোনো কাজে তারা দ্রুত প্রতিক্রিয়া করে। এরা আত্মকেন্দ্রিক ও নির্জনতাপ্রিয়।

উইলিয়াম শেলডনের শারীরিক গঠন মতবাদের ভিত্তিতে শিপনকে মেসোমরফিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এরা সুঠাম দেহের অধিকারী। এদের কাঁধ ও বুক চওড়া। এরা পেশিবহুল এবং বলশালী দেহের অধিকারী। এরা খেলাধুলা পছন্দ করে এবং অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা মানসিকতায় অধিকতর স্বাভাবিক হয়ে থাকে। দুঃসাহসিক কাজে এরা আনন্দ অনুভব করে।

ঘ উইলিয়াম শেলডন শারীরিক গড়নের সাথে বিশেষ মানসিক প্রকাশের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেন। শিপন, রানা ও রাকিবের মানসিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যক্তিত্বের কাঠামোকে শেলডন তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এর ফলে প্রাপ্ত সম্পর্কটি নিম্নরূপ—

শারীরিক গড়ন	ব্যক্তিত্বের ধরন
১. এনডোমরফিক	ভিসেরোটনিক
২. একটোমরফিক	সেরিব্রোটনিক
৩. মেসোমরফিক	সোমাটোটনিক

ভিসেরোটনিক: এরা খুব আরামপ্রিয়, পরনির্ভরশীল, ভোজনবিলাসী এবং সামাজিক স্বীকৃতির প্রত্যাশা করে। এই ধরনের ব্যক্তিত্ব সাধারণত নিরীহ প্রকৃতির এবং এরা সর্বদা আনন্দের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে। একা থাকা এদের মোটেও পছন্দ নয়। এরা অন্যের স্নেহ, ভালোবাসা ও মনোযোগ প্রত্যাশী হয়। এরা সহজেই মনের আবেগ প্রকাশ করে।

সেরিব্রোটনিক: এদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবেগের নিয়ন্ত্রণ, শান্তস্বভাব, একাকিত্ব, অনিদ্রা, প্রকাশে অনিচ্ছা ইত্যাদি ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। এরা দুর্বল প্রকৃতির হয় এবং সামাজিক মেলামেশা পছন্দ করে না। এরা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসংযমী।

সোমাটোটনিক: এই ধরনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাহসিকতা, কর্মঠ, আগ্রাসী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার প্রবণতা দেখা যায়। সোমাটোটনিকরা কাজে, কর্মে, কথায় ও ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয়। এরা সাধারণত শারীরিক শক্তি প্রদর্শনে বেশি আগ্রহী থাকে। ফলে এসব ব্যক্তিরা উত্তেজনাপূর্ণ এবং অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করে।

শারীরিক গড়ন এবং আচরণের ধরন বৈচিত্র্যের এ প্রকারভেদ শনাক্তকরণের জন্য শেলডন এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ২

'ছক-১'

ক	সর্বাধিক বেশি ব্যবহৃত অভীক্ষা।
খ.	সুইজারল্যান্ডের মনোচিকিৎসক কর্তৃক প্রণয়ন।
গ.	সর্বমোট ছাপ মিশ্রিত কার্ড দশটি।
ঘ.	অর্থহীন ছাপ কিন্তু প্রত্যক্ষণযোগ্য।

'ছক-২'

ক	১৯৩৫ সালে প্রণয়ন।
খ.	১৯টি অস্পষ্ট এবং ১টি ফাঁকাসহ মোট ২০টি কার্ড।
গ.	প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে গল্প রচনা করতে বলা।
ঘ.	অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরীক্ষকের প্রয়োজন।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. 'Personality' শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে? ১

খ. আলপোর্ট কর্তৃক সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করো। ২

গ. প্রদত্ত 'ছক-২' এ কোন অভীক্ষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ছক-২' এবং 'ছক-১' এর তুলনামূলক পার্থক্য মূল্যায়ন করো।৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Personality' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Persona' থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

খ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী গর্ডন আলপোর্ট ১৯৬১ সালে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলোকে মৌলিক, কেন্দ্রীয় এবং গৌণ সংলক্ষণ এই তিনভাগে ভাগ করেন।

মৌলিক সংলক্ষণ হলো ব্যক্তির প্রধান কিছু গুণাবলি যা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষভাবে পরিচিত হন। একে বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ হলো ব্যক্তির বিশেষ কিছু গুণাবলি যা তার ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি বর্ণনা করে। এছাড়াও আলপোর্ট গৌণ সংলক্ষণের কথা বলেছেন, যা খুবই সাধারণ এবং একজন ব্যক্তিকে অন্যজন থেকে পৃথক করতে পারে না।

গ প্রদত্ত 'ছক-২' এর সাথে কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষার (Thematic Apperception Test) সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ ব্যক্তিত্ব পরিমাপের একটি প্রক্ষেপণমূলক বা প্রতিফলন অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটি সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালে আমেরিকার ক্রিস্টিয়ানা মরগান এবং এইচ. এ মারে কর্তৃক প্রণীত হয়। এখানে ১৯টি অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক এবং ১টি সাদা কার্ডসহ মোট ২০টি কার্ড থাকে। পরীক্ষার্থীকে একটি ছবিযুক্ত কার্ড দেখিয়ে সেটির অবলম্বনে একটি গল্প রচনা করতে বলা হয়। ছবিতে কী ঘটছে, কী দেখা যাচ্ছে, ছবির লোকগুলো কী ভাবছে, কাহিনির উৎপত্তি এবং পরিণতি কী হতে পারে ইত্যাদি গল্পে উল্লেখ করতে বলা হয়। পরীক্ষণ পাত্র সবগুলো কার্ডের গল্প লেখার পর তাকে সাদা কার্ডটি দেওয়া হয় এবং সাদা কার্ডটিতে একটি ছবি কল্পনা করে গল্প লিখতে বলা হয়। পরীক্ষণ পাত্র যে সকল গল্প রচনা করেন। তার মাধ্যমে পরীক্ষক পরীক্ষণ পাত্রের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব, প্রেষণা, আবেগ, কল্পনাশক্তি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন।

প্রদত্ত 'ছক-২' এ যে চারটি শর্ত বর্ণিত রয়েছে তা হলো- ১৯৩৫ সালে প্রণয়ন, ১৯টি অস্পষ্ট এবং ১টি ফাঁকাসহ মোট ২০টি কার্ড, প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে গল্প রচনা করতে বলা এবং অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরীক্ষকের প্রয়োজন। কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষাটির (Thematic Apperception Test) দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, অভীক্ষাটি ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম প্রণীত হয় এবং সেখানে 'ছক-২' এর মতো অভীজ্ঞ পরীক্ষকের সাহায্যে সর্বমোট ২০টি ভিন্ন ধরনের কার্ড নিয়ে অভীক্ষাটি পরিচালিত হয়। সেখানেও পরীক্ষণ পাত্রকে প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে একটি গল্প রচনা করতে বলা হয়। তাই প্রদত্ত 'ছক-২' এর তথ্যগুলো সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ প্রদত্ত 'ছক-২' এবং 'ছক-১' এ যথাক্রমে কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ এবং রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রদত্ত 'ছক-১' এ বর্ণিত রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষাটি ১৯২১ সালে সুইজারল্যান্ডের মনোচিকিৎসক হারম্যান রোশাক কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা যেখানে ১০টি কালির ছাপ বিশিষ্ট কার্ড ব্যবহার করা হয়। এখানে ব্যবহৃত কার্ডগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কালির ছাপগুলো অর্থহীন হলেও তা প্রত্যক্ষণযোগ্য। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে 'ছক-১' কে রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার একটি প্রতিচিত্র বলা যায়।

প্রদত্ত 'ছক-১' এবং 'ছক-২'এর অভীক্ষাসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যা নিচের ছকে দেখানো হলো:

'ছক-১' রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষা	'ছক-২' কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা
১. এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা।	১. রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার তুলনায়, কম ব্যবহৃত হয়।
২. এটি ১৯২১ সালে মনোচিকিৎসক কর্তৃক প্রণীত হয়।	২. এটি ১৯৩৫ সালে আমেরিকান মনোবিদ কর্তৃক প্রণীত হয়।
৩. এখানে ব্যবহৃত কার্ড সংখ্যা মাত্র ১০টি।	৩. কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষায় সর্বমোট ২০টি কার্ড ব্যবহৃত হয়।
৪. পরীক্ষণপাত্র ছবিতে কিসের ছবি দেখেছে তা বলতে বলা হয়।	৪. পরীক্ষণ পাত্রকে প্রতিটি ছবির বিপরীতে একটি করে গল্প লিখতে বলা হয়।
৫. পরীক্ষণ পাত্রের অনুচিন্তার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম হয়।	৫. পরীক্ষণ পাত্রের অনুচিন্তার পরিমাণ রোশাক কালির ছাপ অভীক্ষার তুলনায় বেশি হয়।
৬. এই অভীক্ষা প্রণয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে কম সময় লাগে।	৬. এটি অধিক সময়সাপেক্ষ অভীক্ষা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রোশাক কালির ছাপ এবং কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ উভয়েই প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা হলেও অভীক্ষা দুটোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ ভোজনরসিক মন্টু বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার সময় পার্থ ঘোষের মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখল যে পার্থ ঘোষ দোকানে নেই। রসগোল্লা মন্টুর খুবই প্রিয়। সে চিন্তা করল, পার্থ ঘোষের দোকান থেকে না বলে ইচ্ছামতো রসগোল্লা খাওয়ার এটাই সুযোগ। তাই সে দোকানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার ভাবল, যদি পার্থ ঘোষ বা অন্য কেউ দেখে ফেলে তবে কেমন একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হলো– সে এটা কী করছে, এটা অন্যায়। তৎক্ষণাৎ সে থেমে গেল এবং বাড়ির পথে চলতে লাগল এবং সিদ্ধান্ত নিল পরদিন বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে রসগোল্লা কিনে খাবে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বস্তুগত সংলক্ষণ মতবাদ প্রদান করেন কে? ১
খ. পেপার-পেনসিল অভীক্ষা বলিতে কী বোঝ? ২
গ. মন্টুর আচরণের ব্যক্তিত্বের কাঠামোগুলো শনাক্ত করে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. কোন ব্যক্তিকাঠামো মন্টুকে চুরি করা থেকে বিরত রেখেছে? যৌক্তিক বিশ্লেষণ সহকারে উত্তর দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বস্তুগত সংলক্ষণ মতবাদ প্রদান করেন গর্ডন আলপোর্ট।

খ যে অভীক্ষার প্রয়োগ ও উত্তর সংগ্রহে কাগজ-পেনসিল ব্যবহার করা হয় তাকে পেপার-পেনসিল অভীক্ষা বলে।

পেপার-পেনসিল অভীক্ষা হচ্ছে সাধারণত প্রশ্নমালা বা তালিকা যা প্রশ্ন করা অথবা সাধারণ বাক্যের মাধ্যমে হ্যাঁ বা না, সত্য বা মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা।

গ উদ্দীপকের আলোকে মন্টুর ব্যক্তিত্বের কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তিত্বের ৩টি কাঠামোকেই শনাক্ত করা যায়। যথা– আদিসত্তা (ID), অহম (The Ego) এবং অতি অহম (Super Ego)

আদিসত্তা মানুষের জন্মগত ব্যক্তিত্ব কাঠামো। এটি সকল মানসিক শক্তির আধার। এটি কামনা বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। ফলে আদিসত্তা সরাসরি তার নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। এজন্য তাকে অহমের ওপর নির্ভর করতে হয়। এটি প্রাথমিক চিন্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিবর্ত টেনশন কমায় এবং এটি 'সুখ ভোগের নীতি' অনুসরণ করে।

অহম আদিসত্তার কাল্পনিক সন্তুষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত সন্তুষ্টি অর্জনের নিমেত্তে বিকাশ লাভ করে। এটি মাধ্যমিক প্রক্রিয়ার চিন্তন বা বাস্তব চিন্তন ব্যবহার করে। এটি আদিসত্তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী, অহম আদিসত্তার অচেতন তাড়না থেকে তার সকল শক্তি পেয়ে থাকে এবং ঐ সকল তাড়নার পরিতৃপ্তির জন্য একটি কার্যকরী পথ বের করার চেষ্টা করে। অহম বাস্তব নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এটি ব্যক্তিত্ব কাঠামোর প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

অতি অহম হলো ব্যক্তিত্ব কাঠামোর নৈতিক বা মূল্যবোধ ধারণকারী কাঠামো। এটি শিশুর ৫ বছর বয়স থেকে বিকশিত হওয়া শুরু করে। এটি নৈতিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। সুখের প্রতি এর কোনো মোহ নেই, বাস্তবতাকেও এটি গুরুত্ব দেয় না। এটি সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনায় মন্টুর ব্যক্তিত্বের তিন কাঠামোই যেমন, আদিসত্তা, অহম ও অতি অহম ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু তাকে চুরি করা থেকে ব্যক্তিত্বের নৈতিক কাঠামো অতি অহম বিরত রেখেছে।

উক্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, মন্টুর মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তার আদিসত্তা তাকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল। সাথে সাথে তার অহম তাকে বাস্তবতা বুঝে দোকানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। কারণ বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে পার্থ ঘোষের দোকান খোলা ছিল এবং তিনি দোকানে ছিলেন না। তাই না বলে মিষ্টি খাওয়ার এটাই সুযোগ। সাথে সাথে অহম তাকে সতর্ক করছিল যে, যদি কেউ দেখে ফেলে তবে অনেক বড় কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। এই চিন্তার পরও মন্টু দোকানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু যখন মন্টুর ব্যক্তিত্ব কাঠামোর অতি অহম ক্রিয়াশীল হলো এবং তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করল যে, না বলে মিষ্টি খাওয়াতো একটা চুরির মত অপরাধ। যেটা কখনো মন্টুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই সে তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। এক্ষেত্রে অহম তাকে যুক্তি দিল যে, সে পরদিন বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মিষ্টি কিনে খেতে পারে। তাই বলা যায়, মন্টুকে ব্যক্তিত্ব কাঠামোর অতি অহম চুরি করা থেকে বিরত রেখেছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶৪ অনেক কষ্ট আর পরিশ্রমের ফল হিসেবে কৃষক বাবার সন্তান আজ বিদেশি রাষ্ট্রদূত। গরিব আর মূর্খ পরিবারে জন্ম নিলেও ছোটবেলা থেকে রাষ্ট্রদূত জনাব এস কে হাসানের আচরণে ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার আচরণিক বৈশিষ্ট্য যেকোনো মানুষকে আকর্ষণ করে। যেকোনো পরিবেশে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম। কেউ কেউ মনে করছেন তার বংশের কেউ এই গুণের অধিকারী ছিল বলেই তিনি এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। *◀ শিখনফল: ১*

ক. আদিসত্তা কোন নীতি অনুসরণ করে? ১

খ. অহমকে প্রধান কার্যনির্বাহী বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব এস কে হাসানের আচরণিক বৈশিষ্ট্যে কোন ধারণাটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব এস কে সম্পর্কে উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদিসত্তা 'সুখ ভোগের নীতি' অনুসরণ করে।

খ অহম ব্যক্তিত্বের প্রধান নির্ধারক হওয়ায় একে কার্যনির্বাহী বলা হয়।

ব্যক্তির বাস্তবতার নিরিখে কোন কাজ করা উচিত এবং কোনটি উচিত নয় এবং ব্যক্তির কোন সহজাত প্রবৃত্তি তৃপ্ত হবে এবং কোনটি তৃপ্ত হবে না তা অহম নির্ধারণ করে দেয়। অহম আদিসত্তা ও অতি অহমের সমন্বয় সাধন করে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করে। তাই একে কার্যনির্বাহী বলা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ব্যক্তিত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ ব্যক্তিত্বের ওপর বংশগতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶৫ অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জিসান ক্লাসে সব সময়ই প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সুবাদে ক্লাসের অন্যরা তার সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়। জিসানের প্রতি ঈর্ষায় অন্যরা তাকে আড্ডা, নেশার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু জিসান সবসময়ই ভাবে এগুলো নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তাই সে ওইসব বন্ধুকে এড়িয়ে চলে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. অহম কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়? ১

খ. সোমাটোটনিকরা সাধারণত কেমন হয়ে থাকে? ২

গ. জিসানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের তত্ত্বের কোন কাঠামোটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি মনে কর জিসান প্রাক-চেতন স্তরে অবস্থান করছে? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অহম বাস্তব নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ সোমাটোটনিকরা কাজে-কর্মে, কথায় ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয়।

এদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। আচরণে এরা উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আক্রমণধর্মী। এরা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযোজনমূলক কাজ পছন্দ করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অতি অহম ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোঃসমীক্ষণতত্ত্বে বর্ণিত মানব মনের প্রাক-চেতন স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং কত সালে ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ নামে একটি মতবাদ প্রকাশ করেন?
ক ১৯২১ খ ১৯২৫
গ ১৯৪০ ঘ ১৯৫০

২. মহাজাগতিক উপাদান দ্বারা চার ধরনের মানব প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে, বলেছেন—
i. হিপোক্রেটস ii. গ্যালেন
iii. ক্রেৎসমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. ক্রেৎসমার তার তত্ত্বে বয়সের সাথে সাথে যে শারীরিক পরিবর্তন হয় সেটি কী?
ক উল্লেখ করেছেন খ গুরুত্ব দিয়েছেন
গ এড়িয়ে গেছেন ঘ ব্যাখ্যা করেছেন

৪. কারা আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের মানুষ?
ক এ্যাথলেটিকরা খ এ্যাসথেনিকরা
গ সিজোয়েডরা ঘ পিকনিকরা

৫. সুগঠিত পেশি ও অস্থিপ্রধান টাইপের ব্যক্তিরা কোন শ্রেণির?
ক এ্যাথলেটিক খ সোমাটোটনিক
গ সেরিব্রোটনিক ঘ এ্যাসথেনিক

৬. যাদের শারীরিক গঠন ঠিকমতো হয়নি এমন প্রকৃতির লোকদের কী বলা হয়?
ক এ্যাসথেনিকরা খ ডিসপ্লাস্টিকরা
গ হাইপোপ্লাস্টিকরা ঘ এ্যাথলেটিকরা

৭. কোন শ্রেণির মানুষেরা দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে?
ক সেরিব্রোটনিকরা খ সোমাটোটনিকরা
গ ভিসেরোটনিকরা ঘ মেসোমরফিকরা

৮. কারা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করে?
ক সোমাটোটনিকরা খ সেরিব্রোটনিকরা
গ এ্যাথলেটিকরা ঘ মেসোমরফিকরা

৯. সেরিব্রোটনিক প্রকৃতির মানুষদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. আত্মকেন্দ্রিক
ii. আত্মসংযমী iii. মিশুক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. নিচের কোনটিকে সকল মানসিক শক্তির আধার বলা হয়?
ক অতি অহম খ অহম
গ আদিসত্তা ঘ চেতন স্তর

১১. অপ্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১২. কোন ধরনের পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়?
ক পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকার
খ অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার
গ চাপমূলক সাক্ষাৎকার
ঘ ক্লান্তিমূলক সাক্ষাৎকার

১৩. কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষায় কয়টি কার্ড সাদা বা ফাঁকা থাকে?
ক ১টি খ ৩টি
গ ১০টি ঘ ১৯টি

১৪. অহম কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়?
ক সুখ নীতি খ বাস্তব নীতি
গ নৈতিক নীতি ঘ আদর্শ নীতি

১৫. অহম হলো একধরনের—
i. বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন নীতি
ii. যুক্তিধর্মী নীতি iii. বাস্তব নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মানুষের মন ব্যাপকভাবে সচেতন। সে কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবে সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। সে অনেক বেশি বাস্তববাদী ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এজন্য সে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্টি অর্জন করে।

১৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ব্যক্তিত্ব কাঠামোর কোনটি প্রকাশিত হয়েছে?
ক আদিসত্তা খ অহম
গ অতি অহম ঘ চেতনা

১৭. উদ্দীপকে যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে তার কাজ—
i. ব্যক্তিত্বের নির্ধারক
ii. সিদ্ধান্ত ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করে
iii. ব্যক্তিত্বে সুষ্ঠু বিকাশ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. ক্যাটেল অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণগুলোকে কোন সংলক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছেন?
ক কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ খ গৌণ সংলক্ষণ
গ উৎস সংলক্ষণ ঘ মৌলিক সংলক্ষণ

১৯. ক্যাটেলের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হলো—
i. বাহ্যিক সংলক্ষণ ii. উৎস সংলক্ষণ
iii. কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. গর্ডন আলপোর্টের Pattern and Growth in Personality বইটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক ১৯৩০ খ ১৯৩৭
গ ১৯৪৩ ঘ ১৯৬১

২১. ব্যক্তির মাঝে অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করা যায় না তাকে কোন সংলক্ষণ বলে?
ক গৌণ সংলক্ষণ খ মৌলিক সংলক্ষণ
গ সাধারণ সংলক্ষণ ঘ কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ

২২. Psychological Types গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
ক কার্ল রোজার্স খ আইসেঙ্ক
গ গর্ডন আলপোর্ট ঘ কার্ল ইয়ুং

২৩. কোন সময়ে মানবিক মতবাদের উদ্ভব ঘটে?
ক ১৯৩০ এর দশকে
খ ১৯৪০ এর দশকে
গ ১৯৫০ এর দশকে
ঘ ১৯৬০ এর দশকে

২৪. কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষায় কয়টি কার্ড ব্যবহার করা হয়?
ক ১০টি খ ১৫টি
গ ২০টি ঘ ২৪টি

২৫. কয়টি ধাপ নিশ্চিত করে পেপার-পেনসিল অভীক্ষার তথ্য সরবরাহ করা হয়?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১.▶ জিকরুল সাহেব তার ছেলে দুটি নিয়ে খুব চিন্তিত। দুই ছেলে দুই প্রকৃতির। বড় ছেলে আদনান খুবই আত্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল। সে সহজেই কোনো সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না। অপরদিকে, ছোট ছেলে রবিন খুবই স্বাধীনচেতা, সক্রিয় এবং সাহসী। সব কাজেই সে অংশ নিতে চায়। অন্যের প্রয়োজনে সে জীবনের ঝুঁকি নিতেও পরোয়া করে না। সে অত্যন্ত অস্থির, চঞ্চল ও মেজাজি প্রকৃতির বলে জিকরুল সাহেব তাকে নিয়ে সব সময় আশঙ্কায় থাকেন।

ক. ক্যাটেলের মতে, মৌলিক ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ কতটি? ১
খ. ২টি প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার নাম লেখ। ২
গ. রবিনের ব্যক্তিত্বকে আইসেঙ্কের মতামতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আদনান ও রবিনের ব্যক্তিত্বকে ভিত্তি করে কার্ল ইয়ুং এর ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ অধ্যাপক রিয়াজুল তার ছাত্র আদিল ও সাকিলকে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার জন্য ২টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নমালা দিলেন। আদিল যে প্রশ্নমালাটি পেল তাতে ৫৫০টি বাক্য আছে। যে বাক্যগুলোকে অভীক্ষার্থীকে 'সত্য', 'মিথ্যা' এবং 'বলতে পারি না'- এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করে উত্তর প্রদান করতে হয়। অপরদিকে, সাকিলের প্রাপ্ত প্রশ্নমালাটিতে ৪০০টি বাক্য আছে। অভীক্ষার্থীর কাজ হলো, এগুলো সত্য না মিথ্যা তা উল্লেখ করে উত্তর প্রদান করা।

ক. অহম কোন নীতি অনুসরণ করে? ১
খ. কী কী উপায়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে? ২
গ. আদিল ও সাকিলের প্রাপ্ত প্রশ্নমালা দুটির তুলনামূলক পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কোনো প্রশ্নমালাটির প্রয়োগ অধিক কার্যকরী ও সাশ্রয়ী? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ শিপন, রানা ও রাকিব ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিপনের পেট শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্ফীত। সে খুব আরামপ্রিয় ও ভোজনবিলাসীও বটে। রানা দেখতে ছিপছিপে লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের এবং সে খুবই আত্মকেন্দ্রিক। অপরদিকে, রাকিব সুঠাম দেহের অধিকারী। সে খেলাধুলা খুবই পছন্দ করে। সে যেকোনো কাজে নেতৃত্ব দিতে চায়।

ক. মনঃসমীক্ষণ মতবাদ কে প্রদান করেছেন? ১
খ. ব্যক্তিত্বের কাঠামোগুলো কী কী? ২
গ. শিপন, রানা ও রাকিবের শরীরিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শিপন, রানা ও রাকিবের মানসিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা ১৫ বছর বয়স্ক সানোয়ারের বয়সে ছোট, রিমা, আবিদ ও সাকিব নামে ৩ জন চাচাতো ভাই-বোন আছে। তাদের বয়স যথাক্রমে ১০ মাস, ২ বছর ও ৪ বছর। সানোয়ার করিমপুর মহাবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। সে তার মনোবিজ্ঞান বইয়ের যখন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায় সম্পর্কে জানল, তখন সে তার ছোট চাচাতো ভাই-বোনের আচরণের সাথে তুলনা করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায়গুলো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হলো।

ক. Phrenology (মস্তিষ্কতত্ত্ব) কাকে বলে? ১
খ. পিকনিক (Pyknik) লোকদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী। ২
গ. রিমা ও আবিদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায় শনাক্ত করে বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. সাকিব ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে পর্যায় সে পর্যায়েই শিশুরা পিতামাতাকে অনুকরণ করা শুরু করে। বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ শরিফুল এবং রাকিবুল দুই ভাই কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্বের ধরন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। শরিফুল সদা হাসি-খুশি থাকে এবং সামাজিক গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে অন্যের সাথে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করে। সে যেকোনো পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। পক্ষান্তরে, রাকিবুলের আচরণে সামাজিকতা বোধের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ক. গর্ডন আলপোর্টের মতে ব্যক্তিত্ব কী? ১
খ. সংলক্ষণ বা প্রলক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শরিফুলের ব্যক্তিত্ব কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শরিফুল ও রাকিবুলের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক পার্থক্য মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আকিব ও লাবিবের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। আকিব অত্যধিক বাচাল এবং সে যেকোনো কাজেই নির্ধারিত সময়ের পরে উপস্থিত হয়। অপরদিকে, লাবিব খুবই সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী। কিন্তু সে খুবই কৃপণ।

ক. ব্যক্তিত্ব কাঠামোতে প্রধান কার্যনির্বাহী কে? ১
খ. ইদিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipas Complex) কাকে বলে। ২
গ. আকিব ও লাবিবের ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন কোন পর্যায়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায়সমূহের ভূমিকা আকিব ও লাবিবের উদাহরণ ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. ▶আসিফ মনোবিজ্ঞান পরীক্ষাগারে তার অভীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করে পর পর ১০টি কালির ছাপবিশিষ্ট কার্ড দেখিয়ে অভীক্ষার্থীর উত্তর সংগ্রহ করেছে। অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরগুলোকে সে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

ক. TAT-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. রোজার্সের ধারণানুযায়ী সংগতি ও অসংগতি কাকে বলে? ২
গ. আসিফের প্রয়োগকৃত অভীক্ষাটির বর্ণনা ও প্রয়োগ কৌশল আলোচনা করো। ৩
ঘ. আসিফ কিভাবে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মচারীদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা পরিমাপের জন্য তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করে যাচাই করে। প্রথম দলকে তারা সরাসরি বিভিন্ন প্রকার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে যাচাই করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় দলকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিকতা, দায়িত্ব ইত্যাদি পরিমাপের জন্য ৪০০টি বাক্য সংবলিত একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমালা প্রদান করা হয়।

ক. 'আচরণবাদ'-এর জনক কে? ১
খ. বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় বর্ণনা করো। ২
গ. দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোন অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রথম দলের ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. শেলডন কয়টি মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন?
ক দুটি খ চারটি
গ ষোলটি ঘ তিনটি

২. ক্রেৎসমার মানসিক রোগীদের কয়ভাগে ভাগ করেছেন?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৩. কোন ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ বাতুলতার লক্ষণ দেখা যায়?
ক সাইক্লোয়েড খ মিজোয়েড
গ চিত্তভ্রংশীয় ঘ পিকনিক

৪. কারা বহির্মুখী প্রকৃতির হয়ে থাকে?
ক এ্যাথলেটিকরা খ এ্যাসথেনিকরা
গ সিজোয়েডরা ঘ পিকনিকরা

৫. ক্রেৎসমার কোন গড়নের লোকদের মধ্যে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ নামক মানসিক ব্যাধি বেশি দেখতে পান?
ক লম্বা শ্রেণির
খ হালকা-পাতলা শ্রেণির
গ মোটা ও গোলগাল শ্রেণির
ঘ মিশ্র শ্রেণির

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
নীলমণির এমন কিছু গুণাবলি আছে যেগুলো বাইরে প্রকাশ পায় না, অন্তর্নিহিত থাকে। নীলমণির অন্তর্নিহিত গুণাবলি তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. উদ্দীপকে ক্যাটেলের মতবাদের কোন বিষয়টি প্রকাশ পায়?
ক বাহ্যিক সংলক্ষণ খ উৎস সংলক্ষণ
গ গঠনগত সংলক্ষণ ঘ সবগুলো

৭. উদ্দীপকে যে সংলক্ষণ প্রকাশিত হয় তাকে ভাগ করা যায়—

i. পরিবেশগত সংলক্ষণ
ii. গঠনগত সংলক্ষণ iii. কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮. কারা কাজে-কর্মে, কথায় ও ভঙ্গিতে প্রভুত্বপ্রিয়?
ⓚ ভিসেরোটনিকরা ⓚ সোমাটোটনিকরা
ⓖ সেরিব্রোটনিকরা ⓖ একটোমরফিকরা

৯. ভিসেরোটনিক প্রকৃতির মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. আরামপ্রিয়
ii. হৈহুল্লপ্রিয়
iii. ভোজনপ্রিয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১০. মনঃসমীক্ষণ মতবাদের প্রবক্তা কে?
ⓚ সিগমুন্ড ফ্রয়েড ⓚ আলবার্ট বান্দুরা
ⓖ কাল রোজার্স ⓖ আব্রাহাম মাসলো

১১. ফ্রয়েডের মতবাদের মূল বিষয় আবর্তিত হয়েছে—
i. ব্যক্তিত্বের কাঠামোকে কেন্দ্র করে
ii. ব্যক্তিত্বের বিকাশকে কেন্দ্র করে
iii. ব্যক্তিত্বের গতিশীলতাকে কেন্দ্র করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১২. আদিসত্তা কোন নীতি অনুসরণ করে চলে?
ⓚ সুখনীতি ⓚ বাস্তবনীতি
ⓖ অলীকনীতি ⓖ নৈতিকনীতি

১৩. আদিসত্তায় টেনশনের মাত্রা কমাতে ফ্রয়েড কয়টি পথের কথা নির্দেশ করেছেন?
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓖ ৫টি

১৪. ফ্রয়েড কোন ব্যক্তিত্বের প্রধান কার্যনির্বাহী বলেছেন?
ⓚ আদিসত্তাকে ⓚ অহমকে
ⓖ অতি অহমকে ⓖ নৈতিক বিকাশকে

১৫. ফ্রয়েডের মতে, শিশু কোন পর্যায়ে বাবাকে তার প্রতিপক্ষ ভাবতে থাকে?
ⓚ লৈঙ্গিক পর্যায়ে ⓚ প্রসুপ্তিকালে
ⓖ পায়ু পর্যায়ে ⓖ যৌন পর্যায়ে

১৬. বাহ্যিক সংলক্ষণের অন্তরালে যে মৌলিক সংলক্ষণ পাওয়া যায় তাকে কোন সংলক্ষণ বলে?
ⓚ কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ ⓚ গৌণ সংলক্ষণ
ⓖ উৎস সংলক্ষণ ⓖ মৌলিক সংলক্ষণ

১৭. গর্ডন আল পোর্টের Personality: A Psychological Interpretation বইটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ⓚ ১৯৩০ ⓚ ১৯৩৭
ⓖ ১৯৪৩ ⓖ ১৯৬১

১৮. ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ নিজস্ব কিছু গুণ কোন সংলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ সাধারণ সংলক্ষণ ⓚ ব্যক্তিগত সংলক্ষণ
ⓖ মৌলিক সংলক্ষণ ⓖ কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ

১৯. কার্ল ইয়ং-এর 'Psychological Types' গ্রন্থটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ⓚ ১৯২১ ⓚ ১৯৩১
ⓖ ১৯৩৩ ⓖ ১৯৪১

২০. স্কিনার ব্যক্তিত্ব বিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রবণতা কীসের মাধ্যমে অর্জিত হয় তা ব্যাখ্যা করেন—
ⓚ শিক্ষণ ⓚ দৃষ্টিভঙ্গি
ⓖ সংবেদন ⓖ প্রত্যক্ষণ

২১. ওয়াল্টার মিশেল কোনটিকে ব্যক্তিত্ব মতবাদের আচরণের প্রধান নির্ধারক বলে উল্লেখ করেছেন?
ⓚ বংশগতি উপাদানকে
ⓚ পরিবেশগত উপাদানকে
ⓖ যান্ত্রিক উপাদানকে
ⓖ কাঠামোগত উপাদান

২২. কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা কোন সালে তৈরি করা হয়?
ⓚ ১৯২১ ⓚ ১৯২৮
ⓖ ১৯৩১ ⓖ ১৯৩৫

২৩. যারা গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছে তাদের শনাক্ত করার জন্য কোন অভীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়?
ⓚ MMPI ⓚ CPI
ⓖ ALL ⓖ PPT

২৪. ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে অতি সহজ ও সুবিধাজনক অভীক্ষার নাম কী?
ⓚ পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষা
ⓚ পেপার-পেনসিল টেস্ট
ⓖ সাক্ষাৎকার অভীক্ষা
ⓖ প্রশ্নমালা অভীক্ষা

২৫. CPI অভীক্ষায় মোট কতটি বাক্য রয়েছে?
ⓚ ৩০০টি ⓚ ৪০০টি
ⓖ ৪৫০টি ⓖ ৫৫০টি

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর	১	ⓚ	২	ⓚ	৩	ⓖ	৪	ⓚ	৫	ⓚ	৬	ⓖ	৭	ⓚ	৮	ⓚ	৯	ⓚ	১০	ⓖ	১১	ⓚ	১২	ⓚ	১৩	ⓚ
	১৪	ⓚ	১৫	ⓖ	১৬	ⓚ	১৭	ⓖ	১৮	ⓚ	১৯	ⓚ	২০	ⓖ	২১	ⓚ	২২	ⓖ	২৩	ⓖ	২৪	ⓖ	২৫	ⓖ		

সেট-২

উত্তর	১	ⓖ	২	ⓚ	৩	ⓚ	৪	ⓖ	৫	ⓖ	৬	ⓚ	৭	ⓚ	৮	ⓚ	৯	ⓖ	১০	ⓚ	১১	ⓖ	১২	ⓚ	১৩	ⓚ
	১৪	ⓚ	১৫	ⓚ	১৬	ⓖ	১৭	ⓚ	১৮	ⓚ	১৯	ⓚ	২০	ⓚ	২১	ⓚ	২২	ⓖ	২৩	ⓚ	২৪	ⓚ	২৫	ⓚ		

প্রশ্ন ▶ ১ ৫ বছরের প্রিয়ন্তি ছোটবেলা থেকেই বাবার সান্নিধ্য থাকতে পছন্দ করে। শুধুমাত্র খাবার প্রয়োজনে সে মায়ের কাছে আসে এবং মায়ের আদর-ভালবাসা পাওয়ার চেষ্টা করে। বিশেষত বাবা ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় সে কান্নাকাটি করে এবং বাবার সাথে বাইরে যাওয়ার জন্য আকুতি জানায়। কখনও তার বাবা অফিস থেকে ফিরতে দেরি করলে, সে কান্নাকাটি করে। আবার, সে মায়ের মতো করে সাজতে ও কাপড় পড়তে চেষ্টা করে। আবার বাবা অফিসে যাওয়ার সময় বাবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু মায়ের প্রতি তার এ ধরনের আচরণ লক্ষ করা যায় না। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. অহম কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়? ১
খ. ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রিয়ন্তির বর্তমান বয়সের পর্যায়কে ফ্রয়েড কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রিয়ন্তির ব্যক্তিত্বের কাঠামো কীভাবে গঠিত হয়? ফ্রয়েডের মনোঃসমীক্ষণ মতবাদের মাধ্যমে আলোচনা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অহম বাস্তব নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ পায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির সামগ্রিক রূপকেই বোঝান। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক গুণাবলির সমন্বিত এবং গতিময় সাংগঠনিক অবস্থা, যার বিবেচনায় সমাজজীবনের দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে প্রত্যক্ষণ করে থাকে।
গর্ডন আলপোর্ট ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মানুষের অন্তরস্থিত মনোদৈহিক প্রক্রিয়ার সেই গতিশীল সংগঠন যা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে অভিনব উপযোজন নির্ধারণ করে।'

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রিয়ন্তির বয়সের পর্যায়কে ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ লৈঙ্গিক পর্যায় বলা হয়।
৩ থেকে ৬ বছর বয়স বয়সে শিশুর যৌনতৃপ্তির কেন্দ্র হলো যৌন অঙ্গ। এ বয়সে শিশু নিজের যৌন অঙ্গ উদ্দীপিত করে আনন্দে পায় এবং এজন্যই এ স্তরকে বলা হয় লৈঙ্গিক স্তর। এ সময় ছেলেরা ইদিপাস কমপ্লেক্স, লিঙ্গাচ্ছেদন আশঙ্কা এবং মেয়েরা ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স, পুংলিঙ্গ হিংসা এর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। প্রথমদিকে শিশুরা মাকে ভালবাসে। কারণ মা তাদের প্রয়োজন মেটান। 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেন, এ সময় ছেলেরা মাকে নিজের 'আসক্তির পাত্র' বলে মনে করে এবং বাবাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ছেলেরা প্রকৃতপক্ষে বাবার স্থান দখল করতে চায়। বাবা তার যৌনাঙ্গ কেটে ফেলবে এ ভয়ে সে এটা প্রকাশ করে না।
বাবার প্রতি মেয়ের (কন্যাসন্তান) যে আসক্তি ফ্রয়েড তাকে 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স' নাম দিয়েছেন। এ সময় মেয়েরা মাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে পিতা-মাতা এবং সমাজের অন্যান্যদের কাছ থেকে বাধা আসে। এসব কমপ্লেক্সের সাধারণ পরিণতি ঘটে ছেলেদের বাবার সাথে এবং মেয়েদের মায়ের সাথে একাত্মতা অনুভবের মধ্যদিয়ে। এই একাত্মতা অনুভবের ফলে ছেলেরা স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মেয়েটির ব্যক্তিত্বের কাঠামো ফ্রয়েডের মতানুসারে সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।
১. আদিসত্তা: ইদম হলো ব্যক্তিত্বের আদিম সত্তা। এটি সব কামনা বাসনার আধার। ইদম হচ্ছে সব কর্মের উৎস যা ব্যক্তিকে উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। যখন কোনো কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়, ইদম এর তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি কামনা করে থাকে। ব্যক্তিত্বের এই পরিতৃপ্তির কামনাকে আনন্দ সূত্র বলা হয়। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে শুধু একটি আদিম সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার জৈবিক প্রেষণাগুলো পরিতৃপ্তি হলেই শিশু খুশি হয়। শিশু আর একটু বড় হলে ইদম থেকে জন্ম নেয় অহম।
অহম: অহমের কাজ হলো আদিসত্তার কামনা ও বাস্তব জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন। অহম বাস্তব নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। অহম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন এবং যুক্তিধর্মী। সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিতে সে যতটুকু সম্ভব আদিসত্তার চাহিদা পূরণ করে যেহেতু আদিসত্তার বেশির ভাগ চাহিদাই সমাজে অনুমোদিত নয়, তাই অহমের পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। অহমকে ব্যক্তিত্বের কার্যনির্বাহী সত্তা বলা যেতে পারে। এটি ব্যক্তির সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
অতি অহম: মানসিক কাঠামোর তৃতীয় ভাগটি হলো অতি অহম যা প্রায় ৫ বছর বয়স থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। পিতামাতা এবং সমাজ থেকে যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আমরা অর্জন করি তার ধারক ও বাহক হলো অতি অহম। অতি অহম নৈতিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। অতি অহমের মূল কাজ হলো নৈতিকতা ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো।
সুতরাং আদিসত্তা, অহম ও অতি অহম— এই তিন সত্তার সম্মিলিত কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। কোনো ব্যক্তির কেমন হবে তা নির্ভর করছে অহম কত সুন্দর ও সার্থকভাবে আদিসত্তা ও অতি অহমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছে তার ওপর।

প্রশ্ন ▶ ২ যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা সানোয়ারের বয়স ১৫ বছর। রিমা, আবিদ ও সাকিব নামে তার ৩ জন কাকাতো ভাই-বোন আছে। তাদের বয়স যথাক্রমে ১০ মাস, ২ বছর ও ৪ বছর। সানোয়ার করিমপুর মহাবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। সে তার মনোবিজ্ঞান বইয়ে যখন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায় সম্পর্কে জানল, তখন সে তার ছোট চাচাতো ভাই-বোনের আচরণের সাথে তুলনা করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায়গুলো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হলো। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. মস্তিষ্কতত্ত্ব (Phrenology) কাকে বলে? ১
খ. পিকনিক (Pyknik) লোকদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ২
গ. রিমা ও আবিদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায় শনাক্ত করে বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. সাকিব ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে পর্যায়ে সেই পর্যায়ের শিশুরা কোন কোন আশঙ্কা প্রকাশ করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথার খুলি পরীক্ষা করে ব্যক্তির চরিত্র জানবার বিজ্ঞানকে মস্তিষ্কতত্ত্ব বলা হয়।

খ পিকনিক লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো— এ ধরনের লোকদের শারীরিক গঠন সাধারণত খাটো হয়। এদের দৈহিক অবস্থা গোলাকার ও মেদবহুল এবং প্রকৃতিতে এরা বহির্মুখী হয়ে থাকে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে এদের ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকে। অত্যধিক কর্মচঞ্চলতা এদের বৈশিষ্ট্য।

গ উদ্দীপকে রিমা ও আবিদের বয়স যথাক্রমে ১০ মাস ও ২ বছর। সুতরাং, ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায়সমূহের মধ্যে রিমা ও আবিদ যথাক্রমে মৌখিক পর্যায় ও পায়ু কাম পর্যায়ে আছে। নিম্নে এ পর্যায়দ্বয়ের বর্ণনা দেয়া হলো:

১. মৌখিক পর্যায় (Oral phase): শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বপ্রথম পর্যায় হলো মৌখিক পর্যায়, যা শিশুর জন্ম থেকে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌখিক পর্যায়ে শিশুর যৌন কামনা তার ঠোঁটে ও মুখে সীমাবদ্ধ থাকে। এ সময়ের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, শিশু সব জিনিস মুখের মধ্যে দিতে এবং চুষতে আনন্দ পায়। তারপর যখন দাঁত ওঠে তখন কামড়াতে ও চিবাতে পছন্দ করে। প্রথম বছর যদি শিশুর স্তন্যপান স্পৃহা চরম পরিতৃপ্তি লাভ করে তাহলে শিশু পরবর্তী জীবনে আশাবাদী হয়। কিন্তু শিশুর মৌখিক পর্যায় ব্যাহত হলে পরবর্তী জীবনে সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

২. পায়ুকাম পর্যায় (Anal phase): আঠার মাস বয়স থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে পায়ুকাম পর্যায় বলা হয়। এ পর্যায়ে শিশুর আনন্দস্থল মুখ হতে পায়ু অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। পিতামাতা শিশুকে এ সময় পায়খানা প্রসাবের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ (toilet training) দিয়ে থাকেন। তাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর পড়ে। এ প্রশিক্ষণের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী জীবনে শিশুর মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। পিতামাতা যদি প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খুব অনমনীয় হন তবে শিশু মলত্যাগ না করে একে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। যার ফলশ্রুতিতে সে কোষ্ঠ কাঠিন্যে আক্রান্ত হবে। এরূপ প্রতিক্রিয়া পরবর্তী জীবনে স্থানান্তরিত হলে, সে বড় হয়ে একগুয়ে এবং কৃপন হতে পারে।

ঘ সাকিব ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে পর্যায়ে সেটি হলো লিঙ্গাকাম পর্যায়। এ পর্যায়টি ৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত এ বয়সে শিশুর যৌনতৃপ্তির কেন্দ্র থাকে যৌন অঙ্গ। এ বয়সে শিশু নিজের যৌন অঙ্গাকে উদ্দীপিত করে আনন্দ পায় এবং এ জন্যই এ পর্যায়কে লিঙ্গাকাম পর্যায় বলা হয়। এ সময় ছেলেরা ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus complex) বা লিঙ্গচ্ছেদন আশঙ্কা (castration anxiety) এবং মেয়েরা ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra complex) বা পুংলিঙ্গ হিংসা (Penis envy) এর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। প্রথমদিকে শিশুরা মাকে ভালোবাসে। কারণ মা তাদের প্রয়োজন মিটান।

'ইডিপাস কমপ্লেক্স' সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেন, এ সময় ছেলেরা মাকে নিজের আসক্তির পাত্র বলে মনে করে এবং বাবাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ছেলেরা প্রকৃতপক্ষে বাবার স্থান দখল করতে চায়। বাবা তার যৌনাঙ্গ কেটে ফেলবে এ ভয়ে সে এটা প্রকাশ করে না। বাবার প্রতি মেয়ের (কন্যা সন্তান) যে আসক্তি ফ্রয়েড তাকে 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স' নাম দিয়েছেন। এ সময় মেয়েরা মাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। এবং বাবার প্রতি আসক্তি অনুভব করে। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে পিতামাতা এবং সমাজের অন্যদের কাছ থেকে বাধা আসে।

এসব কমপ্লেক্সের সাধারণ পরিণতি ঘটে ছেলেদের বাবার সাথে এবং মেয়েদের মায়ের সাথে একাত্মতা অনুভবের মধ্য দিয়ে। এই একাত্মতা অনুভবের ফলে ছেলেরা স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ নিম্নবিত্ত পরিবারে লালিত-পালিত হয়েও কঠোর পরিশ্রম আর চেষ্টায় জনাব রহিম আজ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তবে ছোটবেলা থেকেই তার আচরণে ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার আচরণিক বৈশিষ্ট্য যেকোনো মানুষকে আকর্ষণ করে। যেকোনো পরিবেশে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম। কেউ কেউ মনে করছেন তার বংশের কেউ এই গুণের অধিকারী ছিল বলেই তিনি এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। *◀ শিখনফল: ১*

ক. ব্যক্তিত্বকে কয়টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়? ১
খ. ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব রহিমের আচরণিক বৈশিষ্ট্যে কোন ধারণাটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব রহিম সম্পর্কে উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিত্বকে পাঁচটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়।

খ ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির বাহ্যিক বা প্রতীয়মান রূপকে বোঝায়। ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ, যার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ভাব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এটি ব্যক্তির মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়াসমূহের এক গতিময় সংগঠন, যা পরিবেশের সঙ্গে তার অনবদ্য অভিযোজন নির্ধারণ করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ব্যক্তিত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ ব্যক্তিত্বের ওপর বংশগতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

মনোভাব

প্রশ্ন ▶১ সমীর ও রেজা খুব ভালো বন্ধু। সমীরের মতে, রেজা অত্যন্ত সৎ, মেধাবী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। রেজার ব্যক্তিত্বের এসব গুণাবলি সমীরের খুব ভালো লাগে। তারা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র। একদিন রেজা ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল। সমীরের কাছে তার সহপাঠী সুদীপ জিজ্ঞেস করল যে, রেজা আজ আসেনি কেন? সমীর বলল যে, সে অসুস্থ। তাই সে ক্লাসে আসতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে সুদীপ সমীরকে বলল যে, সমীর, তোমার বন্ধু রেজা অত্যন্ত মেধাবী হলেও তার সততা প্রশ্নবিদ্ধ। সমীর, সুদীপের দাবিকে খণ্ডন করার জন্য রেজার বিভিন্ন কার্যাবলির বিবরণ দিতে লাগল। অবশেষে সুদীপ মানতে বাধ্য হলো যে, রেজা সৎ, মেধাবী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। *◀ শিখনফল: ১*

ক. মনোভাব কাকে বলে? ১
খ. মনোভাব ও মতামতের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখ। ২
গ. রেজার প্রতি সমীরের মনোভাবের উপাদানসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. রেজার প্রতি সমীরের মনোভাব থেকে মনোভাবের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠেছে সেগুলোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোভাব হলো অবহিতি ও অনুভূতির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করার প্রবণতা।

খ মনোভাব ও মতামতের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ:
১. মনোভাব হলো আচরণ করার প্রবণতা কিন্তু মতামত হলো মনোভাবের বাচনিক প্রকাশ।
২. মনোভাব হলো বিশেষ একটি দিকে ক্রিয়া করার দৈহিক প্রস্তুতি কিন্তু মতামত হচ্ছে একটি বিপরীতধর্মী বিষয় সম্পর্কে কতগুলো বিশ্বাস।

গ রেজার প্রতি সমীরের মনোভাবে, মনোভাবের তিনটি উপাদানই শনাক্ত করা যায়। যথা:
১. অবহিতিমূলক উপাদান ২. অনুভূতিমূলক উপাদান এবং ৩. ক্রিয়ামূলক উপাদান।

১. অবহিতিমূলক উপাদান: কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি জ্ঞানই হচ্ছে মনোভাবের অবহিতিমূলক উপাদান। মনোভাব সম্পর্কিত অনুকূল বা প্রতিকূল জ্ঞানই হলো অবহিতিমূলক উপাদান। উদ্দীপকে রেজার সততার প্রমাণস্বরূপ সমির তার বিভিন্ন কার্যাবলির সম্পর্কিত অনুকূল জ্ঞান ধারণ করছে।

২. অনুভূতিমূলক উপাদান: মনোভাবের সাথে জড়িত আবেগকেই অনুভূতিমূলক উপাদান বলা যায়। এ আবেগের ওপর ভিত্তি করেই মনোভাবের বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তির পছন্দ ও অপছন্দ গড়ে ওঠে। উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় যে, সমীরের প্রতি রেজার অনুকূল মনোভাবের জন্য দায়ী তার আবেগ। কারণ রেজাকে সমীরের খুব ভালো লাগে।

৩. ক্রিয়ামূলক উপাদান: মনোভাব সম্পর্কিত ব্যক্তির সকল প্রকার আচরণকেই মনোভাবের ক্রিয়ামূলক উপাদান বলে। কোনো বস্তুর বা ব্যক্তির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব হলে সে তা রক্ষা করবে এবং সেই বস্তু বা ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করবে। উদ্দীপকে রেজার প্রতি সুদীপের ঋণাত্মক মনোভাব থেকে উৎসারিত সমালোচনাকে সমীর, রেজার প্রতি তার মনোভাবের অবহিতিমূলক উপাদানের আলোকে খণ্ডন করেছিল।

ঘ রেজার প্রতি সমীরের অনুকূল মনোভাব থেকে মনোভাবের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠেছে সেগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হলো:
১. মনোভাব জন্মগত নয় বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তির অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া অর্থ্যাৎ মিথস্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মনোভাব অর্জিত হয়। যেমন রেজার প্রতি সুদীপের মনোভাব সমীরের যুক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল।
২. মনোভাব মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী। মনোভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় না। তবে মনোভাব যেহেতু জন্মগত নয় অভিজ্ঞতার প্রভাবে অর্জিত। সেহেতু অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের ফলে মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন উদ্দীপকের রেজা ও সমীর বন্ধু হয়ে জন্মায়নি বরং তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আলোকে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে— যার ফলে সমীর রেজার প্রতি অনুকূল মনোভাবের অধিকারী।
৩. মনোভাব সর্বদাই ব্যক্তির সাথে তার পরিবেশের একটি বিশেষ পরিস্থিতির সম্পর্ককে বোঝায়। এ বিশেষ পরিস্থিতি কোনো বস্তু, ব্যক্তি গোষ্ঠী, সংস্থা কিংবা কোনো মূল্যবোধ হতে পারে। প্রদত্ত উদ্দীপকে রেজা ও সুদীপের মনোভাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে রেজার ব্যক্তিত্ব।
৪. মনোভাবের সাথে অনুভূতি ও আবেগ জড়িত। আমরা সাধারণত বলে থাকি অমুকের প্রতি আমার স্নেহের মনোভাব আছে, কিংবা বিদ্বেষের কিংবা ভয়ের মনোভাব আছে। যেমন– প্রদত্ত উদ্দীপকে রেজার প্রতি সমীরের ভালোলাগার আবেগ আছে।
৫. মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকে বলে সোজাসুজি মনোভাবকে জানা যায় না। ব্যক্তির কথাবার্তা ও আচরণ থেকে তার মনোভাব সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞান হয়। যেমন– উদ্দীপকে রেজার প্রতি সুদীপ ও সমীরের মনোভাব তাদের কথা বার্তার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত উত্তম সরকার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। এ উদ্দেশ্যে সে পটুয়াখালী জেলায় বসবাসরত রাখাইনদের সাথে দীর্ঘদিন বসবাস করে। গত বছর সে রাখাইন সম্প্রদায় সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব চিন্তা, বিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিবেদনটি পাঠকসমাজে বেশ আলোড়ন তৈরি করে। *◀ শিখনফল: ১*

ক. 'সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক মানক' কে তৈরি করেন? ১
খ. মতামত বলতে কী বোঝ? ২
গ. রাখাইন সম্প্রদায় সম্পর্কে উত্তম সরকারের প্রতিক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টিকে জন্মগত এবং সর্বদাই লক্ষ্যাভিমুখী বলে তুমি স্বীকার করো কি? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ মনোবিজ্ঞানী রোগার্ডাস 'সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক মানক' তৈরি করেন।

খ কোনো একটি বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে একাধিক বিশ্বাসকে মতামত বলা হয়।

মতামত কথাটির মধ্যে বিশ্বাসের একটা সুর আছে। তবে এ বিশ্বাস হলো একটি বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস। অর্থাৎ মতামতের মধ্যস্থিত বিশ্বাস হবে একটি সমস্যা সম্পর্কিত এবং যার অনেকগুলো বিপরীতধর্মী বিশ্বাস থাকতে পারে। তাই বলা যায় মতামত হলো একটি বিপরীতধর্মী বিষয় সম্পর্কে কতগুলো বিশ্বাস।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মনোভাব নামক ধারণাটির ব্যাখ্যা দাও।

ঘ মনোভাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৩ নারী নির্যাতন আমাদের সমাজের একটি অতি পরিচিত এবং আলোচিত বিষয়। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টির জন্য নারীদের অসচেতনতা এবং শিক্ষার অভাবকে দায়ী করছেন। তবে জনাব আশরাফ নারী নির্যাতনের জন্য সমগ্র সমাজের অবক্ষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। *◀ শিখনফল: ২*

ক. মনোভাবের প্রধান উপাদান কয়টি? ১
খ. ব্যক্তির চাহিদা পূরণ মনোভাব গঠনে কীভাবে কাজ করে? ২
গ. জনাব আশরাফের বক্তব্যকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মনোভাবের সাথে আশরাফের পার্থক্য আছে বলে তুমি স্বীকার করো কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোভাবের প্রধান উপাদান তিনটি।

খ চাহিদা পূরণ ব্যক্তির মনোভাব গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

যে ব্যক্তি বা বস্তু ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সহায়তা করে তার প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। আর যা ব্যক্তির মনোভাব গঠনে বাধার সৃষ্টি করে তার প্রতি তার প্রতিকূল মনোভাব গড়ে ওঠে। যেমন : ডাক্তারের প্রতি রোগীর অনুকূল মনোভাব পাওয়া যায় যদি ডাক্তারের পরামর্শে রোগটি সেরে যায়। কিন্তু যদি রোগটি না সারে তাহলে ডাক্তারের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব গড়ে ওঠে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মতামত ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করো।

ঘ মতামত ও মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করো।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. চিরায়ত সাপেক্ষণ পদ্ধতি কে তৈরি করেন?
ক প্যাভলভ খ আইভান
গ স্কিনার ঘ ম্যাকক্লোসকি

২. নার্সারি স্কুলের শিশুদের মনোভাব নিয়ে কে গবেষণা করেন?
ক ইনস্কো খ এ্যালেন ও তার সহযোগীরা
গ স্ট্যালিং ঘ জেরাম কাগান

৩. রোড এক্সিডেন্ট হয় গাড়ির অধিক গতির কারণে—এটি মনোভাব পরিবর্তনের কোন উপাদান?
ক বিশ্বাসযোগ্যতা খ ভীতি প্রদর্শন
গ সাদৃশ্যপূর্ণতা ঘ মতানুবর্তিতা

৪. মনোভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কয় ধরনের বার্তাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৫. আর্স্টোন কত সালে সমান দূরত্ববিশিষ্ট মানকটি তৈরি করেন?
ক ১৯২১ খ ১৯২৭
গ ১৯২৯ ঘ ১৯৪৬

৬. সমান দূরত্ব বিশিষ্ট মানকের প্রতিটি উক্তি মূল্যায়নের জন্য কী নিয়োগ করা হয়?—
ক বিচারক খ দক্ষ শিক্ষক
গ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ঘ একজন বিজ্ঞানী

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তন্বীকে মনোবিজ্ঞান পরীক্ষাগারে নেওয়া হলো তার মনোভাব পরিমাপের জন্য। তাকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সম্পর্কিত কিছু উক্তি দেওয়া হলো। যেখানে 'সম্পূর্ণ একমত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমত' এভাবে পাঁচটি ক্রমানুসারে মাত্রা ছিল, যার সম্ভাব্য উত্তরটি সে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করবে।

৭. মনোভাব পরিমাপের জন্য তন্বীকে যে মানক প্রদান করা হয়েছিল?
ক সমান দূরত্ব বিশিষ্ট মানক
খ লিকার্ট মানক
গ বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক মানক
ঘ থার্স্টোন মানক

৮. উদ্দীপকে যে মানক ব্যবহৃত হয় তার সুবিধা
i. সময় খুব কম লাগে
ii. সহজতর পদ্ধতি
iii. কার্যকর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতার সৃষ্টি হলে তা কয়টি উপায়ে হ্রাস করা যায়?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি

১০. কোনটি ব্যক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা?
ক প্রথাবিরোধী খ বদ্ধমূল ধারণা
গ আগ্রাসন ঘ পূর্বসংস্কার

১১. বদ্ধমূল ধারণা হলো একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রচলিত অতি সাধারণ বিশ্বাস? – কে বলেছেন?
ক ক্রাইডার খ সিয়ার্স
গ মায়ার্স ঘ ব্রুক

১২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করেছে কোনটি?
ক প্রথা বিরোধিতা খ আগ্রাসন
গ উপযোজন ঘ পূর্বসংস্কার

১৩. নিচের কোনটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে?
ক বদ্ধমূল ধারণা খ পূর্ব সংস্কার
গ সামঞ্জস্যতা ঘ প্রথা বিরোধিতা

১৪. জাতিকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্য আমরা মনে করি—
i. অন্যান্য গোষ্ঠী-নিকৃষ্ট
ii. আমাদের গোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ
iii. নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ পোষণ করি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. রাহী কালো ও সাদা পুতুল নিয়ে খেলা করার সময় সে নিজেকে সাদা পুতুলের দলের মধ্যে মনে করে। রাহীর এ মনোভাব পূর্ব সংস্কারের কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে?
ক) একাত্মীভাবন খ) পৃথকীকরণ
গ) মূল্যায়ন ঘ) দলীয় অনুভূতি

১৬. ভারসাম্য মতবাদে ত্রিভুজাকার পরিস্থিতিকে তৈরি করেন?
ক) নিউকোম্ব খ) হাইডার
গ) হারবার্গ ঘ) ফেস্টিঞ্জার

১৭. হাইডার প্রণীত ত্রিভুজাকার পরিস্থিতির ন্যায় জর্ডান কতটি পরিস্থিতি উপস্থান করেছেন?
ক) ৩টি খ) ৩৩টি
গ) ৫৩টি ঘ) ৬৪টি

১৮. সামাজিক দূরত্ব মানকে প্রত্যেক বহির্গোষ্ঠীর জন্য কয়টি শ্রেণির উল্লেখ আছে?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৭টি

১৯. লিকার্ট মানকে কয়টি মাত্রার উল্লেখ আছে?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২০. ব্যক্তি তার মনোভাবকে পাঁচ মাত্রার স্কেলের কোন চিহ্ন দিয়ে যাচাই করে?
ক) টিক চিহ্ন খ) দাগ চিহ্ন
গ) স্টার চিহ্ন ঘ) লাল চিহ্ন

২১. লিকার্ট মানকের সুবিধা হলো—
i. পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত সহজ
ii. পদ্ধতিটিতে সময় খুব কম লাগে
iii. পদ্ধতিতে উক্তির ব্যবহার কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২. মনোভাব পরিবর্তনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ কোনটি?
ক) সমান দূরত্ববিশিষ্টমতবাদ
খ) অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতা মতবাদ
গ) ভারসাম্য মতবাদ
ঘ) সামাজিক দূরত্ব মতবাদ

২৩. থার্স্টোন মানকে বিচারকগণ কয়টি কাগজের টুকরা সম্পর্কে মতামত দেন?
ক) ১০টি খ) ১১টি
গ) ১২টি ঘ) ১৩টি

২৪. মনোভাব মূলত কয়টি ধারায় পরিবর্তন হয়?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২৫. কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের মনোভাব পরিমাপে প্রথম সমান দূরত্ব বিশিষ্ট মানকটি তৈরি করা হয়?
ক) মন্দিরের প্রতি খ) গির্জার প্রতি
গ) ক্লাবের প্রতি ঘ) বিদ্যালয়ের প্রতি

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১. ▶ সিকিমপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সোহানের ক্রিকেট খেলা পছন্দ নয়। কারণ ৫-৭ ঘণ্টা রৌদ্রে খেলাধুলা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম দিনই পরিচিত হওয়া সহপাঠী ইভান ক্রিকেট ভালো খেলে। সময়ের সাথে সাথে ইভানের সাথে সোহানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। সোহান লক্ষ করল যে, এখন আর ক্রিকেট খেলার প্রতি তার অতটা অপছন্দতা নেই। বরং সে দিন দিন ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।
ক. কখন অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতার উদ্ভব হয়? ১
খ. মনোভাব গঠনে মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কীভাবে কাজ করে? ২
গ. ক্রিকেটের প্রতি সোহানের মনোভাব পরিবর্তনের ঘটনা যে মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ক্রিকেটের প্রতি সোহানের মনোভাব পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ▶ রবিন গত সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে একটি পরীক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সেখানে তাকে প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। তাকে কতকগুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক উক্তি সম্পর্কে তার মতামত- 'সম্পূর্ণ একমত', 'একমত', 'স্থির করতে পারছি না', 'ভিন্নমত', এবং 'সম্পূর্ণ ভিন্নমত', এই পাঁচটি মাত্রায় প্রদান করতে বলা হয়। পরীক্ষণ শেষে তার ওপর প্রয়োগকৃত পরীক্ষণ সম্পর্কে তাকে লিখিত মন্তব্য করতে বলা হয়।
ক. ভারসাম্য মতবাদে 'O' দ্বারা কী বোঝায়? ১
খ. 'পূর্বসংস্কার' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রবিনের উপর প্রয়োগকৃত মানকটি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত মানকের সাথে সমান দূরত্ববিশিষ্ট্য মানকের কোনো পার্থক্য রয়েছে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

৩. ▶ জামান, সিয়ামের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কলেজে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে তাদের বন্ধুত্বের শুরু। সিয়াম অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎ যুবক। সে সৎভাবে জীবনযাপন করতে প্রতিজ্ঞ। একদিন সিয়াম জানতে পারল যে জামান ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত। সিয়াম প্রথমে কথাটি বিশ্বাস করতে পারল না। সে অনুসন্ধান করে জানতে পারল যে, জামান শুধু ইয়াবা ব্যবসায়ীই নয়, সে নিজ গ্রাম পার্বতীপুরের মাদকসম্রাট। এরপর থেকে সিয়াম জামানকে এড়িয়ে যেতে লাগল।
ক. রোজেনবার্গের মতে মনোভাব কী? ১
খ. মনোভাবের ক্রিয়ামূলক উপাদান ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জামানের মনোভাব পরিবর্তনকারী মতবাদের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. জামানের মনোভাব পরিবর্তনের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ▶ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ইয়াকুব চিন্তা করতে লাগল যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বাঙালি জাতির মধ্যে পাকিস্তানিদের ব্যাপারে কীভাবে এত নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছিল। অথচ পাকিস্তানের স্বাধীনতার ব্যাপারে পূর্ব বাংলার মানুষদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ছিল। সে চিন্তা করে পেল যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের কারণে কিছু লোক পাকিস্তানবিরোধী হয়েছিল। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা, বাঙালিদেরকে নিম্ন জাতের মনে করা এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছিল।
ক. বদ্ধমূল ধারণা কাকে বলে? ১
খ. মনোভাবের উপাদানগুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মনোভাব গঠনের শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মনোভাব জন্মগত নয়, শিক্ষার দ্বারা অর্জিত বাক্যটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. ▶ ইকরামের দাদা ষাটোর্ধ্ব রহিম সাহেব ঘরোয়া ফুটবলে আবাহনীর দারুণ ভক্ত। তিনি এখনও আবাহনীর কোনো খেলা মিস করেন না। ৫ বছর আগেও তিনি ক্রিকেটকে কোনো খেলাই মনে করতেন না। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তরোত্তর সাফল্য পেতে লাগল। তিনি ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়লেন। এখন তিনি নিয়মিত বালাদেশের খেলা দেখেন। এমনকি তিনি ক্রিকেটের নানা নিয়ম-কানুনও শিখে নিয়েছেন।
ক. বোগার্ডাসের প্রবর্তিত মানকের নাম কী? ১
খ. মনোভাব ব্যক্তির নির্দেশনামূলক মানসিক প্রবণতা— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রহিম সাহেবের মনোভাবের পরিবর্তনে মনোবিজ্ঞানের যে মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. রহিম সাহেবের মনোভাব পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চিত্রসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. ▶ কর্মক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্বের মাত্রা পরিমাপের জন্য আমেরিকার একজন শিল্প মনোবিজ্ঞানী পাঁচটি উক্তি সংবলিত একটি মানক তৈরি করেন। এতে প্রতিটি উক্তির ব্যাপারে পরীক্ষার্থী পাঁচটি বিকল্প উত্তর থেকে একটি উত্তর বাছাই করে নিতে পারে। পাঁচটি বিকল্প উত্তর হচ্ছে— সম্পূর্ণ একমত, একমত, নিরপেক্ষ, ভিন্নমত এবং সম্পূর্ণ ভিন্নমত। উক্ত মানকটিকে বাংলা ভাষায় অভিযোজিত করেন মনোবিজ্ঞানী জেসমিন নাহার।
ক. অবহিতিমূলক সামঞ্জস্যহীনতা মতবাদ কে প্রদান করেন? ১
খ. পূর্ণসংস্কারের দু'টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. কর্মক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব মানকটিতে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানকটি প্রণয়নে ব্যবহৃত পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶জতিন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক 'ক' একদিন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্দেশ করে বললেন যে, মনোভাব ও মতামত এক জিনিস নয়। একটি হলো কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির স্থায়ী প্রবণতা অপরটি হলো এই স্থায়ী প্রবণতার ক্ষণস্থায়ী বাচনিক প্রকাশ।

ক. পূর্বসংস্কার কাকে বলে? ১

খ. মনোভাব গঠনের শর্তগুলো কী কী? ২

গ. প্রভাষক 'ক' এর বক্তব্যের আলোকে মনোভাব ও মতামতের যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তা বিশদ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. প্রভাষক 'ক' এর বক্তব্য মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶কমলপুর সরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে একটি বিতর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। তাদের বিতর্কের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছিল "মনোভাব এবং মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়"। 'ক'-গ্রুপ, শিরোনামের পক্ষে এবং 'খ'-গ্রুপ বিপক্ষে বিতর্ক শুরু করে। 'ক'-গ্রুপ তাদের যুক্তিকে সঠিক প্রমাণ করতে বিতর্কের এক পর্যায়ে মনোভাবের বৈশিষ্ট্যকে উপযুক্ত প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করান।

ক. মনোভাব কাকে বলে? ১

খ. অবহিতির সামঞ্জস্যহীনতা কী কী উপায়ে হ্রাস করা যায়? ২

গ. তুমি উদ্দীপকের কোন গ্রুপকে সমর্থক করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' গ্রুপ কর্তৃক উল্লিখিত মনোভাবের বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের ভাষায় লেখ।৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. মনোভাবের সাথে কী জড়িত থাকে?
ক অনুভূতি ও আবেগ
খ মতামত ও অনুভূতি
গ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব
ঘ আবেগ ও আগ্রাসন

২. একটি বিপরীতধর্মী বিষয় সম্পর্কে কতকগুলো বিশ্বাসকে কী বলে?
ক মনোভাব খ মতামত
গ বুদ্ধি ঘ প্রথা

৩. রস স্ট্যাগনার মনোভাব গঠনের কয়টি শর্তের উল্লেখ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

৪. কোনটি মনোভাব পরিবর্তনের বার্তা উৎসের উপাদান?
ক সাদৃশ্যপূর্ণতা খ প্রভাব বিস্তার
গ অব্যাহতি প্রদান ঘ অভিভাবন

৫. সমান দূরত্ব বিশিষ্ট মানকের জন্য স্কেলের কয়টি প্রান্ত থাকে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি

৬. ফুটবুল স্কেলের অভিমতগুলোকে কয়টি বিভাগে ভাগ করতে বলা হয়?
ক ৫টি খ ৮টি
গ ১১টি ঘ ১৩টি

৭. কোন ক্ষেত্রে সত্যিকার তথ্যের কোনো বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় না?
ক আগ্রাসন খ দ্বন্দ্ব
গ বদ্ধমূল ধারণা ঘ পূর্বসংস্কার

৮. নিচের কোনটি মনগড়া মনোভাব দ্বারা পরিচালিত?
ক মতামত খ বদ্ধমূল ধারণা
গ পূর্বসংস্কার ঘ প্রকল্প

৯. পূর্বসংস্কার হ্রাস করার উপায় হলো—
i. আইন প্রণয়ন
ii. গণমাধ্যম
iii. বিবাদমান দলের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. পূর্বসংস্কার শিক্ষণ কোন দলের সদস্যের প্রধান ভূমিকা পালন করে?
ক মুখ্য দল খ গৌণদল
গ মাধ্যমিক দল ঘ প্রাথমিক দল

১১. পূর্বসংস্কার কমিয়ে আনতে কী ধরনের শিক্ষার প্রচলন করা দরকার?
ক বয়স্ক শিক্ষা
খ কারিগরি শিক্ষা
গ আন্তঃসম্পকীয় শিক্ষা
ঘ আন্তঃকৃষ্টিমূলক শিক্ষা

১২. জাতিগত মনোভাবের মধ্য দিয়ে যে পূর্বসংস্কারের বিকাশ ঘটে সে ক্ষেত্রে ক্লার্ক কয় ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাজ্জাদেরা তিন ভাই। সাজ্জাদ তার বন্ধুদের সাথে ঢাকায় আসে কাজের সন্ধানে। ঢাকায় এসে তার আচরণে কিছুটা বোকামি প্রকাশ পেলে, তার বন্ধুরা সাজ্জাদের ভাইদের প্রকৃত তথ্য না নিয়ে তাদেরকেও বোকা ভাবতে থাকে।

১৩. সাজ্জাদের ভাইদের সম্পর্কে বন্ধুরা কোন ধারণাটি পোষণ করে?
ক পূর্বসংস্কার খ বদ্ধমূল
গ সংস্কার ঘ কুসংস্কারাচ্ছন্ন

১৪. উদ্দীপকে যে ধারণাটি প্রকাশ পায় তার বৈশিষ্ট্য—
i. শ্রেণিভুক্তকরণ
ii. গুণাবলি আরোপ মতৈক্য
iii. নতুন অবহিতি সংযোজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. সামাজিক দূরত্ব মানকটি কখন কোন তৈরি করা হয়?
ক ১৯২১ খ ১৯২৬
গ ১৯২৮ ঘ ১৯৩১

১৬. সমান দূরত্ব বিশিষ্ট মানকটি কে তৈরি করেন?
ক মার্স্টোন খ বোগার্ডাস
গ লিকার্ট ঘ নিউকোম্ব

১৭. ফুটবুল স্কেলে মাত্রা অনুযায়ী কত পর্যন্ত লেখা থাকে?
ক এক থেকে আট ইঞ্চি
খ এক থেকে দশ ইঞ্চি
গ এক থেকে এগার ইঞ্চি
ঘ এক থেকে বার ইঞ্চি

১৮. থার্স্টোন মানকের বিচারকগণ সংগৃহীত অভিমতগুলোকে রাখবে—
i. অনুকূলগুলো A কাগজের টুকরায়
ii. প্রতিকূলগুলো K কাগজের টুকরায়
iii. নিরপেক্ষগুলো F কাগজের টুকরায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. কোন ধরনের শিক্ষণ শিশুর এক বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায়?
ক একাত্মীভাবনমূলক
খ অনুকরণ শিখন
গ আদর্শ প্রতীক শিখন
ঘ সহায়ক শিখন

২০. অনুকরণ শিক্ষণ হলো একটি জন্মগত প্রবৃত্তি। মনোবিজ্ঞানী জেরাম কাগান এটিকে কোন ধরনের শিখন প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেন?
ক একাত্মীভাবনমূলক
খ অনুকরণ শিখন গ আদর্শ প্রতীক শিখন
ঘ সহায়ক শিখন

২১. মনোভাব গঠনের ক্ষেত্রে কয় ধরনের একাত্মীভাবন লক্ষ করা যায়?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

২২. মনোভাব গঠনে একাত্মীভাবন প্রক্রিয়া হলো—
i. আদর্শ-প্রতীক শিক্ষণ
ii. ভূমিকা শিক্ষণ iii. অনুকরণ শিক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. থার্স্টোন পদ্ধতিতে প্রথমেই দেখতে হবে যে বিচারক বিচার্য বিষয়ে কী থেকে মুক্ত?
ক পক্ষপাতদুষ্ট খ সংস্কারমুক্ত
গ নিরপেক্ষ ঘ অভিমত

২৪. কোন মানকের নিরপেক্ষ অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত সঠিকভাবে চিহ্নিত থাকে?
ক লিকার্ট মানক খ সামাজিক দূরত্ব মানক
গ থার্স্টোন মানক ঘ ভারসাম্য মানক

২৫. যোগকৃত মূল্যায়ন মানক কোনটি?
ক থার্স্টোন মানক খ লিকার্ট মানক
গ বোগার্ডাস মানক ঘ সামাজিক দূরত্ব মানক

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ
	১৪	ক	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ		

সেট-২

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ
	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ		

প্রশ্ন ▶ ১ মনোভাব হলো একটি "প্রস্তুতিমূলক সক্রিয়তা" যা ক্ষুধা, তৃষ্ণার মতোই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। মানুষ চারপাশের বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মনোভাব গড়ে ওঠে।এটিতার জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একই বিষয়ের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে। নেতিবাচক ধারণার ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে কম তথ্যনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য ধারণা গঠন করে। বাস্তবে এসব ধারণা প্রকৃত তথ্য থেকে অনেকটা ভ্রান্ত ও ভিন্ন হয়ে থাকে। জাপানিরা পরিশ্রমী, ইহুদিরা কৃপণ, বাঙালিরা বুদ্ধিমান ইত্যাদি এরূপ ধারণার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. রস স্ট্যাগনারের মতে মনোভাব গঠনের শর্ত কয়টি? ১

খ. মনোভাব গঠনে করণ শিক্ষণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে বর্ণিত মনোভাবের উপাদানগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক উদ্দীপকের শেষাংশের ধারণাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রস স্ট্যাগনারের (Ross Stagner) মতে মনোভাব গঠনের শর্ত চারটি।

খ ব্যক্তির মনোভাব গঠনে করণ-শিক্ষন (Operant Conditioning) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
অন্যান্য সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মতো ব্যক্তির মনোভাব গঠনেও করণ-শিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল বক্তব্য হলো সন্তুষ্টি বা পুরস্কার লাভ। কোনো ইতিবাচক সাড়া প্রদানের ফলে প্রাণীকে পুরস্কৃত করা হলে তার আচরণের মাত্রা বেড়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো শিশুকে যদি বলা হয়, সত্য বললে সে চকলেট পাবে এবং মিথ্যা বলার কারণে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে, তাহলে দেখা যাবে ঐ শিশুটি চকলেট পাওয়ার জন্য সত্য কথা বলছে। এখানে করণ-শিক্ষণ ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে মনোভাবের অবহিতিমূলক, অনুভূতিমূলক এবং ক্রিয়ামূলক উপাদানের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের মাঝে ক্ষুধা, তৃষ্ণার মতো মনোভাবও বিরাজ করে। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনোভাবকে দৈহিক প্রস্তুতি এবং স্নায়ু ও পেশিতন্ত্রের কর্মপ্রবণতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ মানসিক প্রস্তুতি বলেও উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, কোনো বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ রীতিকেই মনোভাব বলা হয়। মনোভাবের উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- চিন্তা, বিশ্বাস, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা নিয়েই মনোভাব গঠিত হয়। উদ্দীপকের প্রথমাংশে মনোভাবের যে বিভিন্ন উপাদানের কথা বলা হয়েছে, তা তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন-
(ক) জ্ঞান বা অবহিতিমূলক উপাদান, যা কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানকেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ, মনোভাব সম্পর্কিত ভালো বা মন্দ, অনুকূল বা প্রতিকূল অথবা কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত লক্ষণই হলো মনোভাবের জ্ঞান বা অবহিতিমূলক উপাদান।
(খ) অনুভূতিমূলক উপাদান, বলতে মনোভাবের সাথে জড়িত আবেগকে নির্দেশ করে। মূলত এ আবেগের ওপর ভিত্তি করেই মনোভাবের বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ গড়ে ওঠে। যেমন ক্লাসে কোনো শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ইতিবাচক মনোভাব হলো ঐ শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের আবেগের বহিঃপ্রকাশ।
(গ) এছাড়াও মনোভাবের ক্রিয়ামূলক উপাদান রয়েছে যা মনোভাব সম্পর্কিত ব্যক্তির সকল আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ব্যক্তির মনোভাব ইতিবাচক হলে ব্যক্তি ঐ মনোভাবকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হলে ব্যক্তি তার ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন করে।

ঘ উদ্দীপকের শেষাংশে 'বদ্ধমূল ধারণা'র বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
বদ্ধমূল ধারণা নেতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। ব্যক্তি প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল ধারণা বিশেষভাবে কাজ করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের কতকগুলো বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে, যার কারণে আমরা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কম তথ্যনির্ভর ও অবিশ্বাস্য রকমের ধারণা করে থাকি। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর শুধুমাত্র শ্রেণিভুক্তিকরণের ভিত্তিতে গুণাবলি আরোপ করাকে বদ্ধমূল ধারণা বলে। বাস্তবে এ ধরনের ধারণার সাথে প্রকৃত তথ্য অনেকটা ভ্রান্ত ও ভিন্ন হয়ে থাকে। উদ্দীপকের শেষে জাপানি, ইহুদি এবং বাঙালি জাতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে বদ্ধমূল ধারণার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় উদ্দীপকের শেষাংশে বদ্ধমূল ধারণার কথা বলা হয়েছে। এই বদ্ধমূল ধারণা মূলত শ্রেণিভুক্তিকরণ, গুণাবলি আরোপ মতৈক্য এবং প্রকৃত ও আরোপিত গুণাবলির পার্থক্য এই তিনটি বিশেষ বেশিষ্ট্যকে ধারণ করে। শ্রেণিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দলের অনেক গুণাবলির মধ্যে বিশেষ কিছু শারীরিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে শনাক্ত করা হয় এবং অন্য গুণাবলিকে অবজ্ঞা করা হয়। শ্রেণিভুক্তিকরণের ফলে একই শ্রেণির অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ কতগুলো বিশেষ সংলক্ষণের অধিকারী বলে প্রত্যক্ষণকারীদের মধ্যে একটা মতৈক্য গড়ে ওঠে। যেমন- বাঙালিরা ভোজনপ্রিয়, অলস ও অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত। পক্ষান্তরে নিগ্রোরা অলস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি। এভাবে কিছু গুণাবলি আরোপের ভিত্তিতে মতৈক্য সৃষ্টি করা হয়। বদ্ধমূল ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তা প্রায় সময়ই ভ্রান্ত হয়ে থাকে কেননা কতিপয় বিশেষ

গুণাবলির আড়ালে ব্যক্তির অন্যান্য গুণাবলিগুলো ম্লান হয়ে যায়। যেমন- একজন তাঁতী বোকামি করেছে বলে ঐ সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিকে বোকা ভাবা ঠিক না। কিন্তু ঐ ভুলটিই অর্থাৎ প্রকৃত ও আরোপিত গুণাবলির পার্থক্যই বদ্ধমূল ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, বদ্ধমূল ধারণা প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে অনেকটা অনুমাননির্ভর, ভ্রান্ত ধারণারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ২ আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক ফারদিন সাহেব একদিন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, মনোভাব ও মতামত এক জিনিস নয়। একটি হলো কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির স্থায়ী প্রবণতা। অপরটি হলো এই স্থায়ী প্রবণতার ক্ষণস্থায়ী বাচনিক প্রকাশ। *◀ শিখনফল: ২*

ক. মনোভাবের প্রধান উপাদান কয়টি? ১

খ. ব্যক্তির চাহিদা পূরণ মনোভাব গঠনে কীভাবে কাজ করে? ২

গ. ফারদিন সাহেব এর বক্তব্যের আলোকে মনোভাব ও মতামতের যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তা বিশদ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ফারদিন সাহেব এর বক্তব্য মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোভাবের প্রধান উপাদান তিনটি।

খ চাহিদা পূরণ ব্যক্তির মনোভাব গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

যে ব্যক্তি বা বস্তু ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সহায়তা করে তার প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। আর যা ব্যক্তির মনোভাব গঠনে বাধার সৃষ্টি করে তার প্রতি তার প্রতিকূল মনোভাব গড়ে ওঠে। যেমন: ডাক্তারের প্রতি রোগীর অনুকূল মনোভাব পাওয়া যায় যদি ডাক্তারের পরামর্শে রোগটি সেরে যায়। কিন্তু যদি রোগটি না সারে তাহলে ডাক্তারের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব গড়ে ওঠে।

গ ফারদিন সাহেব এর বক্তব্যের আলোকে মনোভাব হলো কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির স্থায়ী প্রবণতা। অন্যদিকে মতামত হলো এই স্থায়ী প্রবণতার ক্ষণস্থায়ী বাচনিক প্রকাশ।

মনোভাব হলো কোনো ধারণা, প্রত্যয় বা বিশ্বাস। অপরপক্ষে, মতামত হলো মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম বা বিশেষ পন্থা। মনোভাবে আবেগের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও, মতামত অনেকাংশে আবেগমুক্ত হয়ে থাকে। মনোভাবের ক্ষেত্রে অনুভূতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও, মতামতের ক্ষেত্রে অনুভূতির তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ মনোভাবে অনুভূতি বর্তমান থাকে। অপরপক্ষে মতামতে অনুভূতি অনুপস্থিত থাকে।

সাধারণত আমরা যা বিশ্বাস করি তার প্রস্তুতি হলো মনোভাব। অপরপক্ষে, মতামত হলো আমরা যা বিশ্বাস বা ধারণা করি তার প্রকাশ, যার কোনো প্রমাণ হয়তো দেয়া যাবে না। মনোভাবের বাহ্যিক শব্দগত প্রকাশই হচ্ছে মতামত অর্থাৎ মনোভাব মতামতের আকারে ব্যক্ত হয়। এদিক থেকে বলা যায়, মতামত হলো একটি বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি মনোভাবের বাচনিক প্রতিক্রিয়া।

ঘ ফারদিন সাহেব এর বক্তব্যে মনোভাব ও মতামত প্রকাশ পেয়েছে। মনোভাব হলো কোনো বিষয়, বস্তু বা পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির একটি বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি। যা তার পারিবারিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তৈরি হয়। এই মানসিক প্রস্তুতি কখনো অনুকূল আবার কখনোবা বিরূপ হতে পারে। মনোভাব মূলত ব্যক্তির মানসিকতায় নিবিড়ভাবে গ্রথিত বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রদানের প্রবণতা, যা চেতন ও অবচেতন মনে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

অপরপক্ষে, মতামত হলো কোনো বিষয়, বস্তু বা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া প্রদানের যে মানসিক প্রস্তুতি বা মনোভাব তার বহিঃপ্রকাশ। মতামত মূলত ব্যক্তির আচরণ বা অভিমতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ বা ব্যক্ত হয়।

মতামত কখনো মৌখিক উক্তি বা আচরণগত প্রতীক আকারে প্রকাশ বা ব্যক্ত হয়। মোট কথা মতামত হলো ব্যক্তির মনোভাব প্রকাশ বা ব্যক্ত করার একটি বিশেষ পন্থা। পারিবারিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত রীতি-নীতি মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে মনোভাবের মতো মতামতও প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি তার মনোভাবের মতো মতামতের মধ্য দিয়ে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুকূল আবার কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে বিরূপ অভিমত বা আচরণ প্রকাশ করতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, একজন ব্যক্তির মতামত একটি বিষয় সম্পর্কে অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। মনোভাব ও মতামত এ দুটি ধারণা সাধারণভাবে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে মনোভাব ও মতামত এক জিনিস নয়। মনোভাব হলো কোনো আচরণ করার প্রবণতা আর মতামত হলো মনোভাবের বাচনিক প্রকাশ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৩ হীরানগরের দুটি প্রভাবশালী বংশ হলো খান এবং চৌধুরী বংশ। বহু বছর পূর্ব থেকেই এ বংশ দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। গত বছর এ দ্বন্দ্ব নিরসনে খান বংশের মিসেস খান এবং চৌধুরী বংশের আনোয়ার চৌধুরী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তারা নিজেদের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহের বন্ধন তৈরি করে দেন। এ ঘটনার সূত্র ধরে বর্তমানে এ দুই বংশের মধ্যে দূরত্ব কমে আন্তরিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. Prejudice শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ১

খ. পূর্বসংস্কার বলতে কী বোঝ? ২

গ. চৌধুরী এবং খান বংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে পূর্বসংস্কার হ্রাসের কোন উপায়টিকে গ্রহণ করা হয়েছে? ৩

ঘ. খান এবং চৌধুরী বংশের মধ্যে বিদ্যমান পূর্বসংস্কার হ্রাসে প্রাসঙ্গিক যৌথ প্রচেষ্টা কোনো ভূমিকা রাখতে পারত কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

চতুর্থ অধ্যায়

আচরণের ওপর পরিবেশের প্রভাব

প্রশ্ন ▶১ মি. 'X' ১৯৭১ সালে ১ নং সেক্টর অঞ্চল চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন তিনি নিজস্ব মেধা এবং যুদ্ধের সুনিপুণ কলা-কৌশল অবলম্বন করে বহু সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য নিধন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার উক্ত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে পুরস্কার, মেডেল এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে খুব সামান্য কারণেই তিনি অন্যের ওপর উগ্রভাব প্রকাশ করতেন এবং আক্রমণ করতে উদ্ধত হতেন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. কৃষ্টির অপর নাম কী? ১
খ. যৌন হয়রানির গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করো। ২
গ. মি. 'X'-এর উগ্রভাব কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মতো উগ্রভাব সৃষ্টিকারী আর কোনো উৎস রয়েছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষ্টির অপর নাম সামাজিক উত্তরাধিকার।

খ যৌন হয়রানি একটি সামাজিক ব্যাধি যা বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে।
পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যৌন হয়রানির অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, নারীকে পণ্য ও ভোগ্যবস্তু মনে করা, পর্ন ও নীল ছবির ছড়াছড়ি, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব যৌন হয়রানির প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া শিশুর মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অ-সচেতনতা, বেকারত্ব ও অশিক্ষা, অসৎসজ্গা, মাদকাসক্তি, লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি যৌন হয়রানির উল্লেখযোগ্য কারণ।

গ উদ্দীপকে মি. 'X' এর উগ্রভাবসম্পন্ন আচরণকে আগ্রাসন বলে যা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী মায়ারস এর মতে, "আগ্রাসন হলো কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আক্রমণাত্মক আচরণ।" আগ্রাসন যখন ধ্বংসের রূপ নেয় এবং জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তখন তা সন্ত্রাসের রূপ নেয় এবং স্বভাবতই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ধ্বংসাত্মকই হয়ে থাকে। সুতরাং, আগ্রাসন সমাজে এমন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।
উদ্দীপকের মি. 'X' এর মতো ব্যক্তিদের আগ্রাসনমূলক আচরণ প্রতিরোধে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন-রাহাজানি, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রচলিত আইনের আওতায় অপরাধীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা হলে তা সকলের মনে ভীতির সৃষ্টি করবে এবং সকলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবে। অনেক সময় আগ্রাসনের উদ্রেক হলে দ্রুত তার প্রতিকূলে অন্য কাজে মনোনিবেশ করে আগ্রাসন এড়িয়ে চলা যায়। এক্ষেত্রে ছোট বেলা থেকে সহমর্মিতার শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে সন্ত্রাস সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলার অনুশীলনই বড় প্রতিরোধ ব্যবস্থা হতে পারে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত 'সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া' ছাড়াও আগ্রাসনের আরও কতিপয় উৎস রয়েছে যা ব্যক্তির মধ্যে ভয়ংকর আগ্রাসন বা আক্রমণাত্মক আচরণ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন— ১. জন্মগত প্রবৃত্তি; ২. আগ্রাসী নোদনা; ৩. উসকানি ও ৪. বিফলতা।
আগ্রাসন একটি জন্মগত প্রবৃত্তি, যা জন্মসূত্রেই মানুষের মধ্যে এসেছে। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানুষের মধ্যে জীবন প্রবৃত্তি ও মরণ প্রবৃত্তি নামক দু'ধরনের প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। মরণ প্রবৃত্তির কারণে মানুষ আক্রমণাত্মক আচরণ, ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণ, নির্যাতন- এক কথায় সর্বপ্রকারের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে ব্যক্তির মধ্যে আঘাত করার তাগিদ সৃষ্টি হয়। যেমন- বাড়িতে ঝগড়া করার ফলে ক্লাসে গিয়ে শিক্ষক অযথা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বকা-ঝকা করে ফেলে। এছাড়াও সামান্য শারীরিক বা বাচনিক উসকানি থেকে আগ্রাসী আচরণের উদ্ভব হয়। ব্যক্তির লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা আসলে তার মধ্যে আগ্রাসীভাব দেখা দেয়। বিফলতা সর্বদাই কিছু আগ্রাসনের জন্ম দেয় এবং আগ্রাসন সব সময়ই কিছু বাধা বা বিফলতা থেকে উৎসারিত হয়।
পরিশেষে বলা যায়, মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যা তাকে হতাশ করে তোলে। আর এই হতাশা ব্যক্তি মনে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা থেকে সে আগ্রাসী আচরণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶২ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন যে, আজ আমরা যা তা হচ্ছে হাজার বছর ধরে বাঙালি সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, মনোভাব, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুরই ক্রম বিকাশমান পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এক সমন্বিত রূপ, যা বংশপরম্পরায় আমাদের সামাজিকতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. আগ্রাসন কাকে বলে? ১
খ. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কী ভূমিকা রাখতে পারে? ২
গ. অধ্যাপক রমেশ চন্দ্রের বক্তব্য মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর অধ্যাপক রমেশ চন্দ্রের উল্লিখিত বিষয়টির প্রভাব যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কখনো অন্যকে খুশি করতে, কখনো বা প্রতিশোধ অথবা আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি, দেশ বা জাতিকে আঘাত করা বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আচরণকেই আগ্রাসন বলে।'

খ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মশালা পরিচালনা করতে হবে।
যৌন হয়রানিমূলক আচরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করতে হবে। কোনো প্রকার যৌন হয়রানিমূলক কাজে যেন কোনো

ছাত্র বা শিক্ষক জড়িত হতে না পারে সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সবাইকেই সচেতন থাকতে হবে।

গ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র শ্রেণিকক্ষে যে বিষয়টি নিয়ে পড়াচ্ছিলেন সেটি হলো কৃষ্টি। নিম্নে কৃষ্টিকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হলো:
কৃষ্টি হলো সমাজে প্রচলিত নিয়মগুলোর সমষ্টিগত রূপ যা পরিবর্তনশীল। তবে এর পরিবর্তন খুব মন্থর গতিতে হয়। এটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে সমাজে গড়ে ওঠে। কৃষ্টি পূর্বপুরুষ থেকে বংশপরম্পরায় আমাদের ওপর বর্তায়। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যে সমস্ত রীতি-নীতি, জীবন পদ্ধতি পাই তার সাথে আমরা নতুন কিছু যোগ করি। গোল্ডসমিডের (১৯৫৪) মতে, "কৃষ্টি মানুষের সকল আচরণের একটি সামগ্রিক রূপ যা জীবনযাপনের বিভিন্ন উপাদানকে একসূত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রথিত করে।"
ক্রোয়েবার (১৯৪৮)-এর মতে, "কৃষ্টি হলো এক ধরনের শিক্ষালব্ধ আচরণ যাকে সকল সদস্যই নিজের বলে মনে করে এবং বাহ্যিক আচরণে সেরূপ প্রকাশ করে।"
কৃষ্টি শুধু সামাজিক প্রথা নয়। কোনো সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, মনোভাব, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছু মিলেই হলো কৃষ্টি। বংশপরম্পরায় এ ধারাটি প্রবাহমান থাকে বলে এ কৃষ্টির আর একটি নাম সামাজিক উত্তরাধিকার।

ঘ অধ্যাপক রমেশ কৃষ্টি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়াচ্ছিলেন। নিম্নে ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো।
মার্গারেট মিড ও রুথ বেনেডিক্ট প্রমুখ ব্যক্তিত্বের ওপর কৃষ্টির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। মার্গারেট মিড নিউগিনির আরাপেশ, মুন্ডুগুমর ও চাম্বুলী নামক উপজাতি নিয়ে গবেষণা করে পান যে, আরাপেশ সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আদর্শ হচ্ছে নারীসুলভ আচরণ যেমন— সহযোগিতা, নম্রতা ও প্রতিবেদনশীলতা ইত্যাদি। আবার মুন্ডুগুমর নারী-পুরুষেরা পুরুষসুলভ গুণাবলির পূজারী। যেমন আগ্রাসী, নির্দয় ও যৌনবিষয়ে বাধা-বন্ধনহীন। আর চাম্বুলী সমাজে স্ত্রীরা ছিল বেশি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল এবং পুরুষরা ছিল নিষ্ক্রিয় ও স্ত্রীদের ওপর নির্ভরশীল। এই তিন উপজাতির ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতিগত উত্তরাধিকার অভিন্ন। রুথ বেনেডিক্ট, জুনি, ডবু ও কোয়াকিটলদের ওপর গবেষণা করে দেখতে পান যে, জুনি সম্প্রদায়ের আদর্শ হচ্ছে অমায়িকতা, ভদ্রতা ও লৌকিকতা রীতিগত নিয়মের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ও ভদ্র জীবনযাপনই জুনি সমাজের আদর্শ। ডবু সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও আগ্রাসী বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন। কিন্তু কোয়াকিটল সম্প্রদায়ের লোকজন উদ্বেগপরায়ণ, সন্দেহবাতিক ও অপরের প্রতি আস্থাহীন হওয়া প্রভৃতি লক্ষ করা গেছে। এর কারণ হিসেবে বেনেডিক্ট শনাক্ত করেছেন যে, কোয়াকিটলদের শিশুরা মায়ের স্নেহোত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয়।
শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালের ওপর কৃষ্টির প্রভাব সর্বাধিক। আরাপেশ সমাজে শিশুরা মাতার কাছ থেকে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পায়। তাই পরবর্তীতে তারা নম্র ও সহযোগিতাপ্রবণ হয়ে থাকে। এরই অভাবে মুন্ডুগুমর শিশুরা উগ্র ও প্রতিযোগিতাপ্রিয় হয়।
যে সমাজে শিশুর শয্যামূত্রকে অপরাধ গণ্য করে এজন্য শিশুকে শাস্তি দেবার বিধান থাকে, সে সমাজের শিশুরা স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়, কখনো কখনো একগুঁয়ে ও বদমেজাজি হয়। কখনো আবার পরিচ্ছন্নতা বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
সুতরাং বলা যায় যে, বিভিন্ন সমাজের পারিবারিক রীতি-নীতি, শিশু প্রতিপালনের ধরন প্রভৃতির পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পুরুষ ও নারীদের ব্যক্তিত্বে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶৩ বস্তি এলাকার ছেলে ইয়ামিন। অনেক সময় সে হাসি ঠাট্টাতেও রেগে যায়। সে তার মতামতকেই একমাত্র সঠিক মনে করে, যারা তার মতামতের বিরোধিতা করে তাদেরকে সে ভ্রান্ত ও শাস্তির যোগ্য মনে করে। এই মনোভাবের জন্য সে অনেকবার অন্যদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিল। প্রতিবারই তার বাবা তাকে তিরস্কার করেছেন এবং বলেছেন যে, সমাজে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কঠিন আচরণের বিকল্প পদ্ধতিও আছে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. জুনি, ডবু, কোয়াকিটল কী? ১
খ. সামাজিক পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ঘটে? ২
গ. ইয়ামিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপাদানের মনোবৈজ্ঞানিক বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ইয়ামিনের আগ্রাসী আচরণ কমাতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জুনি, ডবু, কোয়াকিটল হলো নিউ মেক্সিকোর তিনটি আদিম উপজাতি গোষ্ঠী।

খ সামাজিক পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানি ঘটে।

সামাজিক পর্যায়ে যৌন হয়রানি যেমন- পাবলিক বাস, ট্রেন, ফুটপাত, বাজার, মার্কেট, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে হয়রানি, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হয়রানি, প্রযুক্তির দ্বারা বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়রানি, রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা ইভ টিজিং ইত্যাদি। নারীরা চলার পথে রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ, চাপ, খোঁচা, চিমটি কাটা, উত্ত্যক্ত করা, অশ্লীল মন্তব্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়।

গ ইয়ামিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আগ্রাসনমূলক আচরণ কাজ করছে। এটি বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হতে পারে। যেমন—
ঘনবসতি: ইয়ামিন বস্তি এলাকায় বাস করে। আগ্রাসী আচরণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ঘনবসতি। কারণ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অপরাধপ্রবণতা ও আগ্রাসী আচরণের মাত্রা অধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায়। মনোবিজ্ঞানী ফ্লেমিং এক গবেষণায় উল্লেখ করেন, অধিক ঘনবসতিপূর্ণ শহর অঞ্চল বা বস্তি এলাকার ব্যক্তিদের মধ্যে তুলনামূলক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও আক্রমণাত্মক আচরণের পরিমাণ অনেক বেশি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, ঘনবসতি মানুষের মেজাজকে অস্বস্তিতে রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ব্যক্তির নিজের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তা নষ্ট হয়, ফলে ব্যক্তি আক্রমণাত্মক আচরণ প্রদর্শন করে।
মাদকদ্রব্য: আগ্রাসী আচরণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হলো মাদকদ্রব্য গ্রহণ। কারণ মাদকদ্রব্য গ্রহণ ব্যক্তির শারীরিক উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে; যার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক আচরণ লক্ষ করা যায়।

ঘ আগ্রাসী আচরণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের এক ধরনের বিশেষ সংলক্ষণ হলেও এটি ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের সুখ-শান্তিকে অনেকাংশে বিনষ্ট করে। তাই ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে আগ্রাসী আচরণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন।
১. ইয়ামিনের আগ্রাসী আচরণের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান বা শাস্তি প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করলে তার আগ্রাসী আচরণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সেটা হতে পারে তিরস্কার বা ভয়-ভীতি, হতে পারে অসহযোগিতা বা অবজ্ঞা, হতে পারে শারীরিক শাস্তি ইত্যাদি। ব্যারন উল্লেখ করেন যে, শাস্তি, ভীতি সীমিত আকারে হলেও ব্যক্তির আগ্রাসী আচরণকে অনেকাংশে হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করে।
২. ঘনবসতি মানুষের মেজাজকে অস্বস্তিতে রাখে। সুতরাং, বসতি বা নগর পরিকল্পনায় বসতির ঘনত্বকে কমাতে পারলে ইয়ামিনের আগ্রাসী আচরণকে অনেকাংশে হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩. মদ বা মাদকদ্রব্য সরাসরি ব্যক্তির মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে এবং তাকে উত্তেজিত করে; যার ফলে ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক আচরণ দেখা যায়। সুতরাং, মদ বা মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রের সহজ প্রাপ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির আগ্রাসী আচরণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৪. কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইয়ামিনের মধ্যে সহমর্মিতার মনোভাব তৈরি করতে পারলে তার মধ্যে আগ্রাসী আচরণের প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে বা হ্রাস পাবে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶৪ সানজিদা রহমানের ছেলেটি অনেকদিন ধরে সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করছিল। এতে সকলে তার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করে। তার বাবা তাকে ধমক দেন এবং এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। সকলের বিরক্তি, বাবার ধমক এবং নির্দেশের কারণে ছেলেটি মনে মনে কষ্ট পায়। ফলে সে নিজের খারাপ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। *◀ শিখনফল: ১*

ক. কত প্রকার পারিবারিক সম্পর্ক শিশুর সামাজিকীকরণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে? ১

খ. শিশুর সামাজিকীকরণে পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ২

গ. সানজিদা রহমানের ছেলেটির আচরণ পরিবর্তনে সামাজিকীকরণে কোন প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সানজিদা রহমানের ছেলের আচরণ পরিবর্তনে সামাজিকীকরণের পর্যবেক্ষণগত শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি কোনো ভূমিকা রাখতে পারত কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিন প্রকার পারিবারিক সম্পর্ক শিশুর সামাজিকীকরণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

খ শিশুর সামাজিকীকরণে পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর হওয়া দরকার পিতামাতাও তার সন্তানকে সবসময় আদর করেন।

পিতামাতা ও শিশুর সম্পর্ক যদি ভালো না হয়, তাহলে শিশুর সামাজিকীকরণ হয় না। শিশুর প্রতি কঠোর না হওয়া বা 'লাই' না দেওয়া থেকে বিরত থেকে তাদের প্রতি পিতামাতার সুষম আচরণ হওয়া দরকার।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সামাজিকীকরণের কারণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সামাজিকীকরণের পর্যবেক্ষণগত শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৫ সাবিহা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। দেখতে সুন্দর হওয়ায় প্রায়ই বখাটে ছেলেরা তার পিছু নেয়। কিছুদিন আগে থেকে বিভিন্ন নম্বর থেকে তার মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ মেসেজ এবং মিসকল আসছে। এ ব্যাপারে সন্দেহভাজন দুটি ছেলেকে বুঝিয়ে সে সতর্ক করতে চাইল। কিন্তু ছেলে দুটি তার সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে এবং অশালীন কিছু মন্তব্য করে চলে গেল। *◀ শিখনফল: ২*

ক. হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালার কত ধারায় যৌন হয়রানির প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে? ১

খ. 'প্রথা সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাবিহার প্রতি বখাটে ছেলেদের আচরণকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আচরণ নারীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে তুমি মনে কর কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালার ৪ ধারায় যৌন হয়রানির প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

খ প্রথাকে সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক মনে করা হয়। সমাজব্যবস্থা থেকেই প্রথার সৃষ্টি হয় এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। প্রথার মাধ্যমেই সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুরুষানুক্রমে অর্জিত ও সঞ্চারিত হয়। যারা সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে চায় তারাই প্রথাবিরোধী এবং তারা সমাজে মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ যৌন হয়রানি কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ যৌন হয়রানির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. ব্যক্তিত্বের ওপর কোনটির প্রভাব অনস্বীকার্য?
ক প্রথা খ কৃষ্টি
গ শিক্ষা ঘ আইন

২. শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুরা কোন শিক্ষণ লাভ করে?
ক করণ শিক্ষণ খ প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ
গ ভূমিকা শিক্ষণ ঘ সরাসরি শিক্ষণ

৩. সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ কোনটি?
ক বিদ্যালয় খ খেলার সাথি
গ পরিবার ঘ ধর্মীয় শিক্ষা

৪. আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত কার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে?
ক বাবা-মার খ ধর্মীয় শিক্ষকদের
গ মৌলভীদের ঘ ভাই-বোনের

৫. পূর্বপুরুষ থেকে বংশ পরম্পরায় আমাদের ওপর যা বর্তায়–
i. কৃষ্টি
ii. সামাজিক উত্তরাধিকার
iii. সমাজীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. যৌন হয়রানি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির কী দ্বারা পরিচালিত হয়?
ক ইচ্ছা খ আবেগ
গ অনুভূতি ঘ শিক্ষণ

৭. হাইকোর্ট নীতিমালার কোন ধারায় যৌন হয়রানির কথা বলা হয়েছে?
ক ৪ খ ৭
গ ৯ ঘ ১১

৮. রাজু অফিসের বড় কর্মকর্তার বকা খেয়ে ফিরে এসে তার পিয়নকে অযথা ধাক্কা লাগায়। রাজুর এ ধরনের আচরণের জন্য দায়ী কোন উৎসটি?
ক জন্মগত প্রবৃত্তি খ আগ্রাসী নোদনা
গ উসকানি ঘ বিফলতা

৯. কোনটি উন্নত দেশের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ?
ক নারী ও শিশু নির্যাতন খ রাজনৈতিক স্বার্থে খুন
গ অপহরণ ঘ গুপ্তচর বৃত্তি

১০. কোনটি অনুন্নত দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ?

ক ব্যাংক ডাকাতি খ ব্ল্যাকমেইলিং
গ অপহরণ ঘ ফর্মুলা চুরি

১১. আগ্রাসনের কারণ হিসেবে শরিয়তত্ত্ববিদগণ কোনটিকে দায়ী করেছেন?
ক জীবন প্রবৃত্তি খ দৈহিক ভিত্তিকে
গ জৈবিক ভিত্তিকে ঘ মনোসামাজিক ভিত্তিকে

১২. আগ্রাসী আচরণ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কৌশল কোনটি?
ক শাস্তি প্রদান খ অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ
গ প্রেষায়িত শিক্ষণ ঘ ঘনবসতির নিয়ন্ত্রণ

১৩. সামঞ্জস্যের উপাদানগুলোকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

১৪. মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কেমন দলীয় চাপ অনুভব করে?
ক কম খ অধিক
গ মাঝামাঝি ঘ খুবই কম

১৫. আগ্রাসন প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য যে অনুশীলন কার্যকর—
i. সকলের প্রতি শ্রদ্ধা
ii. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ
iii. সহনশীলতার মনোভাব গড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. "অতি তাপমাত্রা ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক আচরণের উদ্রেক করে"— এটি কে উল্লেখ করেন?
ক বুল খ কার্লস্মিথ
গ এন্ডারসন ঘ পিসানো

১৭. সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে কোনটি?
ক পরিচ্ছন্ন শরীর খ সুঠাম দেহ
গ গাত্রবর্ণ ঘ পরিচ্ছন্ন পোশাক

১৮. আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মূল সূত্র কোনটি?
ক বন্ধুত্বে-বন্ধুত্বে আকর্ষণ
খ পারস্পরিক আকর্ষণ
গ পারস্পরিক বিকর্ষণ
ঘ নারী-পুরুষে আকর্ষণ

১৯. ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে যার মাধ্যমে—
i. কথাবার্তা ii. সাজ পোশাক
iii. আচার-আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ কে সুদৃঢ় করে?
ক স্নেহ ও ভালোবাসা খ নৈকট্য
গ পরিচিতি ঘ সাদৃশ্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
পিয়াস হিন্দু ও পিটার খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান। তারা দুজন একই শ্রেণিতে পড়ে। ভালো ছাত্র হিসেবে দুজনেই সকলের কাছে প্রশংসনীয়। দুজনই ভালো ছাত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে মেলামেশা, আদান-প্রদান ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

২১. উদ্দীপকে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক সামাজিকীকরণ খ আন্তঃব্যক্তিক বিকর্ষণ
গ আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ
ঘ সামঞ্জস্য

২২. উদ্দীপকে প্রকাশিত বিষয়ের নির্ণয়কারী উপাদান—
i. পরিচিতি ii. নৈকট্য
iii. স্নেহ ও ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. কোনটির কারণে আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ বাড়ে?
ক সাদৃশ্য থাকলে খ পরিচিতি হলে
গ কাছাকাছি থাকলে ঘ ভালোবাসা দিলে

২৪. সামঞ্জস্য কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কোনটির উদ্ভব ঘটে?
ক নতুন অভিজ্ঞতার
খ একত্রে কাজ করার
গ সামাজিক সংগঠনের
ঘ সামাজিক অনুষ্ঠানের

২৫. সামঞ্জস্যের মধ্যে কোনটি থাকার ইঙ্গিত বহন করে?
ক শত্রুতা প্রচ্ছন্ন খ বন্ধুতা প্রচ্ছন্ন
গ বোঝাপড়ার ঘ খাপ খাওয়ানোর

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১.▶ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র পলাশের জীবন ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল। সে দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে দেখল যে, সমাজে যারা প্রভাবশালী তারা প্রায় সবাই সাধারণের প্রতি খুবই নিষ্ঠুর। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই নির্দয়। তাদের এই নির্মম ও কঠোর মনোভাবের কারণে সমাজের সবাই তাদেরকে সমীহ করে। পলাশ তার বাবাকেও এই ধরনের প্রভাবশালীদের দ্বারা নিগৃহীত হতে দেখেছে। যদিও তার বাবাও খুব কঠিন মানসিকতার অধিকারী। পলাশ সেই থেকে নিজের মতামত ও উদ্দেশ্যকে যেকোনো মূল্যে প্রতিষ্ঠা করাকেই সফলতা মনে করে।
ক. নিউগিনির 'সামোয়া' উপজাতিদের জীবনযাত্রা নিয়ে কে গবেষণা করেন? ১
খ. শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুর সামাজিকীকরণে কী ভূমিকা রাখে? ২
গ. পলাশের চরিত্রের যে দিক ফুটে উঠেছে তার তিনটি কারণ বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. পলাশের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দাও। ৪

২.▶ অনিতা ও দীপ্তি দুজন পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী। দুই বছর আগেও কেউ কাউকে চিনত না। অথচ এই দুই বছরের মধ্যে তাদের মধ্যে কী প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অনিতার বাড়ি কুড়িগ্রামে, কিন্তু দীপ্তির বাড়ি বরিশাল জেলায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ভিন্ন বিষয়ে অনার্স করছে। তাদের মধ্যে এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কারণও আছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই হলের একই রুমে থাকে। তাদের দেহের গড়ন ও উচ্চতাও প্রায় একই রকম। উভয়ের পছন্দ-অপছন্দের এত মিল দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া কঠিন। অনিতার ইচ্ছা ছিল সে কম্পিউটার প্রকৌশল নিয়ে অনার্স করবে। কিন্তু এখন সে রসায়নে অনার্স করছে। কিন্তু দীপ্তি কম্পিউটার প্রকৌশলে অনার্স করছে।
ক. জুনি, ডবু, কোয়াকিটল কী? ১
খ. সামাজিক পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ঘটে? ২
গ. অনিতা ও দীপ্তির পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়ার বিষয়টিকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অনিতা ও দীপ্তির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়ার পেছনে দায়ী উপাদানগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ মি. 'x' ১৯৭১ সালে ১ নং সেক্টর অঞ্চল চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন তিনি নিজস্ব মেধা এবং যুদ্ধের সুনিপুণ কলা-কৌশল অবলম্বন করে বহু সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য নিধন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার উক্ত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে পুরস্কার, মেডেল এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে খুব সামান্য কারণেই অন্যের ওপর উগ্রভাব প্রকাশ করতেন এবং আক্রমণ করতে উদ্ধত হতেন।
ক. কৃষ্টির অপর নাম কী? ১
খ. যৌন হয়রানির দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ কর। ২
গ. মি. 'x'-এর উগ্রভাব কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মতো উগ্রভাব সৃষ্টিকারী আরও কোনো উৎস রয়েছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪. ▶ কোনো মানুষই একাকী বসবাস করতে পারে না। তাই সে নিজের এবং অন্যের প্রয়োজনে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলামেশা এবং ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এজন্য ব্যক্তি কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, আচার-আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে থাকে। আবার, একই সাথে অন্যরাও তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করুক সেটাও সে চায়। তবে ব্যক্তির প্রতি এরূপ আকর্ষণ প্রকৃতিগতভাবে পারস্পরিক এবং পরিবর্তনশীল।
ক. কৃষ্টি কাকে বলে? ১
খ. আগ্রাসনের উৎসগুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রকৃতির আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আকর্ষণ নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ আলোচনা করো। ৪

৫. ▶মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করার জন্য প্রত্যেক মানুষকে কতগুলো অনুমোদিত রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। মানুষ চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজের নির্ধারিত এসব নিয়ম-নীতি মেনে চলে। এসব নিয়ম-নীতি সমাজ থেকে উদ্ভাবিত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক. প্রথা কী? ১
খ. ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদত্ত উদ্দীপকে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর উক্ত বিষয়টির প্রভাব কতটুকু? তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ মাসুরা খাতুন একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে প্রতিদিন প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে কলেজে যায়। কলেজে যাওয়ার এবং আসার পথে প্রায়ই গ্রামের বখাটে আব্দুল্লাহ এবং তার দলের কয়েকটি ছেলেদের দ্বারা বিভিন্নভাবে কুপ্রস্তাবের শিকার হন। তারা মাসুরা খাতুনকে দেখলে শিস দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সে বিষয়টি সম্মানীয় ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলামকে জানালে তিনি বখাটেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ক. প্রথা বিরোধিতা কী? ১
খ. শিশুর সামাজিকীকরণে খেলার সাথির ভূমিকা উল্লেখ করা ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কীভাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আশরাফুল ইসলাম কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তুমি মনে কর? ৪

৭.▶ মনোবিজ্ঞানী আদিব চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আসলান চৌধুরী আজ সমাজে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেমনি তার ধার্মিকতা, তেমনি তার দানশীলতা ও পরোপকারিতা। তিনি বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সমাজের ধনী-গরীব সবার সাথে বিনয়ের সাথে মেলামেশা করেন। সমাজের মানুষও তাকে নিতান্ত আপনজন হিসেবে দেখে ও শ্রদ্ধা করে। আদিব চৌধুরীর ছেলের কথা ভেবে, নিজের জীবনকে সার্থক মনে হয়। এই ছেলেকে সেই ছোট থেকে তিলে তিলে বড় করে তুলতে তার পরিশ্রমের কমতি ছিল না। সেই ভাষা শিখানো থেকে শুরু করে ছেলের মধ্যে বিনয় ও দানশীলতা সৃষ্টি করতে কত না কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ক. আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ কী? ১
খ. 'সামঞ্জস্য' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আসলান চৌধুরী যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আসলান চৌধুরীর ক্ষেত্রে শিক্ষণের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোর অবদানের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ পুষ্পিতা তার বাড়ি থেকে ২ মাইল দূরবর্তী চন্দ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ত। বিদ্যালয়টি চন্দ্রপুর বাজারের নিকটে অবস্থিত। সে নিয়মিত হেঁটে বিদ্যালয়ে যেত। গত বছর তার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাবলির কারণে সে এখন আর বিদ্যালয়ে যায় না। গত বছরের প্রথম দিকে চন্দ্রপুর বাজারের কিছু বখাটে তার যাওয়া-আসার পথে তাকে অনুসরণ করত। তারা তাকে দেখলেই শিস দিত। বিভিন্ন অশালীন অঙ্গভঙ্গি করত। গত বছর চন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন পুষ্পিতার বাড়িতে রওনা দিতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সেদিনও বখাটেরা তার পিছু নিল। তাকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা বলতে লাগল। এক পর্যায়ে তাকে অপকর্মের প্রস্তাব করল। পুষ্পিতা বাড়িতে এসে লজ্জায় এ কথা কাউকে বলতে পারেনি। সে পরদিন থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

ক. আগ্রাসন কাকে বলে? ১
খ. সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিমূলক উপাদন ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পুষ্পিতার মনোসামাজিক বিকাশে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রভাব পর্যালোচনা করো। ৩
ঘ. পুষ্পিতার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. কোনটির মাধ্যমে শিশুর সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া ঘটে থাকে?
ⓚ সরাসরি শিক্ষাদান ⓚ প্রাসজ্গিক শিক্ষণ
ⓖ করণ শিক্ষণ ⓘ ভূমিকা শিক্ষণ

২. শিশু তার প্রথম জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে কোথায়?
ⓚ পরিবারে ⓚ বিদ্যালয়ে
ⓖ খেলার মাঠে ⓘ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে

৩. কাদের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক আচরণ গড়ে ওঠে?
ⓚ পিতামাতার ⓚ শিক্ষক-শিক্ষিকার
ⓖ ভাই-বোনের ⓘ খেলার সাথির

৪. নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা গঠনে কাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য?
ⓚ পিতামাতার ⓚ শিক্ষক-শিক্ষিকার
ⓖ সমবয়সীদের ⓘ ভাই-বোনের

৫. মৌলিক ব্যক্তিত্ব কাঠামো উত্থাপন করেন—
i. আব্রাহাম কার্ডিনার
ii. র‍্যালফ লিনটন
iii. রুথ বেনেডিক্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬. ইভ টিজিং শব্দটি মূলত নারীদের কী করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ মিসকল দেওয়া ⓚ পিছু নেওয়া
ⓖ উত্ত্যক্ত করা ⓘ শিস বাজানো

৭. যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য কোন সালে আদালতে একটি রিট আবেদন করা হয়?
ⓚ ২০০৭ সালে ⓚ ২০০৮ সালে
ⓖ ২০০৯ সালে ⓘ ২০১০ সালে

৮. মানুষের মধ্যেও প্রাণীর মতো এক ধরনের লড়াকু প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায়, যা তার জিনগত বৈশিষ্ট্য থেকে আসে— এটা কার উক্তি?
ⓚ লরেঞ্জ ⓚ মায়ার্স
ⓖ ফ্রয়েড ⓘ ডলার্ড

৯. আগ্রাসন সব সময়েই উৎসারিত হয় যেখান থেকে—
i. মরণ প্রবৃত্তি
ii. বাধা
iii. বিফলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০. কোন অঞ্চলের লোকেরা বেশি আগ্রাসী আচরণ প্রকাশ করে?
ⓚ শীতপ্রবণ ⓚ তাপপ্রবণ
ⓖ নাতিশীতোষ্ণপ্রবণ ⓘ হিমালয়প্রবণ

১১. আগ্রাসনের উপাদান হিসেবে যে বিষয়গুলো দায়ী—
i. উত্তাপ
ii. ঘনবসতি
iii. আঘাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১২. প্রাথমিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে কোনটি?
ⓚ নৈকট্য ⓚ পরিচিতি
ⓖ স্নেহ ও ভালোবাসা
ⓘ দৈহিক গড়ন ও চেহারা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
জুয়েল ও শামীম দুইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা একই গ্রামের মোড়ল ও মালী গোষ্ঠীর লোক। একদিন বাজারে হাসি ঠাট্টা করতে করতে তাদের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। তাদের দুজনের মধ্যে এ উত্তেজনা ধীরে ধীরে মোড়ল ও মালী গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক সংঘর্ষের রূপ নেয়।

১৩. উদ্দীপকে মোড়ল ও মালী গোষ্ঠীর সংঘর্ষের রূপকে কী বলে?
ⓚ আগ্রাসন ⓚ সন্ত্রাস
ⓖ পূর্বসংস্কার ⓘ সংঘর্ষ

১৪. উদ্দীপকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যেটা প্রকাশ পেয়েছে তার উৎস—
i. আগ্রাসী নোদনা
ii. বিফলতা
iii. সামাজিক শিক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৫. শাস্তিভীতি সীমিত আকারে হলেও ব্যক্তির আগ্রাসী আচরণকে অনেকাংশে হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করে"— এটা কে উল্লেখ করেন?

ক ব্যারন খ মায়ার্স
গ ফেসব্যাচ ঘ কাগান

১৬. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো
i. ব্যক্তির লিঙ্গ
ii. ব্যক্তির বয়স
iii. বুদ্ধিমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. "আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ হলো অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে ইতিবাচক অনুভূতি"— এটা কার মত?
ক ব্যায়ন ও বার্নে খ হওয়াইনি ওয়েইটেন
গ জন সাবিনি ঘ এন্ডারসন

১৮. আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মাত্রা নির্ভর করে—
i. পারিপার্শ্বিক অবস্থা
ii. দৈহিক বৈশিষ্ট্য
iii. মানুষের পরিচিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণের মূল বিষয় কোনটি?
ক দৈহিক গড়ন খ চেহারা
গ স্নেহ ও ভালোবাসা ঘ নৈকট্য

২০. আগ্রাসন কোন ধরনের আচরণ?
ক জৈবিক খ শিক্ষালব্ধ
গ হতাশামূলক ঘ উসকানিমূলক

২১. আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণকে শক্তিশালী বা বৃদ্ধি করে থাকে কোনটি?
ক সাদৃশ্য খ শারীরিক আকর্ষণ
গ ভালোবাসা ঘ পরিচিতি

২২. সামাজিক শিক্ষণ মতবাদটি কে ব্যাখ্যা করেন?
ক বান্দুরা খ ব্যারন
গ লরেঞ্জ ঘ ফ্রয়েড

২৩. কারা বেশি শারীরিক আকর্ষণ ও চেহারা দ্বারা প্রভাবিত?
ক ছেলেরা
খ মেয়েরা
গ ছেলে ও মেয়ে উভয়ই
ঘ বয়স্করা

২৪. 'আগ্রাসন হলো কোনো জীবকে আঘাত করার লক্ষ্যে পরিচালিত আচরণ'— এটি কার উক্তি?
ক মায়ার্স খ ওয়েইটেন
গ ব্যারন ও বার্নে ঘ মরগান

২৫. কোনটি মানুষের মরণপ্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত?
ক জীবনপ্রবৃত্তি খ যৌনপ্রবৃত্তি
গ আগ্রাসন ঘ সন্ত্রাস

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর	১	খ	২	ঘ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ	১১	গ	১২	গ	১৩	খ
	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক		

সেট-২

উত্তর	১	গ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক
	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ	২১	ক	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	গ		

প্রশ্ন ▶১ নাফিসা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে প্রতিদিন কলেজে যায়। তার বাবা পুলিশ অফিসার। পারিবারিক কারণে তার মধ্যে রাগ, ক্ষোভ বা আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ করা যায়। তার মতের বিরুদ্ধে কোনো সহপাঠী গেলে সে রেগে যায় এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে। বাড়ি থেকে তার কলেজের দূরত্ব পায়ে হাঁটার পথ। পথে বিভিন্ন সময় বখাটে ছেলেরা তাকে বাজে ভাষায় অশ্লীল কথা বলে। সে প্রথম দিকে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এক সময় তার মধ্যে হীণমন্যতা জন্ম নেয়। কারণ, বখাটেদের অশ্লীল মন্তব্য বা ইভটিজিং-এর প্রতিকারে সে কিছুই করতে পারছে না। আস্তে আস্তে দেখা যায়, তার কলেজে উপস্থিতি কমে গেছে এবং তার ফলাফল খারাপ হতে শুরু করে। ◀ শিখনফল: ১

ক. কোন সালে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য দিক নির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে করা একটি রিট আবেদন করা হয়? ১

খ. রাস্তায় বখাটের অশ্লীল মন্তব্য কী ধরনের অপরাধ? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উক্ত অবস্থাটি সামাজিক পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত অবস্থাটির প্রভাবগুলো কী হতে পারে নিজের মতামত উল্লেখ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৮ সালে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য দিক নির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে করা একটি রিট আবেদন করা হয়।

খ রাস্তায় বখাটেদের অশ্লীল মন্তব্য যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ।

যৌন হয়রানি মূলত পুরুষের বিকৃত যৌন কামনার প্রকাশ। এতে উত্ত্যক্ত করার আড়ালে থাকে যৌনতার নির্লজ্জ প্রকৃতি। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ এবং অন্য যেকোনো শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ, যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতায় যৌন হয়রানি অবৈধ ও এক ধরনের অপরাধ। এক্ষেত্রে নাফিসাকে রাস্তায় বখাটেদের অশ্লীল মন্তব্য একটি যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ যা ইভটিজিং নামে পরিচিত।

গ সামাজিক পর্যায়ে যৌন হয়রানি যেমন- পাবলিক বাস, ট্রেন, ফুটপাত, বাজার, মার্কেট, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে হয়রানি, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হয়রানি, প্রযুক্তির দ্বারা বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়রানি, রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং ইত্যাদি। নারীরা চলার পথে রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ, চাপ, খোঁচা, চিমটি কাটা, উত্ত্যক্ত করা, অশ্লীল মন্তব্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ যৌন আবেদনময়ী গান গাওয়া, বাচনিক অশালীন মন্তব্য, হুমকি প্রদান, শিস বাজানো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, লম্পট চাহনী, যৌন অর্থবাহী ছবি বা ভিডিও দেখানো, অস্বস্তিপূর্ণ অপলক দৃষ্টি, পিছু নেওয়া, মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ পাঠানো বা মিসকল দেওয়া, চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, গা ঘেষে দাঁড়ানো, জড়িয়ে ধরা, শারীরিকভাবে ঘাড় ও কাঁধে হাত দেওয়া, শরীরে ধাক্কা দেওয়া, ব্ল্যাক মেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা ইত্যাদি প্রকারে উত্ত্যক্ত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন রূপে যৌন হয়রানি ঘটে থাকে, আবার সময়ের সাথে সাথে সেই রূপ বদলায় বা নতুন রূপ ধারণ করে। যেকোনো শ্রেণি বা বয়সের নারীই যৌন হয়রানির শিকার হয় বা হতে পারে।

ঘ উক্ত অবস্থাটি হলো যৌন হয়রানি। এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

যৌন হয়রানি নারী জীবনের সবচেয়ে খারাপ ও ভয়ানক অভিজ্ঞতা। নারী জীবনে বিষাক্ত এ সমস্যার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যৌন হয়রানি নারীকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি নারীর অবাধ চলাচল ও স্বাধীনতায় বাধার সৃষ্টি করে।

যৌন হয়রানির উৎপাত শুধু ভুক্তভোগী মেয়েটির ওপরই নয়, বরং তা প্রভাব ফেলে তার পুরো পরিবারের ওপর। ফলশ্রুতিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নারী হতাশায় ডুবে থাকে, যার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে নির্মম আত্মহননের মধ্য দিয়ে। গত কয়েক বছর ধরেই আমরা দেখেছি রাস্তাঘাটে হয়রানির শিকার হয়ে অনেক মেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মাধ্যমে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হতাহত হয়েছে মেয়েটির মা, ভাইসহ কোনো নিকটাত্মীয় এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত। স্কুল বা কলেজগামী মেয়েরাই এ সমস্যার স্বীকার হয় সবচেয়ে বেশি। নিরাপত্তাহীনতার কারণে এ ঘটনার শিকার নারী, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের অনেকেরই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, ঘরবন্দী জীবনযাপনে বাধ্য হয়, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে যৌন হয়রানিতে অতিষ্ঠ হয়ে নারী বাধ্য হয় তার চাকুরি ছেড়ে দেয়, যা নারীর আত্মনির্ভরশীলতার পথকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল এ বাংলাদেশে প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তথা কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন অপরিহার্য।

সুতরাং যৌন হয়রানি নারীর প্রতি অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির নিপীড়ন যা নারীর অবস্থান, আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে।

প্রশ্ন ▶২ মাসুরা খাতুন একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে প্রতিদিন প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে কলেজে যায়। কলেজে যাওয়ার এবং আসার পথে প্রায়ই গ্রামের বখাটে আব্দুল্লাহ এবং তার দলের ছেলেদের দ্বারা বিভিন্নভাবে কুপ্রস্তাবের শিকার হন। তারা মাসুরা খাতুনকে দেখলে শিস দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সে বিষয়টি সম্মানীয় ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলামকে জানালে তিনি বখাটেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ◀ শিখনফল: ১

ক. প্রথা বিরোধিতা কী? ১
খ. শিশুর সামাজিকীকরণে খেলার সাথির ভূমিকা উল্লেখ কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কীভাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব আশরাফুল ইসলাম কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তুমি মনে করো? ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে প্রচলিত প্রথারবিরোধী কাজ করাকে প্রথাবিরোধিতা বলে।

খ শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরে খেলার সাথির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শিশুর খেলার সাথিরা সাধারণত সমবয়সি হয়ে থাকে। আর সমবয়সিদের প্রশংসা, নিন্দা, সমর্থন সব কিছুর প্রতি শিশু অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে। তাই এ দলের আদর্শমানকে শিশুরা তাদের আদর্শ মান মনে করে। সমবয়সি দলের প্রভাবে শিশুর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব, প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বের বিকাশ ঘটে। এভাবে খেলার সাথি শিশুর সমাজিকীকরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

গ প্রদত্ত উদ্দীপকে যৌন হয়রানির বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। যা ভুক্তভোগী ব্যক্তির জীবনে অত্যন্ত গভীর ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
যৌন হয়রানি মূলত পুরুষের বিকৃত যৌন কামনার প্রকাশ। এখানে উত্ত্যক্ত করার আড়ালে যৌনতার নির্লজ্জ প্রকৃতি লুকায়িত থাকে। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ, মেয়েদের উদ্দেশ্য করে শিস বাজানো, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, বাচনিক অশালীন মন্তব্য, যৌন অর্থবাহী ছবি ও ভিডিও দেখানো, মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ পাঠানো প্রভৃতি সবই যৌন হয়রানির অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক পর্যায়ে পাবলিক বাস, ট্রেন, ফুটপাত, বাজার, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি রাস্তা ঘাটেও মেয়েরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়। উদ্দীপকের মাসুরা খাতুনও পাড়ার বখাটে কর্তৃক এরূপ যৌন হয়রানির শিকার হয়, যা তার মনোভাবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং উদ্দীপকের মাসুরা খাতুনের মতো মেয়েদের জীবনে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে। যৌন হয়রানি একটি সামাজিক ব্যাধি যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আরও বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যৌন হয়রানির শিকার হলে ভুক্তভোগী ব্যক্তি সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে তা প্রকাশ করে না। কেননা ঘটনা জানাজানি হলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এ ঘটনার জন্য উল্টো ঐ মেয়ে বা মহিলাকেই দায়ী করে। দরিদ্র পিতামাতা আত্মমর্যাদা এবং কন্যার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আইনের আশ্রয়প্রার্থী হয় না।
আবার অনেকেই আইনের আশ্রয়ের কথা ভেবে ব্যবস্থা নিতে গেলেও সেখান থেকে তারা আরও হেনস্তার শিকার হয়ে ফিরে আসে। কখনো কখনো স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানির ভয়ে লেখাপড়াই বাদ দিয়ে দেয়। ফলে আমাদের সমাজ ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে ঐ ভুক্তভোগী ব্যক্তির মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়, যা তাকে জীবনব্যাপী গভীর মর্মপীড়া দিতে থাকে।

ঘ জনাব আশরাফুল ইসলাম যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবে বলে আমি মনে করি।
আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, রাস্তাঘাটে এবং নিকট আত্মীয়দের দ্বারা বেশির ভাগ যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে থাকে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানির সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে হাইকোর্টের রায় নিঃসন্দেহে মাইলফলক হয়ে থাকবে। তবে উচ্চ আদালতের বিধান এবং এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবে কার্যকর করা না গেলে মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে এবং সমাজে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সাথে যৌন হয়রানির মাত্রাও অধিক হারে বেড়ে যাবে। আর এ জন্য সকলের সচেতনতা ও সোচ্চার ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি।
উদ্দীপকের জনাব আশরাফুল ইসলাম যৌন হয়রানির শিকার মাসুরা খাতুনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি প্রথমত, ঐ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং যৌন হয়রানি সৃষ্টিকারীর অভিভাবককে বিষয়টি জানাবেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলবেন। এ অবস্থায় যদি কোনোরূপ পরিবর্তন না দেখা যায় তখন তিনি প্রচলিত আইনের আওতায় যৌন হয়রানি সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাবেন। এছাড়াও তিনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার এলাকার সকল স্তরের জনগণকে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলবেন এবং প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তুলতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করবেন।
উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। আর তাই সমাজকে কলুষিত না করতে চাইলে এ ব্যাপারে সরকার ও সর্বস্তরের জনগণের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ রহিম উদ্দীনের ছোট্ট পরিবার। রিকশা চালিয়ে রহিম তার পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। দরিদ্রতার কারণে অনেক চাহিদা অপূর্ণ থাকলেও তার স্ত্রীর এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই। সে স্বামীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে অল্প অর্থেই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করছে। এ কারণে রহিম ও তার স্ত্রীর মধ্যে কখনও ঝগড়া-বিবাদ হয় না।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. যৌন হয়রানি কী? ১
খ. প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রহিম উদ্দীনের ছেলেমেয়ের উন্নতির পেছনে সমাজীকরণের কোন মাধ্যমটি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহিম উদ্দীনের ছেলেমেয়ের উন্নতিতে সমাজীকরণের উক্ত মাধ্যম ছাড়া অন্য মাধ্যমগুলো ভূমিকা রাখতে পারে কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌন হয়রানি হলো পুরুষের বিকৃত যৌন কামনার প্রকাশ।

খ প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যতা বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হলো মাটি, জলবায়ু ও আবহাওয়া। অনেক সময় দেখা যায়, শহরের পরিবেশ থেকে গ্রামে গেলে আবার গ্রাম থেকে

পঞ্চম অধ্যায়

মানসিক চাপ এবং চাপ মোকাবিলা

প্রশ্ন ▶১ দশম শ্রেণিতে থাকাকালীন পারিবারিক কলহের কারণে বাবা-মার বিচ্ছেদের ফলে হৃদিতার জীবন গড়ার দৃঢ় মনোবল হারিয়ে যায়। বাবা-মার স্নেহবঞ্চিত হয়ে মামার তত্ত্বাবধানে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে সে। একদিকে মামার স্বপ্ন পূরণের চাপ, অন্যদিকে বাবা-মায়ের এমন ঘটনা হৃদিতাকে আর স্বাভাবিক থাকতে দেয়নি। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আত্মদ্বন্দ্ব আর আত্ম পরিচয়ের সংকটে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে সে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সত্তাটির নাম কী? ১

খ. 'আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব' বলতে কী বোঝ? ২

গ. হৃদিতা কোন ধরনের মানসিক চাপমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মানসিক চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু হৃদিতার পরিস্থিতিগুলোই দায়ী? যৌক্তিক মত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সত্তাটির নাম অহম।

খ দুটি সমান আকর্ষণীয় বস্তু থেকে একটি গ্রহণ এবং একটি বর্জন করতে হলে উক্ত অবস্থায় সৃষ্ট দ্বন্দ্বকে 'আকর্ষণ-আকর্ষণ' দ্বন্দ্ব বলে।

আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্বে দুটি ধনাত্মক লক্ষ্যবস্তু থাকে এবং দুটি লক্ষ্যবস্তুই সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিয়ের জন্য দুটি ভালো সম্বন্ধ এসেছে, পাত্র দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত এবং দুজনেই প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকুরিজীবী। এখন পাত্রী জীবনসঙ্গী হিসেবে কাকে বেছে নেবে- সেই প্রশ্নটা তার ভিতরে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এরূপ দ্বন্দ্বকে আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব বলে। তবে এ ধরনের দ্বন্দ্ব খুব জটিল নয় বলে ব্যক্তি সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে।

গ হৃদিতা স্বামী-স্ত্রীর কলহ, শৈশবকালে স্নেহ ভালবাসার বঞ্চনা এবং ত্রুটিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ প্রভৃতি চাপমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে।

ছোট্ট শিশুরা স্নেহ ভালোবাসা চায়। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য স্নেহ মমতা ঘেরা পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। স্নেহ বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে অন্যদের প্রতি হৃদ্যতাবোধের সৃষ্টি হয় না। মাতৃস্নেহের বঞ্চনা শিশুদের জন্য গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। উদ্দীপকে দেখা যায় হৃদিতার বাবা-মায়ের দাম্পত্য কলহের কারণে হৃদিতাকে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে হয়। হোস্টেলে থাকার কারণে হৃদিতা তার পরিবারের স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে হৃদিতার মধ্যে আত্মদ্বন্দ্বসহ বিভিন্ন বিকাশমূলক সমস্যা দেখা দেয়।

সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। ত্রুটিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। আর্থিক, পারিবারিক বা সামাজিক কারণে বা দাম্পত্য কলহের কারণে সন্তান কোনো কোনো সময় পিতা মাতার কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে হৃদিতা তার বাবা মায়ের দাম্পত্য কলহের কারণে মাতাপিতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে মামার তত্ত্বধানে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। হোস্টেলের ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশ এবং মা-বাবার স্নেহবঞ্চনা হৃদিতাকে স্বাভাবিক থাকতে দেয়নি। ফলে হৃদিতা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আত্মদ্বন্দ্ব ও আত্মপরিচয় সংকটে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি হৃদিতা বিভিন্ন রকমের চাপমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে মারাত্মক মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ মানসিক চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হৃদিতা যে পরিস্থিতিগুলোর সম্মুখীন হয়েছে শুধু সেসব পরিস্থিতি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না। হৃদিতার সম্মুখীন হওয়া পরিস্থিতি ছাড়াও যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা,জাতিগত বৈষম্য, অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব, কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব, মধ্য ও বৃদ্ধ বয়স, শৈশবকালীন মানসিক আঘাত প্রভৃতি অবস্থা দায়ী।

শৈশব কালকে বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে গণ্য করা হয়। ভীতিকর কোনো ঘটনা শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত সাপেক্ষণ ঘটাতে পারে। এ ধরণের শিশুরা পরিণত বয়সে দুর্বলচিত্ত ও ক্ষণভঙ্গুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। এছাড়াও যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা জীবনে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও প্রাণের ব্যাপক ক্ষতি স্নায়ুর উপর ব্যাপক মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে পার্টিতে পার্টিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মানুষের মনে তীব্র ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি তীব্র মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়।

সংখ্যাগুরু দলের সদস্যরা সংখ্যালঘু দলের লোকদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরন করে তা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। সংখ্যালঘুরা শিক্ষাক্ষেত্রে, পেশার ক্ষেত্রে, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ ধরণের সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনা স্বভাবতই তাদের মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। এছাড়া অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা কমে যায় এবং বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাই অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্বের জন্য ব্যক্তি মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে কোনো কোনো সমাজে পরস্পর বিরোধী আদর্শ ও মূল্যবোধের উপস্থিতি দেখা যায়। এ ধরণের আদর্শগত দ্বন্দ্ব শিশুদের মধ্যে তীব্র আত্মদ্বন্দ্ব, আত্ম-পরিচিতির সঙ্কট ও মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় মানসিক চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু হৃদিতার পরিস্থিতিগুলোই দায়ী নয়। মানসিক চাপমূলক পরিস্থিতি বিভিন্ন রকমের হয়। মানুষ ব্যক্তিজীবনে একেক বয়সে একেক রকম মানসিক চাপমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যা, কখনো সাময়িক আবার কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয়।

প্রশ্ন ▶২ সালিমা নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে লেখাপড়া শেষ করে ডাক্তার হতে চায়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধমিক পরীক্ষায় পাস করে। কিন্তু

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অনেক ভালো প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সে কৃতকার্য হতে পারেনি। এ অবস্থায় সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং লেখাপড়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মানসিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তার ভাই সবুর তাকে উৎসাহ দেয় এবং পুনরায় পরীক্ষা দিতে বলে। ভাইয়ের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে সে পুনরায় পরীক্ষা দেয় এবং সফলতা অর্জন করে সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে। ◀শিখনফল: ৩

ক. আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সত্তাটির নাম কী? ১
খ. 'আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব' বলতে কী বোঝ? ২
গ. সালিমার মানসিক বিপর্যস্ততাকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সবুর কর্তৃক মানসিক চাপ সামলানোর কোন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে? তোমার মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সত্তাটির নাম অহম।

খ দুটি সমান আকর্ষণীয় বস্তু থেকে একটি গ্রহণ এবং একটি বর্জন করতে হলে উক্ত অবস্থায় সৃষ্ট দ্বন্দ্বকে 'আকর্ষণ-আকর্ষণ' দ্বন্দ্ব বলে।
আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্বে দুটি ধনাত্মক লক্ষ্যবস্তু থাকে এবং দুটি লক্ষ্যবস্তুই সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিয়ের জন্য দুটি ভালো সম্বন্ধ এসেছে, পাত্র দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত এবং দুজনেই প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী। এখন পাত্রী জীবনসঙ্গী হিসেবে কাকে বেছে নেবে- সেই প্রশ্নটা তার ভেতরে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এরূপ দ্বন্দ্বকে আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব বলে। তবে এ ধরনের দ্বন্দ্ব খুব জটিল নয় বলে ব্যক্তি সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে।

গ উদ্দীপকে সালিমার মানসিক বিপর্যস্ততাকে হতাশা বলা যায়।
হতাশা হলো সফলতা লাভের আশা ভঙ্গের একটি মানসিক অনুভূতি। প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ সর্বদা লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই লক্ষ্যবস্তু অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অসহায় বোধ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় হতাশা। হতাশাগ্রস্ত একজন ব্যক্তির সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন সে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাগ, দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। চরম হতাশার ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অপ্রত্যাশিত ও ক্ষতিকর আচরণ করে থাকে।
উদ্দীপকে সালিমার দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই, সে পড়াশোনা শেষ করে একজন ডাক্তার হতে চায়। এ লক্ষ্যে সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিভিন্ন শিক্ষাস্তর পার করে মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথমবার অকৃতকার্য হয় এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এ অবস্থায় সে লেখাপড়া বাদ দেওয়ার মতো ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখানে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া তার লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ফলে সে নিজেকে অযোগ্য মনে করে অসহায় বোধ করে। তার এই অসহায়ত্ব বোধই তার ভেতরে হতাশার জন্ম দেয়। তাই উদ্দীপকে সৃষ্ট সালিমার মানসিক বিপর্যস্ততাকে হতাশা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে সবুর মানসিক চাপ সামলানোর "চাপমূলক পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন" কৌশলটি অবলম্বন করেছে।
মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে হতাশা, কর্মভার, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এসব পরিস্থিতি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং এ চাপ এতটাই গভীর হয় যে তা কখনো কখনো ব্যক্তির পুরো জীবনকে বদলে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি নানাভাবে মানসিক চাপ সামলানোর চেষ্টা করে এবং নিজেকে চাপমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালায়। ব্যক্তি চাপ সামলানোর জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো চাপমূলক পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন করা। এছাড়াও ব্যক্তি চাপ মোকাবিলার পশ্চাদপসরণ, সমঝোতা এবং বিভিন্ন প্রকারের আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করে থাকে।
উদ্দীপকে সবুর তার বোন সালিমার মানসিক চাপ কমানোর জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করে। এখানে সে প্রকৃত সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে চাপ সামলানোর মতো প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে তার বোন দৃঢ় মানসিক শক্তি নিয়ে পুনরায় নব উদ্যমে ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করার জন্য আত্মনিয়োগ করে এবং সবশেষে সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আমরা চাপমূলক পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়নের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাই, সেখানে চাপ সৃষ্টিকারী সমস্যার জন্য সরাসরি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তাই দেখা যায়, উপরিউক্ত ভিন্ন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্তা হলেও সবুর সেখানে ঐ পরিস্থিতির সঠিক পুনর্মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ সেলিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করার পরও চাকরি পাচ্ছে না। সে অসংখ্য জায়গায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও মৌখিক পরীক্ষার বাধা টপকাতে পারছে না। দীর্ঘ দুই বছর এ অবস্থা চলার পর সেলিম চারম হতাশ হয়ে ভাবে, এভাবে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। ◀শিখনফল: ১

ক. হতাশা কী? ১
খ. কর্মভাব নিরসনে দুটি পদক্ষেপ লিখ। ২
গ. সেলিমের পরিস্থিতিকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত পরিস্থিতি সেলিমের জীবনকে নিঃশেষ করে দিতে পারে? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূল্যবোধ

প্রশ্ন ▶১ মৌমিতা ও সুমিত পরস্পরকে ভালোবাসে। তাদের ইচ্ছা তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে একত্রে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেবে। কারণ, বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত একটি ছেলে ও একটি মেয়ের একত্রে বসবাস বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যায় ও গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত। মৌমিতা ও সুমিত উভয়ই সমাজের এই ধরনের বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে খুবই সম্মান করে এবং সাধ্যমতো মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। ◀ শিখনফল: ১

ক. মনোভাব কাকে বলে? ১

খ. শিশুদের সঙ্গীদল তার ব্যক্তিত্বকে কী কী প্রকারে প্রভাবিত করে। ২

গ. মৌমিতা ও সুমিত সমাজের যে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে চায় তার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মৌমিতা ও সুমিতের মতো প্রত্যেককে সমাজের বিশ্বাস ও রীতিনীতিসমূহকে মেনে চলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোভাব হলো কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে যাবার পূর্ব প্রস্তুতি।

খ শিশুর মূল্যবোধ গঠনের ব্যাপারে তার সঙ্গীদল বা খেলার সাথিরাও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।
বিদ্যালয়ে একই শ্রেণির ছাত্র বা পাড়া- প্রতিবেশীদের মধ্যে একই বয়েসী দলকে সমবয়সী দল বলা যায়। সমবয়সিদের প্রশংসা, নিন্দা, সমর্থন সবকিছুর প্রতি শিশুরা অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে। সমবয়সী দলের আদর্শমান শিশুর আচরণকে নির্ধারণ করে থাকে। নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা গঠনেও সমবয়সীদের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ মৌমিতা ও সুমিত সমাজের মূল্যবোধকে মেনে চলতে চায়।
মূল্যবোধ হলো মানুষের ইচ্ছার একটি মানদণ্ড। যার দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজের মানুষের কাছে ভালো ও মন্দ বিচার হয়। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। সমাজজীবনে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করা মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এভাবে গড়ে ওঠা ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, আচার-ব্যবহারের মান, আচরণের সমাজ স্বীকৃত পন্থা ও পদ্ধতি এবং আচরণ মূল্যায়নের মাপকাঠি হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়:
১. মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ।
২. মূল্যবোধ স্বাধীনভাবে গঠিত।
৩. ব্যক্তির আচার-আচরণ তথা চরিত্র গঠনে তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ট প্রভাব রাখে।
৪. মূল্যবোধ সুসংগত ও সুসংলগ্নভাবে গঠিত।
৫. সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
৬. মূল্যবোধ সংখ্যা অল্প।
৭. মূল্যবোধ হলো সমাজের চালিকাশক্তি।
৮. মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে।
৯. এটি কম পরিবর্তনশীল, বড় কোনো ঘটনা ছাড়া মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে না।
১০. মূলবোধের সাথে কৃষ্টি সম্পর্কযুক্ত।

ঘ মৌমিতা ও সুমিতের মতো প্রত্যেককে সমাজের মূল্যবোধসমূহের সাথে সংগতি রেখে আচার-আচরণ করা উচিত। কারণ মূল্যবোধই হচ্ছে কোনো সমাজের মানুষেদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি এবং ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠি। নিম্নে প্রত্যেক মানুষদের নিজ নিজ সমাজের মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হলো।
প্রথমত, কোনো সমাজের মূল্যবোধই, সেই সমাজের মানুষদের চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন পরিবেশে কোনো ব্যক্তি কীভাবে মিশবে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কীভাবে আচরণ করবে, কাকে স্নেহ করবে আর কাকে শ্রদ্ধা করবে প্রভৃতি মূল্যবোধের ওপরই নির্ভর করছে। তাই প্রত্যেকের নিজ নিজ সমাজের মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধ হলো সমাজের চালিকাশক্তি। এ দ্বারাই সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন হয়। তাই সমাজের মূল্যবোধগুলোর অনুশীলন খুবই জরুরি। মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা করে বিধায় মূল্যবোধের চর্চার দ্বারা সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় ও সুসংহত করা যায়। এজন্য সমাজের প্রত্যেক সদস্যের উচিত সামাজিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা করা।
তৃতীয়ত, এক এক সমাজে এক এক ধরনের মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়। ব্যক্তি সেই মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে উল্লিখিত সমাজের একজন সদস্য হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করে। বাংলাদেশের সমাজে একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতি-নীতি আছে। এগুলো মেনে না চললে, সমাজ তাদেরকে বর্জন করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা করে। তাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, সেসব মূল্যবোধের লালন একান্ত জরুরি।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, কোনো সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সেই সমাজের মূল্যবোধ মেনে চলা আবশ্যক।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶২ জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে এলাকায় দুর্নীতি করে বেড়ান। এলাকার অনেকেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকলেও 'খ' তার সকল আচরণ ও কাজকর্ম অপছন্দ করে। তার কাজের কৌশল, স্বার্থান্বেষী মানসিকতা 'খ' এর মনে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ কারণে জনাব 'ক' 'খ' এর সামনে দুর্ঘটনার শিকার হলেও তাকে সাহায্য করা থেকে 'খ' বিরত থাকে। ◀ শিখনফল: ১

ক. সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্পেন্সার মূল্যবোধের কতটি ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন? ১

খ. কমিউনিটি মূল্যবোধ গঠনে কীভাবে সহায়তা করে? ২

গ. জনাব 'ক' এর প্রতি 'খ' এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত বিষয়টির সাথে মূল্যবোধ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্পনসার মূল্যবোধের ছয়টি ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

খ ব্যক্তির কমিউনিটি বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে।

পরিবেশের অধিকাংশ বিষয়বস্তুর প্রতি শিশুমনের জিজ্ঞাসা থেকে একটি শিশুর নানা প্রকার মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। সে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস, সংগীতের প্রতি আকর্ষণ, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি জাতীয় মূল্যবোধ গ্রহণ করে থাকে। এভাবে কমিউনিটি মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মনোভাব ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ মনোভাবের সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব শফিকুর রহমান একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। অপরপক্ষে, তার বন্ধু জনাব রইস সর্বদা সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলতে চান। যেকোনো কাজ তার নেতৃত্বে পরিচালিত হলে তিনি খুশি হন। বিভিন্ন সমস্যায় নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে তিনি অধিক পছন্দ করেন। ◀শিখনফল-২

ক. 'A thing of beauty is a joy for ever'— উক্তিটি কার? ১
খ. সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব শফিকুর রহমানের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধ বর্তমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনাব রইস একজন তাত্ত্বিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি'— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'A thing of beauty is a joy for ever'—এ উক্তিটি ইংরেজ কবি কিট-এর।

খ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ বলতে বোঝায় সৌন্দর্যকে জীবন-জগতের মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা।

সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে সৌন্দর্য সত্য, সত্যই সুন্দর। এসব ব্যক্তি তাদের মানসিকতা থেকে কোনটি বেশি আকর্ষণীয় তা খুঁজে পায়। এদের সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত প্রবল এবং প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা সৌন্দর্য খুঁজে পেতে চায়। এসব ব্যক্তি সর্বদা জাঁকজমক, শক্তিমত্তা বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন বা সম্মানসূচক চিহ্নগুলোকে বেশি পছন্দ করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ রাজনৈতিক মূল্যবোধ ধারণাটি বিশ্লেষণ করো।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. কোন মূল্যবোধের লোকেরা বেশি বাস্তববাদী?
ক তাত্ত্বিক খ অর্থনৈতিক
গ সৌন্দর্যবোধ ঘ ধর্মীয়

২. 'আমাদের হাজার হাজার মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ রয়েছে কয়েক ডজন মাত্র।'— কার সংজ্ঞা?
ক রকিচ খ মারফি
গ নিউকম্ব ঘ ড. শওকত আরা

৩. কোন ধরনের মূল্যবোধ অর্থনৈতিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত?
ক তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
খ সামাজিক মূল্যবোধ
গ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
ঘ সৌন্দর্য মূল্যবোধ

৪. পরিবর্তনশীল উপাদান হলো—
i. মূল্যবোধ
ii. কৃষ্টি iii. মতামত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. নিচের কোনটি মূল্যবোধের ধারক?
ক কৃষ্টি খ প্রথা
গ বিশ্বাস ঘ সততা

৬. রহিম স্যার অত্যন্ত শৌখিন মানুষ। তিনি একটি গাড়ি কিনতে গিয়ে গাড়িটির রং বা নকশা না দেখে যন্ত্রপাতিগুলোকে ভালোভাবে দেখেন। রহিম স্যার কোন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ?
ক সামাজিক মূল্যবোধ খ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ
গ তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ঘ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

৭. কোন মূল্যবোধ সামাজিক আচরণবিধির সাথে যুক্ত?
ক ধর্মীয় মূল্যবোধ খ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
গ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
ঘ সামাজিক মূল্যবোধ

৮. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক ধরনের নিজস্ব কী থাকে?
ক ধর্ম খ কৃষ্টি
গ মূল্যবোধ ঘ প্রথা

৯. 'Theory of Cognitive Development' নামক মতবাদ কে প্রদান করেন?
ক ক্লুগেন খ স্মিথ
গ জেন পিঁয়াজ ঘ ম্যাকাইভার

১০. মূল্যবোধগুলোর প্রভাবে কিশোর আচরণের যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা কয়ভাবে গঠিত হতে পারে?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১১. কোনটি কৃষ্টি ও মনোভাবের মাধ্যমে গঠিত একটি আদর্শবাদ?
ক সামাজিক ঐক্য খ মূল্যবোধ
গ মতামত ঘ সমাজীকরণ

১২. শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়—
i. শিশু তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারলে
ii. চিন্তা-ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে না পারলে
iii. মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে না পারলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. কোন মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষরা বাস্তব প্রয়োগে বিশ্বাসী?
ক তাত্ত্বিক মূল্যবোধের
খ নান্দনিক মূল্যবোধের
গ সামাজিক মূল্যবোধের
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধের

১৪. সমাজে গৃহীত মূল্যবোধ ব্যক্তি কোন প্রক্রিয়া অর্জন করে?
ক সংবেদনশীল প্রক্রিয়া
খ কৃষ্টি প্রক্রিয়া
গ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
ঘ লোকাচার প্রক্রিয়া

১৫. কোনটিকে সমাজের চালিকাশক্তি বলা হয়?
ক মূল্যবোধ খ কৃষ্টি
গ প্রথা ঘ সমাজীকরণ

১৬. ব্যক্তির আচরণ তথা তার চরিত্র গঠনে কোনটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে?
ক তার ধর্মীয় মূল্যবোধ
খ তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ
গ তার সামাজিক আচরণ
ঘ তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা

১৭. কোন মূল্যবোধগুলো প্রত্যেক সম্প্রদায় আলাদাভাবে লালন ও পালন করে?
ক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ
খ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ নান্দনিক মূল্যবোধ
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৮. প্রধান প্রধান মূল্যবোধগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ৫ ভাগে ঘ ৬ ভাগে

১৯. ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমাদের সমাজে রয়েছে—
i. মুসলমান সম্প্রদায়
ii. হিন্দু সম্প্রদায় iii. কুমোর সম্প্রদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
তমিজ সুশৃঙ্খল নিয়মে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু সে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে চায় না। সে সবসময় নতুন কিছু জানতে এবং

কিছু আবিষ্কার করতে চায়। সে তার অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে অন্যের সাথে তার পার্থক্য কোথায় এটা প্রমাণ করতে চায়।

২০. তমিজের মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ হয়েছে?
ক তাত্ত্বিক মূল্যবোধ খ সামাজিক মূল্যবোধ
গ ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘ সৌন্দর্য মূল্যবোধ

২১. উদ্দীপকে তমিজের মধ্যে যে মূল্যবোধ পাওয়া যায়—
i. জ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক
ii. বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন
iii. সহানুভূতিশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কোন মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন?
ক তাত্ত্বিক মূল্যবোধের
খ নান্দনিক মূল্যবোধের
গ সামাজিক মূল্যবোধের
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধের

২৩. কোন মূল্যবোধের লোকেরা ক্ষমতা, নেতৃত্বদান, পরিচালনা ইত্যাদি খুঁজে বেড়ায়?
ক অর্থনৈতিক খ রাজনৈতিক
গ ধর্মীয় ঘ সামাজিক

২৪. কোন মূল্যবোধের ব্যক্তিরা সহজেই মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে পারে?
ক তাত্ত্বিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ ধর্মীয়

২৫. কোন মূল্যবোধের অধিকারীদের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করার ইচ্ছা অত্যন্ত শক্তিশালী ?
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ ধর্মীয়

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১.▶ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সাঈদ ও তারেক পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাঈদের বাবা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। সেই ছোটবেলা থেকেই সাঈদ বাবার কাছে দেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুনত। তার জীবনের স্বপ্ন যে, সে সারা বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। তাই সে ইতিহাসের বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জীবনী খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে। অপরদিকে, তারেকের ইচ্ছা সে বড় বিজ্ঞানী হবে। তাদের কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষক ইমারত আলী তার প্রেরণা। ইমারত আলী একদিন ক্লাসে বলেছেন যে, 'মানব জাতির যাহা কল্যাণকর তাহা বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই মানুষ পেয়েছে।'
ক. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. সাঈদ ও তারেকের মূল্যবোধ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সাঈদ ও তারেকের মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ অধ্যাপক রাহাত সাহেব দ্বাদশ শ্রেণির মনোবিজ্ঞান ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন যে, সমাজজীবনে মানুষ যখন একত্রে বসবাস করে তখন তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, দীর্ঘদিনের লালিত আচরণ ও বিশ্বাস, স্থানীয় রেওয়াজ ও প্রথার আলোকে নির্মিত হয় ঐ সমাজের আদর্শবাদ। যার ভিত্তিতে সমাজের মানুষ ভালো-মন্দ, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, আচার-আচণের মান ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করে থাকে। এই আদর্শবাদের ভিন্নতার কারণেই দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে, ব্যক্তি-ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ কাজের বিচার-বিশ্লেষণে পার্থক্য সূচিত হয়।
ক. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. মনোভাব ও মূল্যবোধের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখ। ২
গ. অধ্যাপক রাহাত সাহেবের উল্লিখিত আদর্শবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আদর্শবাদ মানবজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ সৈয়দ তানভীর রহমান কমলনগর সরকারি কলেজের শিক্ষক। তার পাঠদান পদ্ধতি এবং বোঝানোর ক্ষমতা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো সবুজকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সে তানভীর স্যারকে খুবই ভালোবাসে। একদিন কলেজ ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার পথে তানভীর রহমান সাহেব হঠাৎ করেই সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হন। খবর পেয়ে সবুজ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তার শিক্ষককে অন্যদের সহযোগিতায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসার পর তানভীর রহমান সাহেব সুস্থ হয়ে ওঠেন।
ক. সামাজিক মূল্যবোধ কী? ১
খ. শিশুর মূল্যবোধ গঠনে পরিবারের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদত্ত উদ্দীপকে বর্ণিত মনোভাবের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করো। ৩
ঘ. এসব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত মূল্যবোধ কীভাবে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.▶ কবির নবম শ্রেণিতে পড়ে। বার্ষিক পরীক্ষায় সে সকল বিষয়ে লেটার মার্ক পায়, কিন্তু গণিতে ফেল করে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে কবিরের বাবা-মা গণিত শিক্ষককে অনেক বাজে কথা বলতে থাকে। এ সময় কবির তার বাবা-মার কথার প্রতিবাদ করে এবং গণিতে ফেল করার জন্য নিজের দোষ স্বীকার করে। সে আরও বলে, শিক্ষক সব ছাত্র-ছাত্রীকে নিজের সন্তানের মতো সার্বিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করে।
ক. রাজনৈতিক মূল্যবোধ কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২
গ. কবিরের মূল্যবোধ গঠনে কোন মাধ্যমটি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যক্তির মনোভাব গঠনে উক্ত মাধ্যমের কোনো ভূমিকা রয়েছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৫.▶ মৌমিতা ও সুমিত পরস্পরকে ভালোবাসে। তাদের ইচ্ছা তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে একত্রে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেবে। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত একটি ছেলে ও একটি মেয়ের একত্রে বসবাস বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যায় ও গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত। মৌমিতা ও সুমিত উভয়ই সমাজের এই ধরনের বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে খুবই সম্মান করে এবং সাধ্যমতো মেনে চলতে বদ্ধপরিকর।
ক. মনোভাব কাকে বলে? ১
খ. শিশুদের সঙ্গীদল তার ব্যক্তিত্বকে কী কী প্রকারে প্রভাবিত করে। ২
গ. মৌমিতা ও সুমিত সমাজের যে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে চায় তার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মৌমিতা ও সুমিতের মতো প্রত্যেককে সমাজের বিশ্বাস ও রীতিনীতিসমূহকে মেনে চলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ আবির কর্মজীবনে একজন স্বনামধন্য শিক্ষক হতে চায়। সে লক্ষ করল যে, সমাজে শিক্ষকদের সম্মান সবচেয়ে বেশি। ছাত্রছাত্রীরা

একজন আদর্শ শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। শিক্ষকের পরামর্শ ও নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে। ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতারাও একজন আদর্শ শিক্ষককে সম্মান করে। গ্রামীণ সমাজে শিক্ষকরা আজও সম্মানের আসনে আসীন। শিক্ষকদেরকে সম্মান করা, মান্য করা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি, যা একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানুষ হওয়ার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

ক. ধর্মীয় মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. মূল্যবোধ গঠনে কমিউনিটির ভূমিকা কী? ২
গ. আবির সমাজের যে ধরনের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি লক্ষ করলো তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি ও মনোভাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৭. ▶ আনোয়ার সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করেন। তিনি খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত এবং জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসিতা তার একেবারেই পছন্দ নয়। তিনি মনে করেন, একমাত্র মিতব্যয়িতার মাধ্যমে যে কেউ জীবনে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারে।

ক. মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. শিশুর মূল্যবোধ গঠনে সমবয়সি দলের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের অবস্থান নির্ণয় করো। ৩
ঘ. জীবনে স্বাবলম্বিতা অর্জনের ক্ষেত্রে আনোয়ার সাহেবের মন্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. ▶ শাহরিয়ারকে তার দাদা ইসতিয়াক সাহেব এক বিকেলের আড্ডায় বলল, দেখো তুমি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তোমাকে সমস্ত মানবতার জন্য অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে তুমি মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা যা একজন মানুষের কর্মের ভালো বা মন্দ নির্ধারণ করে, সংগতি বিধান করে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করবে। নতুবা তুমি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মনে রেখো সমাজের মানুষের ধ্যান-ধারণা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে উন্নত থেকে উন্নততর করা সম্ভব, একেবারেই আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ক. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ কিসের সাথে জড়িত? ১
খ. শিশুর মূল্যবোধ তৈরিতে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ইসতিয়াক সাহেব যে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি সম্পর্কে বললেন সেগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. ইসতিয়াক সাহেব যে ধরনের ধ্যান-ধারণার কথা বলেছেন, মানব আচরণে তার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. সমাজে কোনটির সংখ্যা অল্প?
ⓚ মূল্যবোধের ⓜ প্রথার
ⓖ কৃষ্টির ⓝ মনোভাবের

২. তাত্ত্বিক মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তিরা কিসের পেছনে ধাওয়া করে?
ⓚ অর্থের পেছনে ⓜ সম্মানের খোঁজে
ⓖ সত্যের পেছনে ⓝ নতুন আবিষ্কারের পেছনে

৩. কোনটি সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে?
ⓚ মূল্যবোধ ⓜ প্রথা
ⓖ কৃষ্টি ⓝ মনোভাব

৪. মূল্যবোধের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত?
ⓚ মনোভাব ⓜ মতামত
ⓖ কৃষ্টি ⓝ আচরণ

৫. তাত্ত্বিক মূল্যবোধের বিপরীত মূল্যবোধ কোনটি?
ⓚ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ
ⓜ সামাজিক মূল্যবোধ
ⓖ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
ⓝ ধর্মীয় মূল্যবোধ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কালাম বাস্তববাদী লোক। বাস্তবজীবনে কোনটি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় এটা সে চিন্তা করে। সে নিউমার্কেট গিয়েছিল জামা ক্রয়ের জন্য। ক্রয়ের সময় জামার নকশা না দেখে বরং জামাটি কেমন টেকসই, কতদিন টিকবে সেটা দেখার চেষ্টা করে।

৬. কালাম কেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি?
ⓚ তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ⓜ সামাজিক মূল্যবোধ
ⓖ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ
ⓝ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

৭. উক্ত মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা যেমন হয়—
i. নিঃস্বার্থ
ii. মিতব্যয়ী
iii. সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓜ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৮. মূল্যবোধ এক ধরনের কী?
ⓚ আদর্শ ⓜ নীতি
ⓖ নৈতিকতা ⓝ সংস্কার

৯. জামিল সাহেব সহজেই সব ধরনের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। জামিল সাহেব কোন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ?
ⓚ সামাজিক মূল্যবোধ
ⓜ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
ⓖ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ
ⓝ ধর্মীয় মূল্যবোধ

১০. কোনটি শিশুর স্বাভাবিক মূল্যবোধ?
ⓚ ধর্মীয় মূল্যবোধ ⓜ তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
ⓖ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
ⓝ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

১১. ব্যক্তির মূল্যবোধ কী দ্বারা নির্ধারিত হয়?
ⓚ শিক্ষা ও ধর্ম ⓜ সমাজ ও কৃষ্টি
ⓖ বুদ্ধি ও পরিবার ⓝ আচরণ ও ব্যক্তিত্ব

১২. কোনটি শিশুর পারিবারিক প্রভাবে বিশেষ মূল্যবোধ?
ⓚ সামাজিক মূল্যবোধ ⓜ ধর্মীয় মূল্যবোধ
ⓖ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ
ⓝ ঐশ্বরিক মূল্যবোধ

১৩. শিশুর মূল্যবোধ গঠনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে কোনটি?
ⓚ কমিউনিটি ⓜ সমাজ
ⓖ কৃষ্টি ⓝ সমবয়সি

১৪. শিশুর প্রথম মানসিক জগৎ কোথায় প্রস্তুত হয়?
ⓚ বিদ্যালয় ⓜ ঘরে
ⓖ পরিবারে ⓝ সমাজে

১৫. শিশুর সঙ্গীদল তার ব্যক্তিকে কয়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে?
ⓚ ২ ⓜ ৩
ⓖ ৪ ⓝ ৫

১৬. কোনটি দ্বারা ব্যক্তি একটি বিশেষ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করে?
ⓚ সামাজিক সংহতি ⓜ পারিবারিক ঐক্য
ⓖ রাজনৈতিক ঐক্য ⓝ নান্দনিক মূল্যবোধ

১৭. পারিবারিক অনুশাসনের মধ্য দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক মূল্যবোধ ঘটে—
i. অর্থনৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে
ii. সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে
iii. ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓜ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৮. কোন মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের চেয়ে উচ্চ মানের হয়?
ⓚ তাত্ত্বিক মূল্যবোধের
ⓜ নান্দনিক মূল্যবোধের
ⓖ সামাজিক মূল্যবোধের
ⓝ ধর্মীয় মূল্যবোধের

১৯. রবি সুন্দর ছবি আঁকে। ছবির মধ্যে প্রাকৃতিক খুঁজে পায়। রবি কোন মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি?
ⓚ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ
ⓚ সামাজিক মূল্যবোধ
ⓖ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
ⓖ ধর্মীয় মূল্যবোধ

২০. কোন ধরনের মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবোধের অর্থ হলো পরার্থপরতা?
ক ধর্মীয় মূল্যবোধ খ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
গ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
ঘ সামাজিক মূল্যবোধ

২১. মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হয়—
i. মানুষের আচার-ব্যবহার দ্বারা
ii. মানুষের রীতিনীতি দ্বারা
iii. মানুষের ভালোমন্দ দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কোন মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটে?
ক ধর্মীয় মূল্যবোধ খ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ তাত্ত্বিক মূল্যবোধ

২৩. কোন মূল্যবোধের ব্যক্তিরা একেবারেই বিমূর্ত ধারণার অধিকারী?
ক সামাজিক মূল্যবোধ
খ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
গ সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধ

২৪. সমাজবিজ্ঞান এডওয়ার্ড স্পেনসার কয় ধরনের মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন?
ক ৪ প্রকার খ ৫ প্রকার
গ ৬ প্রকার ঘ ৯ প্রকার

২৫. কোন ধরনের মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা সবসময়ই মিতব্যয়ী হয়?
ক ধর্মীয় মূল্যবোধ
খ রাজনৈতিক মূল্যবাধ
গ সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক
	১৪	গ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক	২১	ক	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ		

সেট-২

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ
	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ঘ		

প্রশ্ন ▶১ করিম সাহেব দ্বাদশ শ্রেণির মনোবিজ্ঞান ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন যে, সমাজজীবনে মানুষ যখন একত্রে বসবাস করে তখন তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, দীর্ঘদিনের লালিত আচরণ ও বিশ্বাস, স্থানীয় রেওয়াজ ও প্রথার আলোকে নির্মিত হয় ঐ সমাজের আদর্শবাদ। যার ভিত্তিতে সমাজের মানুষ ভালো-মন্দ, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, আচার-আচণের মান ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করে থাকে। এই আদর্শবাদের ভিন্নতার কারণেই দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে, ব্যক্তি-ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ কাজের বিচার-বিশ্লেষণে পার্থক্য সূচিত হয়।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. শিশুর মূল্যবোধ গঠনে সমবয়সী দলের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক রাহাত সাহেবের উল্লিখিত আদর্শবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আদর্শবাদ মানব জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে।

খ শিশুর মূল্যবোধ গঠনে তার খেলার সাথি বা সমবয়সী দল অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত বিদ্যালয়ে, শ্রেণিতে, পাড়া বা মহল্লায় একই বয়সী দলকে সমবয়সী দল বলে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিশুরা তাদের সমবয়সীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ দলের ভিতরে যেসব শিশু উচ্চ মর্যাদা পায়, তারা সাধারণত অধিকতর আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে। মূলত সমবয়সী দলের প্রভাবে শিশু পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রতিযোগিতা, ন্যায়নীতি, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলির শিক্ষালাভ করে থাকে। এভাবে সমবয়সী দল শিশুর মূল্যবোধ গঠনে সহযোগিতা করে।

গ প্রতিটি সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করা মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে উঠে। আর মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ। উদ্দীপকে রাহাত সাহেব আদর্শবাদের যে বিষয় তুলে ধরেছেন তার বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো-

মূল্যবোধ স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। ব্যক্তির আচার-আচরণ তথা তার চরিত্র গঠনে তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ঠ প্রভাব রাখে। মূল্যবোধ সুসংগত ও সুসংলগ্নভাবে গঠিত। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মূল্যবোধের আরো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সংখ্যা অল্প। মূল্যবোধ বা আদর্শবাদ হলো সমাজের চালিকাশক্তি। আদর্শবাদ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে। এটি কম পরিবর্তনশীল এবং বড় কোনো ঘটনা ছাড়া আদর্শবাদের পরিবর্তন হয় না। মূল্যবোধের সাথে কৃষ্টি সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং বলা যায় আদর্শবাদ বা মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য একটি সমাজের মূল্যায়নের মাপকাঠি।

ঘ মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি বিশেষ মানদন্ড। মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও মনোভাবের মাধ্যমে গঠিত একটি আদর্শবাদ। এ আদর্শবাদগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির মাঝে স্থায়ী মূল্যবোধ তৈরি হয়। নিম্নে এর প্রভাব আলোচনা করা হলো:

ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির জীবনাচরণকে সুন্দর করে তোলে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক আচরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বাল্য ও কৈশোর সমাজ থেকে অর্জিত মূল্যবোধ দ্বারা পরিণত বয়সে ব্যক্তি তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে কী ভূমিকা পালন করবে তাও অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়।

মূল্যবোধের প্রভাবেই শিশুর চরিত্র গঠিত হয়। বিভিন্ন পরিবেশে সে কীভাবে মিশবে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে কীভাবে আচরণ করবে, কাকে স্নেহ করবে আর কাকে শ্রদ্ধা করবে তার অনেকটাই তার সমাজ থেকে অর্জিত মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংগতিকে রক্ষা করে। সমাজবন্ধ মানুষ তাদের নিজ নিজ মূল্যবোধের শিক্ষানুযায়ী সমাজে ঐক্যবন্ধভাবে সংহতি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করে বসবাস করে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনাচরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। এই রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রভাবে ব্যক্তির আচরণে দেশপ্রেম ও জাতীয়বোধের মতো আচরণগুলো লক্ষ করা যায়। এ ধরনের মূল্যবোধের প্রভাবে ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করে। মূল্যবোধ হলো সমাজের চালিকাশক্তি যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং ব্যক্তির আচরণকে কাঙ্ক্ষিত পথে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করে।

সুতরাং বলা যায়, এক এক সমাজে এক এক ধরনের মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়। এ কারনেই বিভিন্ন সমাজের সদস্যদের মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶২ রাকিব, হাসিব ও দেবাশীষ তিনজন খুব ভালো বন্ধু। এদের মধ্যে রাকিব বৈচিত্র্যময় ধ্যান-ধারণার অধিকারী। সে প্রতিটি ঘটনার মূল সত্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়। অপরপক্ষে, হাসিব কোনো কিছুকে আর্থিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে বিচার করে। দেবাশীষ রাকিব ও হাসিবের থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। সে সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে খুবই মূল্যায়ন করে। তার মতে, যে ঘটনা বা কাজ মানুষে-মানুষে সুসম্পর্ক তৈরির সহায়ক সে ঘটনা বা কাজই একমাত্র মূল্যবান কাজ।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. মূল্যবোধের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. হাসিব ও দেবাশীষের মূল্যবোধ চিহ্নিত করে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. রাকিব ও হাসিবের মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ ও মিথস্ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ মূল্যবোধের ৪টি বৈশিষ্ট্য হলো–
১. মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ। ২. মূল্যবোধ স্বাধীনভাবে গঠিত। ৩. সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ৪. মূল্যবোধ হলো সমাজের চালিকাশক্তি।

গ উদ্দীপকে হাসিব ও দেবাশীষের মধ্যে যে মূল্যবোধের প্রাধান্য শনাক্ত করা যায়, সেগুলো হলো: অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ। নিম্নে এই ধরনের মূল্যবোধের বর্ণনা করা হলো।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ: উদ্দীপকে হাসিবের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের লক্ষণ শনাক্ত করা যায়। এ মূল্যবোধের ব্যক্তিরা বাস্তববাদী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপযোগিতা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে থাকে। এরা অর্থনৈতিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা এবং বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন এদের প্রধান লক্ষ্য। এরা যেকোনো পরিস্থিতিতে কোনটি প্রয়োজনীয় এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয় তা চিন্তা করে চলে।

সামাজিক মূল্যবোধ: উদ্দীপকে দেবাশীষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের বিকশিত রূপ লক্ষ করা যায়। এ ধরনের মূল্যবোধের ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসাই সব। এদের কাছে পরার্থপরতা, মানুষে-মানুষে ভালোবাসা, মানুষের নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতাই প্রাধান্য পায়। এরা সামাজিক রীতিনীতির প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে। এরা সমাজে নির্ধারিত ভালোকে, ভালো এবং মন্দকে, মন্দ হিসেবে মেনে নেয়। এ সম্পর্কে তারা সমাজের সাথে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বলা যায়, হাসিবের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ প্রাধান্য লাভ করেছে। অপরদিকে, দেবাশীষের ব্যক্তিত্বে সামাজিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে রাকিব ও হাসিবের মধ্যে যথাক্রমে তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা নিজেকে বাস্তব প্রয়োগ, সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে। অপরদিকে, অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা নিজেদেরকে অর্থনৈতিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে, কিন্তু অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা বাস্তববাদী মনোভাব ধারণ করে। তারা ধনসম্পদে সবার চেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা বৈচিত্র্যময় ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটে বেড়ায়, নিজের পরিচিতি খোঁজে বেড়ায় এবং অন্যের সাথে পার্থক্য খোঁজে। অপরদিকে, অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অধিকারীরা উপার্জন ও অর্থ সঞ্চয় প্রভৃতির পেছনে ছুটে।

তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা সুবিন্যস্ত জ্ঞান ও সুসংহত নিয়মের প্রতি আবদ্ধ থাকতে চায়। কিন্তু অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিষয়ের প্রতি নিজেকে আবদ্ধ রাখে। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা ঘরে বন্দি থাকতে চায় না, অজানা জিনিস জানতে চায় এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়। অপরদিকে, অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অধিকারীদের সকল চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম, অর্থ উপার্জন কেন্দ্রিক।

পরিশেষে বলা যায়, তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা-চেতনা, মনোভাব এবং আচরণের অধিকারী। তাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সাধারণত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হয়ে থাকে কিন্তু অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা সাধারণত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ জনাব আরমান নীতিবান মানুষ। তিনি সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। অপরপক্ষে তার বন্ধু জনাব রইস সর্বদা সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলতে চান। যেকোনো কাজ তার নেতৃত্বে পরিচালিত হলে তিনি খুশি হন। বিভিন্ন সমস্যায় নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে তিনি অধিক পছন্দ করেন। *◀ শিখনফল: ২*

ক. রাজনৈতিক মূল্যবোধ কী? ১
খ. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২
গ. জনাব শফিকুর রহমানের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধ বর্তমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনাব রইস একজন তাত্ত্বিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি'— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আদর্শ পরিচালনা করে তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ।

খ যে মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব প্রয়োগ, সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন ও সৃজনী বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে তাই হলো তাত্ত্বিক মূল্যবোধ। এ ধরনের মূল্যবোধ ব্যক্তিকে জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করতে, লক্ষ্যবস্তুর উপযোগিতা অথবা নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে চিন্তন পরিকল্পে নিজেকে খুঁজে বেড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। এ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি অজানাকে জানতে এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ রাজনৈতিক মূল্যবোধ ধারণাটি বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ▶১ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র অলি আহমদ শ্রেণি শিক্ষককে প্রশ্ন করল যে, মনোবিজ্ঞানে চলসমূহের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যেমন রসায়ন বা পদার্থ বিজ্ঞানের মতো নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া যায় না। তথাপি এটিকে কোনো বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়? মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক আজিজুর রহমান বললেন যে, মনোবিজ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলসমূহের নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া না গেলেও মনোবিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গবেষণার সমস্যা শনাক্ত করেন, এরপর ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে উপাত্ত সংগ্রহ করেন ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাই মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. জরিপ পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. গবেষণার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক আজিজুর রহমানের উল্লিখিত পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাধারণত লিখিত বা মৌখিক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে জরিপ পদ্ধতি বলে।

খ গবেষণার সুসম্পূর্ণতা ও গুণগতমান নির্ভর করে যথাযথ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উপর। এজন্য উপাত্ত সংগ্রহের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো গবেষণায় ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুষ্ঠু, সহজ-সরল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এর ওপরই নির্ভর করে গবেষণার ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা।

গ অধ্যাপক আজিজুর রহমান মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করেছেন। যেমন: ১. সমস্যা শনাক্তকরণ, ২. উপাত্ত সংগ্রহ ও ৩. ফলাফল প্রতিবেদন। নিম্নে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **সমস্যা শনাক্তকরণ:** গবেষক সাধারণ কৌতূহলের ঊর্ধ্বে উঠে যে সমস্যা নিয়ে তিনি অনুধ্যান করতে চান তা শনাক্ত করেন। এর জন্য তাকে তিনটি কাজ করতে হয়। যেমন—
   i. গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কতার সাথে চিন্তা করতে হবে এবং সমস্যাটির একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। ii. সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে গবেষক উপযুক্ত চল শনাক্ত করেন। iii. পরবর্তীতে এ সকল চলের প্রায়োগিক সংজ্ঞা দিতে হবে।

২. **উপাত্ত সংগ্রহ:** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপাত্ত সংগ্রহ করা। এজন্য ঘটনা যেভাবে ঘটছে তার ওপর ভিত্তি করে গবেষক অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ, রেকর্ড ও পরিমাপ করবেন।

৩. **ফলাফলের প্রতিবেদন:** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চূড়ান্ত বিষয় শুরু হয় উপাত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এজন্য উপাত্তের বর্ণনা করতে, উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, ফলাফল যে ঘটনাক্রমে হয়নি তার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়।

ঘ অধ্যাপক আজিজুর রহমানের উল্লিখিত পদ্ধতির ৪টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ—

১. বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতির প্রয়োগ: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতির প্রয়োগ। কারণ পরীক্ষণ বা গবেষণাকার্য পরিচালনা ও তার ফলাফলের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

২. নিয়ন্ত্রণ: বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশগত অবস্থা, অনির্ভরশীল চলের উপস্থাপনগত নিয়ন্ত্রণ এবং ফলাফলের ওপর অবাঞ্ছিত চলের প্রভাবমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কলাকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩. নিরপেক্ষতা: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্য আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিরপেক্ষতা। এই নিরপেক্ষতা বলতে বস্তুনিষ্ঠতা বোঝায়। যার দ্বারা বিজ্ঞানীরা অবাঞ্ছিত চলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন।

৪. সাধারণীকরণ: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহের দ্বারা ঐ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একটি সূত্র প্রণয়ন করাই হলো সাধারণীকরণ। এই সাধারণীকরণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি অন্যতম শর্ত।

প্রশ্ন ▶২ মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী জেসমিন নাহার তার এমফিল ডিগ্রির অংশ হিসেবে একটি গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। তিনি ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার ধরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বর্ণনা তৈরি করতে চান। তাই তিনি রাজধানীর কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য তৈরি ১টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদেরকে নিয়ে গবেষণা করবেন বলে নির্বাচন করলেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. চল কী? ১

খ. পরীক্ষণ নকশা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জেসমিন নাহারের গবেষণার জন্য যে ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার অধিক যুক্তিযুক্ত তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক চল হলো এমন কোনো শর্ত বা অবস্থা, যা পরিবর্তনশীল বা যাকে পরিবর্তন করা যায়।

খ পরীক্ষণে নক্‌শা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ নকশা হলো পরীক্ষণের পূর্বে তৈরিকৃত পরিকল্পনা।
কোন পরীক্ষণে সীমিত সম্পদ ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক প্রকল্প যাচাই করার জন্য পরীক্ষণের পূর্বেই যথার্থ নক্‌শা প্রণয়ন করতে হয়। যা উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ, পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তাই পরীক্ষণে নক্‌শা গুরুত্বপূর্ণ।

গ জেসমিন নাহারের গবেষণায় পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে ঘটনার কোন কোন উপাদান পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কখন এবং কীভাবে করতে হবে, কী কী উপস্থাপন করতে হবে তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে।

উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার ধরণ সম্পর্কে জানার জন্য শিশুদেরকে স্বাভাবিক পরিবেশে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গবেষক শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী সরবরাহ করতে পারেন। শিশুরা যখন নিজ নিজ খেলনা নিয়ে খেলতে থাকবে তখন তাদেরকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে, যাতে শিশুরা তাকে না দেখে। পর্যবেক্ষণের সময় তিনি লক্ষ রাখতে পারেন যে, শিশুরা একে অন্যের সাথে কী ধরনের যোগাযোগ করছে। একে অপরের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া করছে। শিশুরা কীভাবে নিজেদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে ভাগ করে এবং একদল অন্য দলের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে। এভাবে আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সংগৃহীত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তিনি ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বর্ণনা তৈরি করতে পারেন।

ঘ জেসমিন নাহারের গবেষণার জন্য উপর্যুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি হলো পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রায় সব ধরনের আচরণ নিয়েই গবেষণা করা যায়। এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত ঘটনা বা আচরণকে স্বাভাবিক পরিবেশে অধ্যয়ন করা হয় বলে সঠিকরূপে আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ নাই, সেসব ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার সুবিধাজনক। তাছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা নিরূপণ করা যায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগে প্রাপ্ত তথ্য বাস্তব জীবনঘনিষ্ঠ বিধায় গবেষণার ফলাফল বাস্তব জীবনের ঘটনা বা আচরণকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধাসমূহের মধ্যে এর ব্যক্তিনিষ্ঠতা, ফলাফলকে পুনরাবৃত্তি করতে না পারা, ইচ্ছেমতো ঘটনা সৃষ্টি বা পরিবর্তন করতে না পারা, চলসমূহের নিয়ন্ত্রণ না থাকা অন্যতম। সর্বোপরি এই পদ্ধতি ব্যবহারে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। এই পদ্ধতির ব্যবহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় মনোবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। যেমন যে আচরণ বা ঘটনাকে অন্য কোনো অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (যেমন: পরীক্ষণ পদ্ধতি) দ্বারা অনুধ্যান করা যায় না।

এবং অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (যেমন: পরীক্ষণ পদ্ধতি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাস্তবে কতটুকু কার্যকর তা জানতে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কিছু অসুবিধা থাকলেও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত কোন বিষয় অনুধ্যানে এটি উপযুক্ত পদ্ধতি।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶ ৩ বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব কামরুল হাসান দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিবন্ধীদের একত্রিত করে তাদের উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন এদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান রয়েছে। যাদেরকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে তিনি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদেরকে নিয়ে কাজ করছেন। *◀ শিখনফল: ১*

ক. গবেষণা কী? ১

খ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কামরুল হাসানের কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়টির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় কাজ করার সকল দিক কামরুল হাসান অনুসরণ করেছেন কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানই গবেষণা।

খ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে অনুসন্ধানের সেই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার দ্বারা ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান আহরণ সম্ভব। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একটি অপরিহার্য উপাদান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানী সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রাথমিক ধাপ হিসেবে সমস্যা শনাক্তকরণ ধারণাটির বর্ণনা দাও।

ঘ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ ও ফলাফলের প্রতিবেদন প্রণয়নের অবস্থান বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৪ ঘটনা-১ রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে জনাব রহিম ট্রাফিক মোড়ে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিলেন। কারণ তখন ট্রাফিক সিগন্যালে লাল আলো জ্বলে উঠেছিল। আবার সবজু আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে তিনি গাড়ি চালানো শুরু করলেন।

ঘটনা-২. হৃদিকাকে তার ক্লাসটিচার একটি প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করতে দেন। হৃদিকা বারবার প্যারাগ্রাফটি পড়ার ফলে সে এটি মুখস্থ করতে সক্ষম হয়। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. চল কত প্রকার? ১

খ. পরীক্ষণের নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ঘটনা-২ এ কোন ধরনের চল পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-১ নির্ভরশীল এবং অনির্ভরশীল চলের ধারক— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক চল চার প্রকার।

খ পরীক্ষণের নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন এক কৌশলকে বোঝায়, যা সম্ভাব্য ভীতিসমূহকে দূর করে। গবেষণার ক্ষেত্রে ভীতি প্রদানকারী শর্তগুলো কী এবং সেগুলো কীভাবে দূর করে পরীক্ষণে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান তৈরি করা যায় সেটিই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তুলনার একটি আদর্শ ব্যবস্থা।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল চলের ধারণা দাও।

ঘ নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল চলের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. কোনটি জরিপ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?
ক পর্যবেক্ষণ খ পরীক্ষণ
গ নমুনা চয়ন ঘ ঘটনা অনুধ্যান

২. প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক নির্ভরণ খ সহসম্পর্ক
গ পরীক্ষা ঘ শতমিক ক্রম

৩. মনোবিজ্ঞানে কোন পদ্ধতির ব্যবহার অন্যান্য পদ্ধতি থেকে অনেকটা পৃথক?
ক পরিসংখ্যান পদ্ধতি
খ পরীক্ষণ পদ্ধতি
গ ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি
ঘ জরিপ পদ্ধতি

৪. ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির অসুবিধা হলো—
i. তুলনাকরণের কোনো সুবিধা নেই
ii. বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি নয়
iii. ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মল্লিকা স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে পরীক্ষণপাত্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করে। আর বিপাশা মল্লিকার সংগৃহীত তথ্য নিয়ে বিচার, বিশ্লেষণ করে গবেষণার নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছায়।

৫. বিপাশা গবেষণার কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ
খ পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ
গ পরিসংখ্যান পদ্ধতি
ঘ জরিপ পদ্ধতি

৬. বিপাশার ব্যবহৃত পদ্ধতির সুবিধা—
i. গুণবাচক তথ্য ব্যাখ্যা সহজ
ii. সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ
iii. তথ্য সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. কোনটি পরীক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত?
ক নিয়ন্ত্রণ খ পুনরাবৃত্তি
গ সাধারণীকরণ ঘ বস্তুনিষ্ঠতা

৮. কোন চল সব সময় পরীক্ষণকারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক নির্ভরশীল চল খ অনির্ভরশীল চল
গ বাহ্যিক চল ঘ মধ্যবর্তী চল

৯. শব্দ, আলোকরশ্মি, বিদ্যুৎ প্রবাহ—কী ধনের চলের উদাহরণ?
ক মধ্যবর্তী চল খ নির্ভরশীল চল
গ অনির্ভরশীল চল ঘ বাহ্যিক চল

১০. অনির্ভরশীল চলের প্রভাব নিরূপণে পরীক্ষণকারী পরীক্ষণ পাত্রকে কয় দলে ভাগ করেন?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১১. কোন পদ্ধতিতে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্থান নেই?
ক পরীক্ষণ পদ্ধতিতে
খ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে
গ চিকিৎসামূলক পদ্ধতিতে
ঘ জরিপ পদ্ধতিতে

১২. পরীক্ষণ দলে পরীক্ষণপাত্র কোন চলের নিরীখে বিশেষ ব্যবস্থা পেয়ে থাকে?
ক নির্ভরশীল খ অনির্ভরশীল
গ মধ্যবর্তী ঘ বাহ্যিক

১৩. কার মতে, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব তিনভাবে লক্ষ করা যায়?
ক বাস কিস্ট খ জারবিং
গ ম্যাকগুইগান ঘ ক্রাইডার

১৪. কোন চল নির্ভরশীল চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?
ক অনির্ভরশীল চল খ অভ্যন্তরীণ চল
গ মধ্যবর্তী চল ঘ বাহ্যিক চল

১৫. একাধিক পরীক্ষণপত্রের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে দলকে কত ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৬. ম্যাক্‌গুইগানের মতে, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব কতভাবে লক্ষ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১৭. পরীক্ষণমূলক সমস্যার কয়টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

১৮. কোন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি সবচেয়ে বেশি মেনে চলা হয়?
ক পরীক্ষণ খ পর্যবেক্ষণ
গ জরিপ ঘ চিকিৎসামূলক

১৯. পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা—
i. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
ii. পুনরাবৃত্তি iii. কৃত্রিম পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে চলের বিন্যাস ব্যবহার করা যায় কোনটি অনুযায়ী?
ক প্রকল্প খ চল
গ নকশা ঘ সমস্যা

২১. সাথি তার পরীক্ষণের জন্য আলোযুক্ত ঘর বাদ দিয়ে অন্ধকার ঘর বেছে নিল। সাথি চল নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশল গ্রহণ করেছে?
ক সমতা খ অপসারণ
গ ভারসাম্য ঘ প্রতিভারসাম্য

২২. পরীক্ষণের কোন মাধ্যমের সাহায্যে পক্ষপাতহীনভাবে নমুনা নির্বাচন করা হয়?
ক দৈবায়ন খ তুল্যমূল্যায়ন
গ অপসারণ ঘ ধ্রুবকতা

২৩. পরীক্ষণে প্রধানত কয় ধরনের নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

২৪. কোন চল সব সময় পরীক্ষণ পাত্রের সজো সম্পর্কযুক্ত?
ক বাহ্যিক চল খ নির্ভরশীল চল
গ অভ্যন্তরীণ চল ঘ আপেক্ষী চল

২৫. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চলকে একত্রে কোন চল বলে?
ক নিয়ন্ত্রিত চল খ অনিয়ন্ত্রিত চল
গ নির্ভরশীল চল ঘ অনির্ভরশীল চল

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১.▶ মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হোসাইন বাংলাদেশে যৌন হয়রানি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ বের করতে চায়। এজন্য সে এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে উপস্থাপন করে এর উত্তর সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিল। পরবর্তীতে সে অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত উত্তরসমূহ বিশ্লেষণ করে যৌন হয়রানি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ তালিকাবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে চায়।

ক. পরীক্ষণ দল কী? ১
খ. নির্ভরশীল চলের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. হোসাইনের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. হোসাইনের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করো। ৪

২. ▶মনোবিজ্ঞানের ছাত্র অলি আহমদ শ্রেণি শিক্ষককে প্রশ্ন করল যে, মনোবিজ্ঞানে চলসমূহের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যেমন রসায়ন বা পদার্থ বিজ্ঞানের মতো নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া যায় না। তথাপি এটিকে কোন বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। মনোবিজ্ঞানের শ্রেণি শিক্ষক অধ্যাপক আজিজুর রহমান বললেন যে, মনোবিজ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলসমূহের নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া না গেলেও মনোবিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গবেষণার সমস্যা শনাক্ত করেন, এরপর ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে উপাত্ত সংগ্রহ করে ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাই মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত।

ক. জরিপ পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. মনোবিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণা ফলাফল জার্নালে বা পুস্তকে প্রকাশের কারণগুলো কী কী? ২

গ. অধ্যাপক আজিজুর রহমানের উল্লিখিত পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অধ্যাপক আজিজুর রহমানের উল্লিখিত পদ্ধতির সাধারণ (Common) বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. ▶ সিনহার ছোট বোন ৬ বছরের ইশিতা কিছুদিন পূর্ব থেকে সূচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব কিছুতেই তার শঙ্কা ও সন্দেহ। দিনের অধিকাংশ সময় তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই কেটে যায়। ইদানীং সে ছায়া দেখে ভয় পাওয়া শুরু করেছে। এমনকি মাঝে মাঝে নিজের ছায়া দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। সিনহার বাবা ইকরাম সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইশিতাকে নিয়ে মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হবেন। যখন মনোবিজ্ঞানীর কাছে ইশিতাকে নেওয়া হলো, মনোবিজ্ঞানী নুসরাত জাহান ইশিতার অতীত ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, তার ভাইবোনদের সাথে আচার-আচরণ ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তার সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন।

ক. পরিসংখ্যান পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের ২টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী কী? ২

গ. মনোবিজ্ঞানী নুসরাত জাহানের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা দাও।৩

ঘ. মনোবিজ্ঞানী নুসরাত জাহানের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের যৌক্তিক আলোচনা করো। ৪

৪. ▶ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে সিডর নামক এক ভয়াবহ সাইক্লোন। এতে ঐ অঞ্চলের জনজীবন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির পক্ষ থেকে মনোবিজ্ঞানী মোহাম্মদ আবু ইদ্রিসকে পাঠানো হয়। তিনি নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য গোপন রেখে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করেন এবং গবেষণার ফলাফল প্রদান করেন।

ক. নির্ভরশীল চল কাকে বলে? ১

খ. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে 'পুনরাবৃত্তি' প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ সংঘটিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাথে পদ্ধতিমূলক পর্যবেক্ষণের বৈসাদৃশ্য কোথায়? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৫. ▶ সমাজ মনোবিজ্ঞানী দিলরুবা আফরোজ মনোবিজ্ঞানীদের সমাবেশে বললেন যে, সমাজে চরমপন্থার বিকাশ হচ্ছে। দিন দিন মানুষ ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। চরমপন্থা বিকাশের মনোসামাজিক উপাদানগুলো বের করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। মনোবিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে গবেষণায় এগিয়ে আসতে হবে। এই বক্তব্যে তরুণ মনোবিজ্ঞানীরা। চরমপন্থার উৎপত্তি ও বিকাশে দায়ী উপাদানগুলো বের করতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

ক. বাহ্যিক চল কাকে বলে? ১

খ. বস্তুনিষ্ঠতা বলতে কী বোঝায় ২

গ. উক্ত সামাজিক সমস্যার কারণ ও সমাধান জানতে মনোবিজ্ঞানীরা যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ে গবেষণায় অনুধ্যান পদ্ধতি কি ব্যবহার করা যায়? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬. ▶ রিয়াজ, মেহেদি এবং সুমি প্রায়ই গ্রুপস্ট্যাডি করে। তারা ঠিক করল প্রতিদিন একজন একটি বিষয় ভালো করে পড়ে আসবে এবং সে অন্যদেরকে ঐ বিষয়টা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেদী পরীক্ষণ পদ্ধতির সংজ্ঞা, সুমি পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা পড়ে আসার কথা নিশ্চিত করল। পরের দিন সবাই যার যার বক্তব্য অন্যকে আলোচনা করে শোনালো।

ক. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কাকে বলে? ১

খ. 'সাধারণীকরণ'— বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মেহেদি ও সুমির বক্তব্য কী ছিলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিয়াজের বক্তব্যের আলোকে পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো। ৪

৭. ▶ মনোবিজ্ঞানী দীনেশ একটি গবেষণাকর্মের অংশ হিসেবে জীবন সন্তুষ্টি মানক ব্যবহার করে ১০০ জন কর্মজীবী নারী ও ১০০ জন গৃহিণী নারীর জীবন সন্তুষ্টির সাফল্যাংক পরিমাপ করলেন। তিনি এর মাধ্যমে দেখতে চান যে নারীদের কর্মজীবী হওয়া বা না হওয়া তাদের জীবন সন্তুষ্টির সাফল্যাঙ্কে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে কিনা? তাই তিনি কর্মজীবী ও গৃহিণী নারীদের জীবন সন্তুষ্টির পার্থক্য যাচাই করার জন্য প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের ওপর t পরীক্ষা প্রয়োগ করে দেখলেন যে, কর্মজীবী নারীদের চেয়ে গৃহিণী নারীরা জীবন সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগিয়ে।

ক. কার্যকারণ সম্পর্ক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে পাওয়া যায়। ১

খ. প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. মনোবিজ্ঞানী দীনেশ, তার গবেষণায় যে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন সেগুলোর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. মনোবিজ্ঞানী দীনেশের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮. ▶ মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী জেসমিন নাহার তার এমফিল ডিগ্রির অংশ হিসেবে একটি গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। তিনি ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়ার ধরন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বর্ণনা তৈরি করতে চান। তাই তিনি রাজধানীর কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য তৈরি ১টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদেরকে নিয়ে গবেষণা করবেন বলে নির্বাচন করলেন।

ক. চল কী? ১

খ. চলের প্রকারভেদগুলো কী কী? ২

গ. জেসমিন নাহারের গবেষণার জন্য যে ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার অধিক যুক্তিযুক্ত তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. জেসমিন নাহারের গবেষণায় ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কয়টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২. কোন পদ্ধতিতে ব্যক্তির অতীত ইতিহাস জানতে চাওয়া হয়?
(ক) পরীক্ষণ পদ্ধতিতে
(খ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে
(গ) চিকিৎসামূলক পদ্ধতিতে
(ঘ) জরিপ পদ্ধতিতে

৩. গবেষক প্রাণীর আচরণের ওপর কোন ধরনের চলের প্রভাব লক্ষ করেন?
(ক) নির্ভরশীল চল (খ) অনির্ভরশীল চল
(গ) মধ্যবর্তী চল (ঘ) বাহ্যিক চল

৪. মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উদ্দীপক কী ধরনের চল?
(ক) নির্ভরশীল চল (খ) অনির্ভরশীল চল
(গ) মধ্যবর্তী চল (ঘ) বাহ্যিক চল

৫. গাড়িচালক ট্রাফিক সিগনালের লাল বাতির আলো দেখে গাড়ি চালানো বন্ধ করলেন। এই আলো কোন ধরনের চলক?
(ক) নির্ভরশীল চল (খ) অনির্ভরশীল চল
(গ) বাহ্যিক চল (ঘ) মধ্যবর্তী চল

৬. নিচের কোন চলটিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না?
(ক) গাড়ি থামানো (খ) আলো জ্বলা
(গ) ক্ষুধা (ঘ) সবুজ আলো

৭. নির্ভরশীল চল কোন চল কর্তৃক সৃষ্ট?
(ক) বাহ্যিক চল (খ) মধ্যবর্তী চল
(গ) অনির্ভরশীল চল (ঘ) আপেক্ষিক চল

৮. পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রণ বলতে মূলত কোনটির নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়?
(ক) সমস্যা (খ) ফলাফল
(গ) উপাত্ত (ঘ) চল

৯. যে প্রকল্প একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য হয় বা কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র সত্য হয় তাকে কোন প্রকল্প বলে?
(ক) সর্বজনীন (খ) অস্তিত্ববাদী
(গ) সর্বনিম্ন পর্যায়ের (ঘ) সর্বোচ্চ পর্যায়ের

১০. কোনটি ব্যতীত কোনো পরীক্ষণ কল্পনাই করা যায় না?
(ক) সমস্যা (খ) প্রকল্প
(গ) পরীক্ষণপাত্র (ঘ) পরীক্ষণকারী

১১. যেসব তথ্য উৎস থেকে সংগৃহীত হবার পর অন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয় তাকে কোন উপাত্ত বলা হয়?
(ক) প্রাথমিক উপাত্ত (খ) পরোক্ষ উপাত্ত
(গ) গৌণ উপাত্ত (ঘ) মুখ্য উপাত্ত

১২. কোনটির মাধ্যমে তথ্যসমূহে সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট হয়?
(ক) শ্রেণিবিন্যাসের (খ) সারণির
(গ) বর্ণনার (ঘ) কেন্দ্রীয় প্রবণতার

১৩. জরিপভিত্তিক গবেষণার বিরাট সংখ্যক নমুনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যরাশিকে কোনটি না করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়?
(ক) শ্রেণিবিন্যাস (খ) কেন্দ্রীয় প্রবণতা
(গ) সারণিবন্ধ (ঘ) বিচ্যুতি

১৪. গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ছক বা চিত্রের সাহায্য নেওয়া হবে কিনা তা কোনটির ওপর নির্ভর করে?
(ক) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের
(খ) উপাত্তের বৈশিষ্ট্যের
(গ) চলের (ঘ) সমস্যার ধরনের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সায়েম 'Job satisfaction' এর ওপর গবেষণা করতে গিয়ে সে বিষয়ে তার মনে আরো নতুন নতুন প্রশ্ন জাগে এবং এ সকল প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর কী হবে সে সম্পর্কেও ধারণা আসে। আর এসব ধারণাগুলো সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে।

১৫. সায়েমের মনে যেসব প্রশ্ন জাগে এবং তার সম্ভাব্য উত্তর কী হবে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে কী বলে?
(ক) পর্যবেক্ষণ (খ) পরীক্ষণ
(গ) প্রকল্প (ঘ) চল

১৬. সায়েমের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের ধারণাকে যা বলে তার বৈশিষ্ট্য—
i. যৌক্তিক হবে
ii. সত্য ঘটনাভিত্তিক হবে
iii. কার্যকারণ সম্পর্ক হবে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. সকল যৌক্তিক সম্পর্কের সত্যতা যাচাই করার জন্য কোন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়?
(ক) সর্বজনীন
(খ) অস্তিত্ববাদী
(গ) উচ্চতর পর্যায়ের
(ঘ) অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়ের

১৮. কোন প্রকল্পে দুটি চলের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়?
(ক) সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রকল্পে
(খ) সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রকল্পে
(গ) সর্বজনীন প্রকল্পে (ঘ) অস্তিত্ববাদী প্রকল্পে

১৯. যাদের ওপর কোনো বিশেষ শর্ত আরোপ করা হয় তাদের কোন দল বলে?
(ক) পরীক্ষণ দল (খ) নিয়ন্ত্রিত দল
(গ) পর্যবেক্ষণ দল (ঘ) প্রকল্পিত দল

২০. যাদের ওপর কোনো শর্ত প্রয়োগ করা হয় না তাদের কোন দল বলে?
(ক) পরীক্ষণ দল (খ) নিয়ন্ত্রিত দল
(গ) পর্যবেক্ষণ দল (ঘ) প্রকল্পিত দল

২১. সমস্যার ভালো উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়—
i. জার্নাল
ii. আনুষঙ্গিক বই
iii. গবেষণা প্রতিবেদন

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. নিচের কোনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি?
(ক) পরিসংখ্যান পদ্ধতি
(খ) চিকিৎসামূলক পদ্ধতি
(গ) পরীক্ষণ পদ্ধতি
(ঘ) জরিপ পদ্ধতি

২৩. 'পারিপার্শ্বিক গোলমাল শিক্ষণকে বিলম্বিত করে'— এখানে শিক্ষণ কোন ধরনের চল?
(ক) নির্ভরশীল চল (খ) অনির্ভরশীল চল
(গ) মধ্যবর্তী চল (ঘ) অভ্যন্তরীণ চল

২৪. চল নিয়ন্ত্রণ কৌশলের তুল্যমূল্যায়ন পদ্ধতিতে কয়টি দল থাকে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২৫. মিছিলের শব্দ, হৈ-চৈ পরিবেশ, অতি শীত বা তাপমাত্রাপূর্ণ পরিবেশ এগুলো কোন চল?
(ক) নির্ভরশীল চল (খ) অনির্ভরশীল চল
(গ) মধ্যবর্তী চল (ঘ) বাহ্যিক চল

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর																										
	১	(গ)	২	(গ)	৩	(ক)	৪	(ঘ)	৫	(গ)	৬	(গ)	৭	(ক)	৮	(খ)	৯	(গ)	১০	(ক)	১১	(ক)	১২	(খ)	১৩	(গ)
	১৪	(ঘ)	১৫	(ক)	১৬	(খ)	১৭	(ক)	১৮	(ক)	১৯	(ক)	২০	(গ)	২১	(খ)	২২	(ক)	২৩	(ক)	২৪	(খ)	২৫	(ক)		

সেট-২

উত্তর																										
	১	(ক)	২	(গ)	৩	(খ)	৪	(খ)	৫	(খ)	৬	(গ)	৭	(গ)	৮	(ঘ)	৯	(খ)	১০	(ক)	১১	(গ)	১২	(ক)	১৩	(গ)
	১৪	(খ)	১৫	(গ)	১৬	(ক)	১৭	(ঘ)	১৮	(ক)	১৯	(ক)	২০	(খ)	২১	(ঘ)	২২	(গ)	২৩	(ক)	২৪	(ক)	২৫	(ঘ)		

প্রশ্ন ▶ ১ রিয়াজ, মেহেদি এবং সুমি প্রায়ই গ্রুপস্ট্যাডি করে। তারা ঠিক করল প্রতিদিন একজন একটি বিষয় ভালো করে পড়ে আসবে এবং সে অন্যদেরকে ঐ বিষয়টা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেদী পরীক্ষণ পদ্ধতির সংজ্ঞা, সুমি পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা পড়ে আসার কথা নিশ্চিত করল। পরের দিন সবাই যার যার বক্তব্য অন্যকে আলোচনা করে শোনাল। ◀ শিখনফল: ২

ক. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কাকে বলে? ১

খ. 'সাধারণীকরণ'— বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মেহেদী ও সুমির বক্তব্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিয়াজের বক্তব্যের আলোকে পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধরনের প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের সম্ভাব্য বেশ কয়েকটি উত্তর দেওয়া থাকে এবং উত্তরদাতাকে যে কোনো একটি উত্তর বেছে নিতে হয়, তাকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলে।

খ অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত গবেষণাপূর্বক বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফল স্থান-কাল-পাত্রভেদে এক জাতীয় সকল ক্ষেত্রের জন্য সত্য বলে গ্রহণ করাকে সাধারণীকরণ বলে।

সাধারণীকরণ পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিশালাকৃতির জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণের প্রাণীকুলের ওপর গবেষণা করা সম্ভব হয় না। এ জন্য মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় গবেষক পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ বা প্রাণীর প্রতিনিধিত্বমূলক এক বা একাধিক দলের ওপর গবেষণা করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সকল মানুষ বা প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব বা সূত্র প্রণয়ন করেন। একে সাধারণীকরণ বলে।

গ উদ্দীপকে মেহেদী ও সুমির বক্তব্যে যথাক্রমে পরীক্ষণ পদ্ধতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটিই সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণাকার্যে এ পদ্ধতিই সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরীক্ষণ হলো একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, যেখানে, পরীক্ষক দুটি চলের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য একটির মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন এনে দেখেন এর ফলে অন্যটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় কিনা অর্থাৎ পরীক্ষণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সুপরিকল্পিত অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উদ্দীপকের প্রতি পরীক্ষণ পাত্রের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

উদ্দীপকে সুমি কর্তৃক পরীক্ষণ পদ্ধতির যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো—

এ পদ্ধতি একাধিক চলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।

- পরীক্ষণ পাত্রের ওপর অন্যান্য চল বা উপাদানের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- এখানে পরীক্ষণকারী তার ইচ্ছেমতো চল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষক সরাসরি উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এখানে ফলাফল যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।
- এ পদ্ধতির উপাত্তগুলো পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

এছাড়াও পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দকে অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান কার্য-পরিচালনা করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে রিয়াজ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে পরীক্ষণ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হলো এ পদ্ধতিতে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতি মেনে চলা হয়। এখানে পরীক্ষণের পরিবেশ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং পরীক্ষক প্রয়োজনবোধে কোনো একটি বিষয়ের ওপর বার বার পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করতে পারে। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভুল, যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং ব্যক্তিদোষে দুষ্ট হতে পারে না বলে এ পদ্ধতির ফলাফল অধিক নির্ভরযোগ্য হয়। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষণের নিয়মাবলি ও ফলাফল বস্তুনিষ্ঠভাবে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যায় এবং এখানে নকশানুযায়ী চলের বিন্যাস ও ব্যবহার করা যায়।

উপরোল্লিখিত সুবিধার পাশাপাশি উদ্দীপকে রিয়াজ পরীক্ষণ পদ্ধতির কতিপয় অসুবিধার কথাও উল্লেখ করে। যেমন-দাঙ্গাকারীর আচরণ, মিছিলকারীর আচরণ ইত্যাদি যেসব ঘটনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব না সে সব ঘটনার জন্য পরীক্ষককে অপেক্ষা করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অচল। যে সব আচরণ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয় সে সব ক্ষেত্রে (যেমন-জনমত, মনোভাব, বিশ্বাস ইত্যাদি) পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার খুবই অসুবিধাজনক। এছাড়া এ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান অসুবিধা হলো এখানে কৃত্রিম পরিবেশে পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবের আচরণও কৃত্রিম হয়ে যেতে পারে। আবার পরীক্ষণ পাত্র সব সময় পরীক্ষণকারীকে সহযোগিতা নাও করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষণ পদ্ধতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিজ্ঞাননির্ভর পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানকে পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত করার ব্যাপারে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২ মনোবিজ্ঞানী জিসান গরিলাদের বংশ বৃদ্ধি সম্পর্কিত আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। গরিলারা তাদের যৌনসঙ্গী নির্বাচনে কী কী বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয় তা তার গবেষণার বিষয়। তাই তিনি ১০টি বিভিন্ন শারীরিক আকার ও আকৃতির সমবয়সী পুরুষ ও মহিলা গরিলা একটি বড় খাঁচায় রাখলেন। গরিলাদের কণ্ঠস্বরেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, যেমন— মোটা, তীক্ষ্ণ, ভারী প্রভৃতি। তিনি গরিলাদের আচার-আচরণ ১ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন। ◀ শিখনফল: ৪

ক. দৈবচয়ন কী? ১
খ. পরীক্ষণে সমস্যা বলতে কী বোঝ? ২
গ. জিসান সাহেব যে ধরনের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উক্ত ক্ষেত্রে জিসান সাহেবের অনুসৃত পদ্ধতি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈবচয়ন হলো এমন এক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পরীক্ষণে পক্ষপাতহীন নমুনা বা পরীক্ষণ পাত্র নির্বাচন করা হয়।

খ যে সুনির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা হয় তাই পরীক্ষণে সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। পরীক্ষণে সমস্যাই প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করা হয়।

পরীক্ষণে সমস্যা হতে হলে সমস্যাটি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাধানযোগ্য হতে হয়। যে সমস্যা বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাধারন করা না বা উত্তর প্রদান করা যায় না অথবা সে সমস্যা অল্পতেই যেকেউ সমাধান করতে পারে বা উত্তর প্রদান করতে পারে তা পরীক্ষণে সমস্যা হিসেবে গণ্য হয় না।

গ জিসান সাহেব তাঁর গবেষণায় নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

তিনি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, গরিলাদের কোন কোন আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কীভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য তাঁর কী কী উপকরণ উপস্থাপন করতে হবে তা তিনি আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হলো এমন একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যেখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো বিষয় বা ঘটনার সামনে উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই পদ্ধতির দুটি ধরন আছে যথা: ১. প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং ২. পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। জিসান সাহেব অনুসৃত নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটির ধরন ছিল পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ। এই পদ্ধতিতে কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে ঘটনার কোন কোন উপাদান পর্যবেক্ষণ করতে হবে কখন এবং কীভাবে করতে হবে কী কী উপকরণ উপস্থাপন করতে হবে, তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। এক্ষেত্রে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় যেন পরীক্ষণপাত্র পর্যবেক্ষণকারীকে দেখতে না পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জিসান সাহেব তার গবেষণায় নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন।

ঘ জিসান সাহেবের গবেষণায় নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি একটি যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

উদ্দীপকে বর্ণিত গবেষণায় চলের শনাক্তকরণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী চলের প্রয়োগ অসম্ভব। মূলত এই গবেষণার বিষয়টি এমন যে, এটি স্বাভাবিক পরিবেশ ছাড়া ঘটা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে গরিলাদের যৌনসঙ্গী নির্বাচন সম্পর্কিত আচরণ অনুধ্যান করা সঠিক ফলাফল পাওয়ার অন্তরায়। কারণ গরিলাদের যৌনসঙ্গী নির্বাচন একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। প্রকৃতপক্ষে প্রাণীদের বাস্তবজীবনে (real life) ঘটা কোনো আচরণ বা ঘটনা বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করার জন্য উক্ত আচরণ সংগঠিত হওয়ার পরিস্থিতি বা পরিবেশ সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকতে হয়। তাই এটি অনুধ্যানে নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিই উপযুক্ত পদ্ধতি। যেহেতু একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতেই প্রাণীদের আচরণ স্বাভাবিক পরিবেশে অনুধ্যান করা সম্ভব।

যেহেতু একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারাই মনোবিজ্ঞানীরা আচরণ বা ঘটনা ঘটার পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেতে পারেন।

গরিলাদের যৌনসঙ্গী নির্বাচন সম্পর্কিত আচরণ তাদের ইচ্ছাধীন বিষয়। এটি কখন সংঘটিত হবে তা গবেষকের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। তাই গরিলাদের দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া অন্য উপায়ে এই বিষয়ে অনুধ্যান করা সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞানী জিসান সাহেব অনুসৃত অনুধ্যান পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও সঠিক ছিল।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ সমাজ গবেষক রিয়া সমাজের মানুষের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি যে তথ্য খুঁজে পান, তা নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য। এরপর তিনি অর্জিত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে একটি পথনির্দেশনা তৈরি করেন। *◀ শিখনফল: ১*

ক. গবেষণা কী? ১
খ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে রিয়ার গবেষণা পদ্ধতি কি বৈজ্ঞানিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রিয়ার পথনির্দেশনা তৈরির প্রক্রিয়াটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানই গবেষণা।

খ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে অনুসন্ধানের সেই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার দ্বারা ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান আহরণ সম্ভব। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একটি অপরিহার্য উপাদান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানী সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করো।

ঘ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপটি বিশ্লেষণ করো।

অষ্টম অধ্যায়

পরিসংখ্যান

প্রশ্ন ▶১ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক শহীদুল্লাহ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, মনোবিজ্ঞান গবেষণায় পরিসংখ্যানের ব্যবহার বহুবিধ। উপাত্তকে বিন্যস্ত করা থেকে শুরু করে নির্বাচিত নমুনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বৃহত্তর জনসমষ্টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত পরিসংখ্যানের ব্যবহার অপরিহার্য। এছাড়া মনোবিজ্ঞানীরা চলসমূহের সম্পর্কের ধরন পরিসংখ্যানগতভাবে অনুধ্যান করে, সেই সাথে এক চলের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে অন্য চলের পরিবর্তন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. পরিসর কাকে বলে? ১

খ. আনুমানিক গড় বলতে কী বুঝ? ২

গ. অধ্যাপক শহীদুল্লাহর বক্তব্যের ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানের ব্যবহার বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানের পার্থক্যসমূহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একগুচ্ছ সাফল্যাঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সাফল্যাঙ্কের পার্থক্যকে পরিসর বলে।

খ কোন নিবেশনের পৌনঃপুণ্যের সমষ্টিকে দুই দ্বারা ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা ক্রমবর্ধিষ্ণু পৌনঃপুণ্যের যে অঙ্কটির মধ্যে পড়ে তা যে শ্রেণিতে আছে সেই শ্রেণির মধ্যবিন্দু হলো আনুমানিক গড়। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করতে অনুমানিক গড়ের ধারণাটি ব্যবহৃত হয়।

গ অধ্যাপক শহীদুল্লাহর বক্তব্যে, মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত ৩ প্রকারের পরিসংখ্যানের ব্যবহার আলোচিত হয়েছে। যথা– ১. বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান, ২. অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান এবং ৩. পূর্বানুমান পরিসংখ্যান। মনোবিজ্ঞানে এগুলোর নানাবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান সাধারণত বহুসংখ্যক উপাত্তকে সুবিন্যাস্ত করা এবং এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপন করতে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও দুইটি ভিন্ন উপাত্ত গুচ্ছের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে লেখচিত্র, গড়, মধ্যক, আদর্শ বিচ্যুতি প্রভৃতি অন্যতম।

মনোবিজ্ঞানীরা একটি নির্বাচিত নমুনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করেন।

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় ও এই সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তাই মনোবিজ্ঞানীরা কোনো একটি চলের মাত্রাগত বা পরিমাণগত পরিবর্তনের কারণে অন্যান্য চলের সম্ভাব্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে বিশ্লেষণ করে চলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ও পরিমাণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পূর্বানুমান পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহকে ব্যবহার করে থাকেন।

ঘ অধ্যাপক শহীদুল্লাহর বক্তব্যে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান, অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান ও পূর্বানুমান পরিসংখ্যানের মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্যসমূহ আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের পরিসংখ্যানের পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারগত ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও এরা একে অপরের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। নিম্নে এই ধরনের পরিসংখ্যানের মৌলিক ও ব্যবহারগত পার্থক্যসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো।

মৌলিকভাবে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের পদ্ধতিসমূহ সংগৃহীত উপাত্তসমূহের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য জানার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয় ছোট-ছোট নমুনা জরিপে সংগৃহীত উপাত্তসমূহের ওপর ভিত্তি করে একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা নমুনা সমগ্রক সম্পর্কে অনুমান করতে। অপরদিকে পূর্বানুমান পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয় অনির্ভরশীল চলের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে নির্ভরশীল চলের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে। বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের পদ্ধতিসমূহ দ্বারা ভুলের পরিমাণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায় না। কিন্তু অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান ও পূর্বানুমান পরিসংখ্যানের পদ্ধতিসমূহে ভুলের পরিমাণকে গাণিতিকভাবে নির্ণয় করে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান মনোবিজ্ঞানের চলসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে অপরাগ। কিন্তু পূর্বানুমান পরিসংখ্যানের পদ্ধতিসমূহ চলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত প্রদানে সহায়ক। অপরদিকে অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যানের পদ্ধতিসমূহ মনোবিজ্ঞানের এক বা একাধিক চলের সাপেক্ষে ক্ষুদ্রতর নমুনা থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা করতে সাহায্য করে।

সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য সংগৃহীত উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে তিন ধরনের পরিসংখ্যানের পদ্ধসিমূহকে ব্যবহার করেন। একটি গবেষণার কার্যকর ফলাফল পেতে হলে প্রথমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে বিন্যস্ত করে এর এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বের করতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান বা পূর্বানুমান পরিসংখ্যানের উপর্যুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

প্রশ্ন ▶২ শাহ্বাজপুর বিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে ৭ম শ্রেণির ৫০ ছাত্র ছাত্রীর বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যবধান- পৌনঃপুণ্য

১৩৫ –১৩৯ –১
১৩০ –১৩৪ – ৩
১২৫ –১২৯ – ৫
১২০ –১২৪ – ৭
১১৫ –১১৯ – ৮
১১০ –১১৪ – ৯
১০৫ –১০৯ – ৬
১০০ –১০৪ – ৪
৯৫ – ৯৯ – ৫
৯০ – ৯৪ – ২

N = ৫০

২০১৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষার পর ৭ম শ্রেণির ৫ জন ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল, ১৩১, ১০৪, ১২২, ৯৫, ও ১২৪। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. ভগ্ন-বণ্টন কাকে বলে? ১

খ. বণ্টনের সমরূপতা বলতে কী বুঝ? ২

গ. ২০১৫ সালের ৭ম শ্রেণির ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধ্যঙ্কের চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. ৫ জন ছাত্রছাত্রী চলে যাওয়ার পর চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতির মানের কোনো পরিবর্তন হবে কী? প্রমাণসহ উত্তর দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগ্ন-বণ্টন হলো সেই বণ্টন, যা শূন্য থেকে শুরু না হয়ে পরবর্তী যে কোনো সংখ্যা হতে শুরু হয়।

খ কোনো বণ্টনের সাফাল্যাঙ্কের মধ্যকার বিচ্যুতির সর্বনিম্ন মানকে সমরূপতা বলে।

সমরূপতা ও বিষমতা পরস্পর বিপরীত। বিচ্যুতির পরিমান বিষমতা নির্দেশ করে। কোন বণ্টনের বিচ্যুতির মান শূন্যের (০) যত কাছাকাছি সেই বণ্টনটির সমরূপতা ততো বেশি।

গ নিচে শাহবাজপুর বিদ্যালয়ের ২০১৫ সালের ৭ম শ্রেণির ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধ্যঙ্কর চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি নির্ণয় করা হলো—

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুণ্য *f*)	ক্রমবর্ধিষ্ণু পৌনঃপুণ্য (*cf*)
১৩৫-১৩৯	১	৫০
১৩০-১৩৪	৩	৪৯
১২৫-১২৯	৫	৪৬
১২০-১২৪	৭	৪১
১১৫-১১৯	৮	৩৪
১১০-১১৪	৯	২৬
১০৫-১০৯	৬	১৭
১০০-১০৪	৪	১১
৯৫-৯৯	৫	৭
৯০-৯৪	২	২
	N = ৫০	

১ম চতুর্থাকের ক্ষেত্রে, $\frac{N}{৪} = \frac{৫০}{৪} = ১২.৫০$

\ ১২.৫০ সংখ্যাটি ক্রমবর্ধিষ্ণু পৌনঃপুণ্যের ১৭ এর মধ্যে আছে। অর্থাৎ ১ম চতুর্থকটি ১০৫-১০৯ শ্রেণিতে রয়েছে।

সুতরাং,

$$Q_১ = L_1 + \left\{\frac{\frac{N}{৪} - cf_১}{f_১}\right\} \times i$$

$$= 104.50 + \left\{\frac{\frac{৫০}{৪} - ১১}{৬}\right\} \times ৫$$

$$= ১০৪.৫০ + \left\{\frac{১২.৫ - ১১}{৬}\right\} \times ৫$$

$$= ১০৪.৫০ + ০.২৫ \times ৫$$

$$= ১০৫.৭৫$$

এখানে,

L_1 = চতুর্থক শ্রেণির প্রকৃত নিম্নসীমা = ১০৪.৫০

N = ৫০

$Cf_১$ = চতুর্থক শ্রেণির নিম্নতর শ্রেণির ক্রমবর্ধিষ্ণু পৌনঃপুণ্য = ১১

i = শ্রেণিসীমা = ৫

f = চতুর্থক শ্রেণির পৌনঃপুণ্য = ৬

আবার, তৃতীয় চতুর্থকের ক্ষেত্রে,

$$\frac{৩N}{৪} = \left(\frac{৩ \times ৫০}{৪}\right) = \frac{১৫০}{৪} = ৩৭.৫০$$

অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থকটি ১২০ – ১২৪ শ্রেণিতে আছে।

সুতরাং,

$$Q_৩ = L + \left(\frac{\frac{৩N}{৪} - cf_৩}{f}\right) \times i$$

$$= ১১৯.৫০ + \left(\frac{\frac{৩ \times ৫০}{৪} - ৩৪}{৭}\right) \times ৫$$

$$= ১১৯.৫০ + \left(\frac{৩৭.৫০ - ৩৪}{৭}\right) \times ৫$$

$$= ১১৯.৫০ + ২.৫০$$

$$= ১২২$$

এখানে,

L = ১১৯.৫০

n = ৫০

$Cf_৩$ = ৩৪

f = ৭

i = ৫

∴ চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি $Q = \frac{Q_৩ - Q_১}{২}$

$$= \frac{১২২ - ১০৫.৭৫}{২}$$

$$= \frac{১৬.২৫}{২}$$

$$= ৮.১২৫ \text{ (প্রায়)}$$

সুতরাং, নির্ণেয় চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি = ৮.১৩ (প্রায়)

ঘ ১৩১, ১০৪, ১২২, ৯৫ ও ১২৪ বুদ্ধাঙ্কের ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী চলে গেলে উদ্দীপকের ১৩০–১৩৪, ১০০–১০৪, ১২০–১২৪ এবং ৯৫– ৯৯ শ্রেণিসমূহের নতুন পৌনঃপুন্য হবে যথাক্রমে ২, ৩, ৫ এবং ৪। সুতরাং বিন্যস্ত উপাত্তটি হবে নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুণ্য	ক্রমবর্ধিষ্ণু পৌনঃপুন্য
১৩৫-১৩৯	১	৪৫
১৩০-১৩৪	২	৪৪
১২৫-১২৯	৫	৪২
১২০-১২৪	৫	৩৭
১১৫-১১৯	৮	৩২
১১০-১১৪	৯	২৪
১০৫-১০৯	৬	১৫
১০০-১০৪	৩	৯
৯৫-৯৯	৪	৬
৯০-৯৪	২	২
	N = ৪৫	

প্রথম চতুর্থকের ক্ষেত্রে,

$$\frac{N}{৪} = \frac{৪৫}{৪} = ১১.২৫$$

সুতরাং ১ম চতুর্থকটি ১০৫ – ১০৯ শ্রেণিতে আছে।

$$\therefore Q_১ = L + \left(\frac{\frac{N}{৪} - Cf_1}{f}\right) i$$

$$= ১০৪.৫০ + \left(\frac{\frac{৪৫}{৪} - ৯}{৬}\right) \times ৫$$

$$= ১০৪.৫০ + \left(\frac{১১.২৫ - ৯}{৬}\right) \times ৫$$

$$= ১০৪.৫০ + ১.৮৭৫$$

$$= ১০৬.৩৭৫$$

‰LvGb,
N = 45
Cf_i = 9
f = 6
i = 5
L = 104.50

তৃতীয় চতুর্থকের ক্ষেত্রে,

$$\frac{৩N}{৪} = \frac{৩ \times ৪৫}{৪} = ৩৩.৭৫$$

সুতরাং ৩য় চতুর্থকটি ১২০ – ১২৪ শ্রেণীতে আছে।

$$\text{সুতরাং } Q_৩ = L + \left(\frac{\frac{৩N}{৪} - Cf_i}{f}\right) i$$

$$Q_৩ = ১১৯.৫০ + \left(\frac{\frac{৩ \times ৪৫}{৪} - ৩২}{৫}\right) \times ৫$$

$$= ১১৯.৫০ + ১.৭৫$$

$$= ১২১.২৫$$

‰LvGb,
C = 119.50
N = 45
Cf_i = 32
f = 5
i = 5

$$\text{সুতরাং } Q = \frac{Q_৩ - Q_১}{২}$$

$$= \frac{১২১.২৫ - ১০৬.৩৭৫}{২}$$

$$= \frac{১৪.৮৭৫}{২}$$

$$= ৭.৪৩৭৫$$

$$= ৭.৪৪ \text{ (প্রায়)}$$

ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী চলে যাওয়ার পর চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি হ্রাস পায় অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমরূপতা বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতির মানেরও পরিবর্তন ঘটে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶ ৩ শামসনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ৭ম শ্রেণির ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর ইংরেজীতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শ্রেণি শিক্ষক দেলোয়ার সাহেব দাবি করলেন যে, ৭ম শ্রেণির ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা ইংরেজিতে বেশি ভালো।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর ছিলো নিম্নরূপ:

ছাত্রী: ৫৪, ৬৩, ৭৭, ৪৭, ৮৪, ৯৫, ৮৭, ৬৭, ৫৬, ও ৪০।

যেখানে, $N = ১০, \bar{X} = ৬৭$ এবং $\Sigma|X - \bar{X}|^2 = ৩০০৮$

ছাত্র: ৫৩, ৬১, ৭০, ৫৪, ৮০, ৭৭, ৮১, ৭৩, ৫০, ৫৬, ৬৬, ৭৮, ৫৯, ৮৫ ও ৬২।

যেখানে, $N = ১৫, \bar{X} = ৬৭$ এবং $\Sigma|X - \bar{X}|^2 = ১৮৫৬$

◀ *শিখনফল: ৫*

ক. অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান কাকে বলে? ১
খ. গড় বিচ্যুতির ২টি ব্যবহার লেখ। ২
গ. ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উপর্যুক্ত বিচ্যুতির পরিমাপ ব্যবহার করে দেলোয়ার সাহেবের দাবি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিসংখ্যানের যে শাখায় অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে বিরাট জনসংখ্যার সম্বন্ধে অনুমান করা হয় তাকে অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান বলে।

খ গড় বিচ্যুতির ২টি ব্যবহার নিম্নরূপ:

i সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের সম্পদের বিন্যাসের জন্য গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।

ii বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ধারণা লাভের জন্য গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করো।

ঘ ভেদাঙ্ক নির্ণয় ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ▶ ৪ ঝিকরগাছা সরকারী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মনোবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বরের গাণিতিক গড় ও গড় বিচ্যুতি ছিলো যথাক্রমে ৭৩ ও ১৫। কিন্তু নির্বাচনি পরীক্ষায় তাদের মনোবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর ৯২,৫১,৭৫, ৮৫, ৭৭, ৬৭, ৭৮, ৮৮, ৫৩ ও ৬৪। মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক সিরাজ সাহেব, ফলাফল দেখে বললেন যে, যদিও সর্বোচ্চ নম্বর কমেছে তবুও ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত ফলাফলের উন্নতি ঘটেছে। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. পূর্বানুমান পরিসংখ্যান কাকে বলে? ১
খ. পরিসরের দুটি ব্যবহার লেখ। ২
গ. নির্বাচনি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের চতুথাংশীয় বিচ্যুতি নির্ণয় করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সিরাজ সাহেবের দাবি কি সঠিক? উত্তরের পক্ষে বিচ্যুতির ধারণা ব্যবহার করে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিসংখ্যানের যে শাখায় একটি চল থেকে আর একটি চল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী বা পূর্বানুমান করা যায় তাকে পূর্বানুমান পরিসংখ্যান বলে।

খ পরিসরের ২টি ব্যবহার নিম্নরূপ:

i শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রনের জন্য পরিসর ব্যবহৃত হয়।

ii আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা যায়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে চতুথাংশীয় বিচ্যুতি নির্ণয় করো।

ঘ অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় ও ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

নিজেকে যাচাই করি

সেট-১

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. আদর্শ বিচ্যুতিকে কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক) θ খ) σ
গ) π ঘ) β

২. পরিসংখ্যানকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

৩. একগুচ্ছ সাফল্যাঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম এর পার্থক্যকে বোঝায় কোন বিচ্যুতি?
ক) পরিসর খ) গড় বিচ্যুতি
গ) আদর্শ বিচ্যুতি ঘ) বিস্তারমান

৪. বিচ্যুতির পরিমাপ কয়টি?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৫. পরিসংখ্যানে 'X' চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করে-
i. গড় ii. সাফল্যাঙ্ক
iii. মধ্যবিন্দু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করে তার সাথে ১ যোগ করলে কী পাওয়া যায়?
ক) গড় বিচ্যুতি খ) পরিসর
গ) আদর্শ বিচ্যুতি ঘ) ভেদাঙ্ক

৭. কয়টি চল এর সম্পর্ক লেখচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে জানা যায়?
ক) দুটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

৮. বিচ্যুতির সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাপ কোনটি?
ক) গড় বিচ্যুতি
খ) পরিসর
গ) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি
ঘ) আদর্শ বিচ্যুতি

৯. তৃতীয় ও প্রথম চতুর্থকের ব্যবধানের অর্ধেককে কী বলে?
ক) পরিসর খ) গড় বিচ্যুতি
গ) বিস্তারমান ঘ) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি

১০. পরিসংখ্যানবিদদের মতে, Y অক্ষের আকার X অক্ষের আকারের কত ভাগ হবে?
ক) ৭০% খ) ৭৫%
গ) ৮০% ঘ) ৮৫%

১১. পরিসংখ্যানে "$\sum$" চিহ্ন দ্বারা কী বোঝায়?
ক) গড় খ) মধ্যবিন্দু
গ) যোগফল ঘ) আনুমানিক গড়

১২. বিচ্যুতির পরিমাণ নির্দেশ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত অঙ্ক কোনটি?
ক) গড় বিচ্যুতি খ) আদর্শ বিচ্যুতি
গ) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি ঘ) পরিসর

১৩. "পরিসর হলো একটি বন্টনের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট সাফল্যাঙ্কের মধ্যে পার্থক্য?"— সংজ্ঞাটি কার?
ক) ক্রাইডার খ) মার্য়াস
গ) মান ঘ) ম্যাকমহোন

১৪. "বিচ্যুতি হলো তথ্যরাশির ভিন্নতার পরিমাপ"— সংজ্ঞাটি কার?
ক) এল. বাউলী খ) ওয়েটেন
গ) ম্যাকমহোন ঘ) ক্রাইডার

১৫. চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি নিচের কোন ব্যবধানের অর্ধেক?
ক) ১ম ও ২য় চতুর্থকের
খ) ১ম ও ৩য় চতুর্থকের
গ) ২য় ও ৩য় চতুর্থকের
ঘ) ৩য় ও ৪র্থ চতুর্থকের

১৬. যে পরিমাপ কোনো বন্টনের কেন্দ্র থেকে সাফল্যাঙ্কসমূহ দূরত্বের পরিমাণ নির্দেশ করে তাকে কী বলে?
ক) পরিসর খ) গড়
গ) বিচ্যুতি ঘ) বিস্তারমান

১৭. প্রান্তিক অস্বাভাবিক ছোট বা বড় মানের প্রভাব দূর করতে ব্যবহার করা হয় কোনটি?
ক) পরিমিত ব্যবধান
খ) গড় ব্যবধান
গ) চতুর্থক ব্যবধান
ঘ) আদর্শ ব্যবধান

১৮. পরিসংখ্যান অনুসন্ধানে কোনটির ব্যবহার খুবই সীমিত
ক) বিস্তারমানের খ) পরিসরের
গ) গড় বিচ্যুতির ঘ) আদর্শ বিচ্যুতির

১৯. চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি ব্যবহার করা যায়—
i. মুক্ত শ্রেণি উপাত্তের ক্ষেত্রে
ii. অনিয়মিত বন্টনের ক্ষেত্রে
iii. নিয়মিত বন্টনের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. গড় বিচ্যুতির সুবিধা
i. নির্ভরযোগ্য পরিমাপ
ii. নির্ণয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ
iii. চরম মান দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. যে সমস্ত তথ্য নিবেশনে তথ্যগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব বেশি, সেগুলোর বিস্তার পরিমাপের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক) গড় বিচ্যুতি খ) বিস্তারমান
গ) আদর্শ বিচ্যুতি ঘ) পরিসর

২২. সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের সম্পদের বিন্যাসের জন্য কোন বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়?
ক) আদর্শ খ) গড়
গ) চতুর্থাংশীয় ঘ) পরিসর

২৩. দুটি তথ্য নিবেশনের মধ্যকার ভেদ এবং সমজাতীয় মানের ভিত্তিতে পারস্পরিক তুলনায় কোনটি উপযোগী?
ক) বিস্তারমান খ) গড় বিচ্যুতি
গ) আদর্শ বিচ্যুতি ঘ) পরিসর

২৪. কোনো বন্টনের কেন্দ্র থেকে সবগুলো সাফল্যাঙ্কের বিচ্যুতির গড়কে কী বলা হয়?
ক) গড় ব্যবধান খ) আদর্শ বিচ্যুতি
গ) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি ঘ) বিস্তারমান

২৫. কোনো রকম গাণিতিক সূত্র ছাড়াই নির্ণয় করা যায় কোনটি?
ক) পরিসর খ) বিস্তারমান
গ) গড় বিচ্যুতি ঘ) আদর্শ বিচ্যুতি

খ. সৃজনশীল

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; মান-৫০

১.▶ রহিমদের ক্লাসে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। ৫০ নম্বরের ক্লাস টেস্ট হয়েছে। দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় ১০ জন ছাত্র বাছাই করা হলো। তাদের ক্লাস টেস্টের ফলাফল নিম্নরূপ: ৫, ৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৫, ২৪, ২৯।

ক. বিচ্যুতি পরিমাপের সহজ পদ্ধতির নাম কী? ১
খ. সূত্রসহ ভেদাংক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর আলোকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর আলোকে চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি পরিমাপ করো। ৪

২. ▶শমসের নগর মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর বাংলা ১ম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ:

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮৫-৮৯	৪

৮০-৮৪	২
৭৫-৭৯	৭
৭০-৭৪	৮
৬৫-৬৯	১০
৬০-৬৪	৭
৫৫- ৫৯	৩
৫০-৫৪	১
৪৫-৪৯	২

ক. পরিসর নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১
খ. আদর্শ বিচ্যুতির ২টি ব্যবহার লেখ। ২
গ. উপাত্তগুলো ব্যবহার করে আয়তলেখ প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করো। ৪

৩.▶ ডানিন টেক্সটাইল মিলের মানবসম্পদ বিভাগে ৪০ জন পুরুষ ও ৩০ জন নারী কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান ইমতিয়াজ আলম কর্মকর্তাদের কর্মভারের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তাদের ওপর একটি কর্মভার মানক প্রয়োগ করলেন। সর্বোচ্চ কর্মভার অনুভবকারী মানকটিতে সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্ত হবেন। কর্মকতাদের মোট সাফল্যাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত উপাত্ত নিম্নরূপ:

পুরুষ	
শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুণ্য
২০-২৪	১০
১৫-১৯	২৭
১০-১৪	১০
০৫-০৯	০৩
N_M =	৫০

মহিলা:	
শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুণ্য
২০-২৪	১১
১৫-১৯	০৭
১০-১৪	০৮
০৫-০৯	০৪
N_F =	৩০

ক. ভেদাঙ্ক কাকে বলে? ১
খ. ভেদাঙ্ক ও আদর্শ বিচ্যুতির সম্পর্ক লেখ। ২
গ. মহিলা কর্মকর্তাদের কর্মভারের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের মধ্যে কাদের কর্মভার বেশি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.▶ অধ্যাপক কবির সাহেব তার ক্লাসের ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ৬০ নম্বরের একটি পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রতিজনকে আলাদা আলাদাভাবে যে নম্বর বা সাফল্যাঙ্ক প্রদান করেন, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতির ব্যবহার কিরূপ তা তুলে ধরেন।
৪০, ২৩, ৩৪, ৪১, ৪২, ৪৪, ২৬, ২৮, ৩৩, ৩১, ৪৫, ৪৯, ৪৬, ৫২, ৩৫, ৩৬, ৫৩, ৩৯, ৩৭, ৩৮।
ক. জে. পি. গিলফোর্ড প্রদত্ত গড় বিচ্যুতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. কীভাবে গড় বিচ্যুতির পরিমাণ পাওয়া যায়? ২
গ. অধ্যাপক কবির সাহেব প্রদত্ত সাফল্যাঙ্কগুলোর শ্রেণিবিভাগ, গণসংখ্যা, মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উপরের উপাত্ত হতে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর। ৪

৫.▶ আনন্দপুর মহাবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রহমতের একটি বুদ্ধি অভীক্ষায় প্রাপ্ত বুদ্ধ্যঙ্ক হলো ১৩৫। ঐ একই বুদ্ধি অভীক্ষাটি দ্বাদশ শ্রেণির অন্য ১১ জন ছাত্রছাত্রীর ওপর প্রয়োগ করে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া গেল ১১০, ১০৫, ১২৩, ১১৫, ১০০, ৯৭, ৯৫, ১২৫, ১২৭, ৯৬ ও ১৩০।
ক. গড় বিচ্যুতি কাকে বলে? ১
খ. অবিন্যস্ত উপাত্ত থেকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ২
গ. দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধ্যঙ্কের চতুর্থাংশীয় বিচুতি বের করো। ৩
ঘ. যদি বুদ্ধি অভীক্ষাটিতে প্রাপ্ত রহমতের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৫ কম হতো তবে চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতির মানে কী প্রভাব পড়ত? প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ইউনুস ও বাবর দুই বন্ধু। দুজনেই মেধাবী। ইউনুস বাবরকে প্রশ্ন করল, ‘একটি ক্লাসে ৬০ জন ছাত্র আছে। তাদের মনোবিজ্ঞানের ফলাফল বের হয়েছে। সবচেয়ে কম নম্বর ৫২ এবং বেশি নম্বর ৮৪। তাদের মধ্যকার পরিসর কত? বাবর উত্তর না দিয়ে বলল, ৪০ জন ছাত্রের ১০০ নম্বরের একটি পরীক্ষার ফলাফল হচ্ছে ৫০ × ৫৪ পেয়েছে ৩ জন, ৫৫ × ৫৯ পেয়েছে ৫ এভাবে, ৬০ × ৬৪ = ৮, ৬৫ × ৬৯ = ১০, ৭০ × ৭৪ = ৭, ৭৫ × ৭৯ ৫, ৮০ × ৮৪ = ২ জন। এদের মধ্যে কারা ভালো করেছে?

৮০ – ৮৪	২
৭৫ – ৭৯	৫
৭০ – ৭৪	৭
৬৫ – ৬৯	১০
৬০ – ৬৪	৮
৫৫ – ৫৯	৫
৫০ – ৫৪	৩
	ঘ = ৪০

ক. পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়ের সূত্র কী? ১
খ. ইউনুসের প্রশ্নানুসারে পরিসর নির্ণয় করো। ২
গ. বাবরের প্রশ্নের আলোকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য একটি সারণি তৈরি করো। ৩
ঘ. উক্ত সারণি থেকে প্রয়োজনীয় সূত্র ব্যবহার করে গড় বিচ্যুতির ফলাফল নির্ণয় করো। ৪

৭. ▶ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ‘ক’ ছাত্রছাত্রীদেরকে বিচ্যুতির ধারণা ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বললেন যে, একগুচ্ছ উপাত্তের বিচ্যুতির পরিমাপ থেকে জানা যায় ঐ উপাত্তগুলো তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারদিকে কতটুকু ছড়িয়ে আছে। তিনি আরো বললেন যে, বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতির পরিমাপের মধ্যে কোনোটি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানে ব্যবহৃত হয় আবার কোনোটি বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ধারণা লাভের জন্য ব্যবহার সুবিধাজনক।
ক. কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে? ১
খ. বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ও অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যানের ২টি পার্থক্য দাও। ২
গ. অধ্যাপক ‘ক’ যে যে বিচ্যুতি পরিমাপের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ধারণা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত প্রকার ছাড়াও বিচ্যুতি পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার আলোচনা করো। ৪

৮.▶ একটি ক্লাসে ২০ জন ছাত্র আছে। ৫০ নম্বরের ক্লাস টেস্ট হয়েছে। দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় ৮ জন ছাত্র বাছাই করা হলো। তাদের ক্লাস টেস্টের ফলাফল নিম্নরূপ: ২৭, ২২, ২৪, ৩০, ২৮, ৩৬, ৪৫, ৪০।

ক. চতুর্থাংশীয় ব্যবধান কী? ১

খ. অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর আলোকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর আলোকে চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি পরিমাপ করো। ৪

সেট-২

ক. বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ২৫ মিনিট; মান-২৫

১. সাফল্যাঙ্কসমূহের বিচ্যুতির বর্গের গড় নিয়ে তার বর্গমূলকে কী বলে?
ⓚ পরিসর ⓔ চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি
ⓖ গড় বিচ্যুতি ⓖ আদর্শ বিচ্যুতি

২. পরিসংখ্যানকে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করণের বিজ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন কে?
(ক) এল. বাউলী (খ) ক্রোক্সটন
(গ) ওয়েইটেন (ঘ) জন. সি. রাচ

৩. কোন পরিসংখ্যানে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষণ করে সমগ্রক সম্বন্ধে অনুমান করা হয়?
(ক) বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান
(খ) অনুমানমূলক পরিসংখ্যান
(গ) সমানুপাতিক পরিসংখ্যান
(ঘ) পূর্বানুমান পরিসংখ্যান

৪. পরিসংখ্যানে কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম?
(ক) লেখচিত্রের (খ) সারণি
(গ) পরিসর (ঘ) বিচ্যুতির

৫. প্রতিটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু এবং যেসকল শ্রেণির পৌনঃপুন্য যেসব বিন্দুতে ছেদ করে তা যুক্ত করলে কোনটি তৈরি হয়?
(ক) বহুভুজ (খ) আয়তলেখ
(গ) স্তম্ভচিত্র (ঘ) ওজাইভ

৬. পরিসংখ্যানে 'AM' দ্বারা কোনটি বোঝায়?
(ক) গড় (খ) আনুমানিক
(গ) মধ্যবিন্দু (ঘ) যোগফল

৭. আদর্শ বিচ্যুতিকে বর্গ করলে কী পাওয়া যায়?
(ক) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি (খ) পরিসর
(গ) বিস্তারমান (ঘ) গড় বিচ্যুতি

৮. 'সার ফসল উৎপাদনকে প্রভাবিত করে'— এখানে ফসল উৎপাদন কোন চল?
(ক) নির্ভরশীল চল (খ) অনির্ভরশীল চল
(গ) অভ্যন্তরীণ চল (ঘ) বাহ্যিক চল

৯. বিচ্যুতি পরিমাপের জন্য কত প্রকারের সঠিক ব্যবহৃত হয়?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

১০. বিস্তারমান নির্ণয়ের প্রক্রিয়া কোনটি নির্ণয়ের প্রক্রিয়ারই সমরূপ?
(ক) আদর্শ বিচ্যুতি (খ) গড় বিচ্যুতি
(গ) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি (ঘ) পরিসর

১১. লেখচিত্র অঙ্কনের মূল ভিত্তি কয়টি সরল রেখা?
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

১২. পরিসরের সূত্র কোনটি?
(ক) R = (L – H) (খ) R = (H – L)
(গ) R = (H – L) + ১ (ঘ) H = (R – L)+ ১

১৩. আদর্শ বিচ্যুতি কোনটির বর্গমূল
(ক) পরিসর (খ) গড় বিচ্যুতি
(গ) বিস্তারমান (ঘ) চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি

১৪. R = (H – L) + ১ সূত্রে L দ্বারা কী বোঝায়?
(ক) বড় সংখ্যা (খ) সবচেয়ে বড় সংখ্যা
(গ) সবচেয়ে ছোট সংখ্যা (ঘ) পরিসর

১৫. আদর্শ বিচ্যুতি অন্য কী নামে পরিচিত?
(ক) পরিমিত ব্যবধান (খ) গড় ব্যবধান
(গ) আদর্শ ব্যবধান (ঘ) আদর্শ মান

১৬. গড় বিচ্যুতির অসুবিধা
i. গড় বিচ্যুতি স্থূল
ii. অনির্ভরযোগ্য পরিমাপ
iii. চরম সাফল্যাঙ্কের সাহায্য নেয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতির সূত্র কোনটি?
(ক) $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$ (খ) $Q = \frac{Q_3 - Q_2}{2}$
(গ) $Q = \frac{Q_1 - Q_4}{2}$ (ঘ) $Q = \frac{Q_1 - Q_2}{2}$

১৮. খোলা বা উন্মুক্ত নিবেশনে কোন বিচ্যুতির প্রয়োগ খুবই কার্যকরী?
(ক) পরিসর (খ) চতুর্থাংশীয়
(গ) বিস্তারমান (ঘ) আদর্শ

১৯. তথ্য নিবেশনে তথ্যের মানগুলোর অবস্থান কোথায় এবং কোন তথ্যের ভূমিকা কতটুকু তা কোন বিচ্যুতি দ্বারা নির্ণয় করা যায়?
(ক) বিস্তারমান (খ) পরিসর
(গ) গড় বিচ্যুতি (ঘ) আদর্শ বিচ্যুতি

২০. কোনো বন্টনের সাফল্যাঙ্কগুলো থেকে ঐ বন্টনের গড়ের বিচ্যুতি যোগ করলে যোগফল কী হয়?
(ক) বৃদ্ধি পায় (খ) কমে যায়
(গ) শূন্য হয় (ঘ) সমান থাকে

২১. একটি চল থেকে আর একটি চল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় কোন পরিসংখ্যানে?
(ক) বর্ণনামূলক (খ) অনুমাননির্ভর
(গ) নমুনানির্ভর (ঘ) পূর্বানুমান

২২. পৌনঃপুণ্যের বন্টন, লেখচিত্র, গড়, মধ্যক, প্রচুরক, আদশ বিচ্যুতি প্রভৃতি কোন পরিসংখ্যানে ব্যবহার করা হয়?
(ক) বর্ণনামূলক (খ) অনুমাননির্ভর
(গ) পূর্বানুমান (ঘ) পূর্বোক্তিমূলক

২৩. পরিসংখ্যানের সাধারণত কিসের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়?
(ক) অনুমানের (খ) নমুনার
(গ) নির্ভরণের (ঘ) সমগ্রকের

২৪. দুই বা ততোধিক তথ্যসারিকে তুলনা করতে কোনটি বেশি সুবিধাজনক?
(ক) সারণি (খ) লেখচিত্র
(গ) অক্ষ রেখা (ঘ) পরিসর

২৫. কোন বন্টনের সাফল্যাঙ্কসমূহের বিচ্যুতির বর্গের গড়কে কী বলে?
(ক) পরিসর (খ) বিস্তারমান
(গ) গড় বিচ্যুতি (ঘ) আদর্শ বিচ্যুতি

নিজেকে যাচাই করি: বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সেট-১

উত্তর	১	খ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	খ
	১৪	ক	১৫	খ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক		

সেট-২

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	ক	১২	গ	১৩	গ
	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	খ		

প্রশ্ন ▶১ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফজলুল করিম বিচ্যুতি পরিমাপের ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বললেন যে, বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতির পরিমাপের মধ্যে কোনোটি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানে ব্যবহৃত হয় আবার কোনোটি বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ধারণা লাভের জন্য ব্যবহার সুবিধাজনক। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. তৃতীয় চতুর্থাংশ কাকে বলে? ১

খ. বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ও অনুমাননির্ভর পরিসংখ্যানের মৌলিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধ্যাপক ফজলুল করিম যে যে বিচ্যুতি পরিমাপের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত প্রকার ছাড়াও বিচ্যুতি পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার আলোচনা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিমাপের স্কেলে যে বিন্দুর নিচে শতকরা ৭৫ ভাগ সাফল্যাঙ্ক আছে তাকে তৃতীয় চতুর্থাংশ বলে।

খ অনুমান-নির্ভর পরিসংখ্যানে নমুনাভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের পন্থা, অনুমান তৈরির পন্থা এবং ভুলের পরিমাণ সম্পর্কে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে একটি ধারণা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান হলো পরিসংখ্যানে সংগৃহীত তথ্য বা উপাত্তসমূহের এমন এক ধরনের সংগঠন ও উপস্থাপন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে উপাত্তসমূহের সাধারণ চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, বিস্তার, প্রবণতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি বর্ণনা বা ধারণা পাওয়া যায়। পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হয় এই বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ঐ উপাত্তসমূহকে নিয়মানুগভাবে বিন্যস্ত ও উপস্থাপন করা হয়।

গ অধ্যাপক ফজলুল করিম যে বিচ্যুতি পরিমাপের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো পরিসর ও গড় বিচ্যুতি।

পরিসরের কয়েকটি ব্যবহার হলো, শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারের মূল্য এমন একটি বিষয় যা সব সময় ওঠা-নামা করে। শেয়ার মূল্যের পরিসর জানা থাকলে ব্যক্তির পক্ষে দর কষাকষি সহজ ও সুবিধাজনক হয়। অনেক সময় মুদ্রা বিনিময়কারী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদেরকেও ব্যবসায়িক পরিসর ব্যবহার করতে হয়। শিল্প কলকারখানার উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিসর ব্যবহৃত হয়। দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার জন্যও এটি ব্যবহার হয়।

আবার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের সম্পদের বিন্যাসের জন্য গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহার অবিন্যস্ত তথ্যের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। যে সমস্ত তথ্য নিবেশনে তথ্যগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব বেশি, সে সমস্ত তথ্য নিবেশনে বিস্তার পরিমাপের ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ধারণা লাভের জন্য গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।

ঘ অধ্যাপক ফজলুল করিম-এর উল্লিখিত পরিমাপকগুলো ছাড়াও বিচ্যুতি পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো হলো– চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি, বিস্তারমান বা ভেদাঙ্ক, আদর্শ বিচ্যুতি। নিচে এগুলোর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো–

খোলা বা উন্মুক্ত নিবেশনে চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতির প্রয়োগ খুবই কার্যকরী। অনিয়মিত নিবেশনের বেলায় সময়ের স্বার্থেই চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি কোনো কোনো সময় বেশ ভালো ফল দেয়। গবেষণায় যে সকল ক্ষেত্রে কোনো নিবেশনের বিচ্যুতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হলেই চলে, সেসব ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রান্তিক, অস্বাভাবিক ছোট বা বড় মানের প্রভাব দূর করে বিচ্যুতি পরিমাপের জন্য চতুর্থক ব্যবধানের ব্যবহার রয়েছে।

সংখ্যার ভিত্তিতে দু বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে বিস্তারমান ব্যবহার করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন মধ্যক মানবিশিষ্ট একাধিক নিবেশনের বিচ্যুতি তুলনা করতে এটি ব্যবহার করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন একক বিশিষ্ট দু' বা ততোধিক নিবেশনের বিস্তৃতি তুলনা করতে এটি ব্যবহার করা যায়। নিবেশনের কাঠামোগত গুণাগুণ পরিমাপ করতে বিস্তারমান ব্যবহার করতে হয়।

আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধানে বিস্তার পরিমাপকের গুরুত্বপূর্ণ সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই এটি বিস্তার পরিমাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযোগী পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত। উপাত্তসমূহের নমুনা বিচার এবং বিভিন্ন তথ্য নিবেশনের সহ-সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি হলো আদর্শ বিচ্যুতি। কোনো তথ্য নিবেশনের কেন্দ্রীয় মান কতটুকু প্রতিনিধিত্বশীল তা যাচাই করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো আদর্শ বিচ্যুতি। বিভিন্ন নিবেশনের কালীন সারি বিশ্লেষণেও এটি ব্যবহার করা হয়। শিল্প পণ্যের উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ▶২ রহিমদের ক্লাসে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। ৫০ নম্বরের ক্লাস টেস্ট হয়েছে। দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় ১০ জন ছাত্র বাছাই করা হলো। তাদের ক্লাস টেস্টের ফলাফল নিম্নরূপ: ৫, ৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৫, ২৪, ২৯। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. সমরূপতা কী? ১

খ. সূত্রসহ ভেদাংক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর আলোকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর আলোকে চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি পরিমাপ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বণ্টনের বিচ্যুতির মান শূন্যের (০) যতো কাছাকাছি তাই ঐ বণ্টনের সমরূপতা।

খ কোনো নিবেশনের গড় থেকে সংখ্যাগুলোর ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে পদসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে বিস্তারমান বা ভেদাংক বলে।

পরিসংখ্যানের ভাষায়, $\sigma^2 = \frac{\sum f(X-\overline{X})^2}{N}$

এখানে
Σ = যোগফল
f = পৌনঃপূন্য
X = পদ বা শ্রেণি
X^2 = পদ বা শ্রেণির বর্গ
N = পৌনঃপুন্যের সমষ্টি

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত উপাত্ত হতে নিচে গড় ব্যবধান নির্ণয় করার জন্য সারণি তৈরি করা হলো—

X	$\lvert X-\overline{X}\rvert$
১৪	৪
১০	৭
১৫	২
১৯	২
২৯	১২
২৫	৮
৯	৮
২৪	৭
৫	১২
২০	৩
$\sum X$ = ১৭০	$\sum \lvert X-\overline{x}\rvert$ = ৬৫

আমরা জানি,

গড় $(\overline{x}) = \frac{\sum X}{N}$

$= \frac{১৭০}{১০} = ১৭$

এখানে,
X = সাফল্যাঙ্ক
$\overline{X}$ = গড়
$\lvert X - \overline{X}\rvert$ = বীজগাণিতিক চিহ্ন বর্জন সাপেক্ষে বিচ্যুতি।

আমরা জানি, গড় বিচ্যুতি (MD) = $\frac{\sum\lvert X-\overline{X}\rvert}{N}$

$= \frac{৬৫}{১০} = ৬.৫$

$\therefore$ নির্ণেয় গড় বিচ্যুতি = ৬.৫ **(উত্তর)**

ঘ উদ্দীপকের তথ্য থেকে চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি পরিমাপ করার জন্য সাফল্যাঙ্কসমূহকে ক্রমানুসারে নিচের ছকে সাজাই—

ক্রম সংখ্যা	সাফল্যাঙ্ক
১	5
২	9
৩	10
৪	14
৫	15
৬	19
৭	20
৮	২৪
৯	২৫
১০	২৯

আমরা জানি,

চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি (Q) = $\frac{Q_৩ - Q_১}{2}$

এখানে, $Q_১ = \frac{N}{৪}$ তম সংখ্যা

$= \frac{১০}{৪}$ = ২.৫ তম সংখ্যা

এখানে,
Q = চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি
$Q_১$ = প্রথম চতুর্থক
$Q_৩$ = তৃতীয় চতুর্থক

২.৫ তম সংখ্যাটি হলো ২য় ও ৩য় সংখ্যার গড় = $\frac{9+10}{2}$ = ৯.৫

তৃতীয় চতুর্থকের ক্ষেত্রে,

$Q_৩ = \frac{৩N}{৪}$ তম সংখ্যা

$= \frac{৩ \times ১০}{৪}, = \frac{৩০}{৪}$, = ৭.৫ তম সংখ্যা

$\therefore$ ৭.৫ তম সংখ্যাটি হলো = $\frac{২০ + ২৪}{২}$ = ২২

অতএব, $Q = \frac{Q_৩ - Q_১}{2}$

$= \frac{২২ - ৯.৫}{২}$

$= \frac{১২.৫}{২}$ = ৬.২৫

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি = ৬.২৫ (প্রায়)

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ ঝিকরগাছা সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষায় ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মনোবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বরের গাণিতিক গড় ও গড় বিচ্যুতি ছিলো যথাক্রমে ৭৩ ও ১৫। কিন্তু নির্বাচনি পরীক্ষায় তাদের মনোবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর ৯২,৫১,৭৫, ৮৫, ৭৭, ৬৭, ৭৮, ৮৮, ৫৩ ও ৬৪।

মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক সিরাজ সাহেব ফলাফল দেখে বললেন যে, যদিও সর্বোচ্চ নম্বর কমেছে তবুও ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত ফলাফলের উন্নতি ঘটেছে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. আয়তলেখ কাকে বলে? ১

খ. লেখচিত্রের ২টি প্রয়োজনীয়তা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের কলেজের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি নির্ণয় করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সিরাজ সাহেবের দাবি কি সঠিক? উত্তরের পক্ষে বিচ্যুতির ধারণা ব্যবহার করে যুক্তি দাও। ৪